Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

যাকাতের গুরুত্ব যজিলত ও শরয়ী বিধান

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রিনা আক্তার রনি

রোলঃ 216020263

২৩ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

যাকাতের গুরুত্ব ফজিলত ও শরয়ী বিধান

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রিনা আক্তার রনি

রোলঃ 216020263

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "যাকাতের গুরুত্ব ফজিলত ও শরয়ী বিধান" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে রিনা আক্তার রনি, আইডিঃ 216020263 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "যাকাতের গুরুত্ব ফজিলত ও শরয়ী বিধান" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

রিনা আক্তার রনি

আইডিঃ 216020263

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২৩ মে, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

ভুমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য,যিনি সকল সম্পদের প্রকৃত মালিক ও যার হাতে রিজিকের চাবিকাঠি।

যিনি নিচু করলে উপরে তোলার কেউ নেই, আর তিনি উপরে উঠালে নিচু করার কেউ নেই। তিনি দান করলে বাধা দেওয়ার কেউ নেই, তিনি নিষেধ করলে দেওয়ার কেউ নেই। তিনি যে সম্পর্ক ঠিক রেখেছেন তা কাটার কারও ক্ষমতা নেই, তিনি যে সম্পর্ক কর্তন করেছেন তা জোড়া দেওয়ার কেউ নেই। সুতরাং কতই না পবিত্র তিনি! তিনি মহা পরিচালক, প্রাজ্ঞ ও দয়ালু ইলাহ, তাঁর প্রাজ্ঞতার কারণেই ক্ষতি অনুষ্ঠিত হয় আর তার রহমতেই উপকার সাধিত হয়। আমি তাঁর সকল কর্মকাণ্ডের উপর তাঁর প্রশংসা করি, তার প্রশস্ত ব্যাপক দানের কারণে তার শুকরিয়া আদায় করি।

আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই, যা শরীয়ত হিসেবে দিয়েছেন তা দক্ষতার সাথে দিয়েছেন, যা তৈরী করেছেন সম্পূর্ণ নতুনভাবে তা করেছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল, যাকে তিনি এমন সময় পাঠিয়েছেন যখন কুফরি উপরে উঠেছিল এবং উঁচু হয়ে গিয়েছিল, আক্রমণ করেছিল, জমায়েত হয়েছিল, কিন্তু তিনি সে উঁচু অবস্থান থেকে সেটাকে নীচে নামিয়ে রেখেছিলেন এবং দমন করেছিলেন, আর যারা ক্ষতি করার জন্য একত্রিত হয়েছিল তিনি তাদেরকে শতধা বিভক্ত করে দিয়েছেন।

দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক বিশ্বজগতের রহমত আমাদের প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ (সা:) এর প্রতি। যিনি ফকির মিসকিনদের বন্ধু ও সহানুভুতির লক্ষ্যে যাকাতের বিস্তারিত বিধান বর্ননা করেছেন।

অনুরূপ আরো বর্ষিত হোক তাঁর সাথী আবু বকরের উপর, যার বীরত্বের তারকা মুরতাদদের সাথে যুদ্ধে দেখা দিয়েছিল এবং উদিত হয়েছিল। আর ‘উমারের উপর, যার দ্বারা আল্লাহ ইসলামকে করেছেন সম্মানিত ও অপ্রতিরোধ্য। তদ্রূপ ‘উসমানের উপর, যিনি মাযলুমভাবে নিহত হয়েছিলেন। অনুরূপ আলীর উপর, যিনি তাঁর জিহাদ দ্বারা কুফরিকে করেছেন বিনষ্ট ও দমন। তাছাড়া রাসূলের সকল পরিবার-পরিজন ও সকল সাহাবীর উপর, যতদিন সালাত

আদায়কারীরা সিজদা ও রুকু করবে। আর আল্লাহ তাঁদের উপর যথাযথ সালামও পেশ করুন।

যাকাতের অর্থ ও পরিচয়

আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে আশরাফুল মাখলূকাত তথা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। আর তাদের সার্বিক জীবন পরিচালনার জন্য ইসলামকে একমাত্র দ্বীন হিসাবে মনোনীত করেছেন। উদ্দেশ্য হ'ল- মানুষ ইসলামের যাবতীয় বিধান পালনের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য হাছিল করবে। আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর দন্ডায়মান; যার অন্যতম স্তম্ভ হ'ল যাকাত। শ্রেষ্ঠ ইবাদত ছালাতের পরেই যাকাতের স্থান। কুরআনুল কারীমের অধিকাংশ জায়গায় আল্লাহ তা'আলা ছালাতের পরেই যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব যাকাতের বিধান ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে, যা আদায় করা সামর্থ্যবান সকলের উপর অপরিহার্য।

নিম্নে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে যাকাতের অর্থ ও পরিচয় তুলে ধরা হলোঃ

যাকাত (زكاة) একটি আরবি শব্দ ,যার আভিধানিক অর্থ পবিত্রকরন,বৃদ্ধি করা।

الطهارة والنماء والبركة والمدح অর্থাৎ পবিত্রতা, ক্রমবৃদ্ধি, আধিক্য ও প্রশংসা। উল্লিখিত সব কয়টি অর্থই কুরআন ও হাদীছে উদ্ধৃত হয়েছে।

শরীয়তের পরিভাষায় যাকাত বলা হয় বিশেষ শর্ত সাপেক্ষে নির্দিষ্ট শ্রেনীর লোকদেরকে বিশেষ সম্পদের মালিক করা। ইসলামি শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত নিসাব পরিমান মালের নির্দিষ্ট অংশ নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় করার নাম যাকাত।

কোরআন হাদীসের অনেক স্থানে "যাকাত"কে "সদাকাহ" নামে অভিহিত করা হয়েছে।কোরআন মাজীদের ৮ টি মাক্কী ও ২২টি মাদানী সুরার ৩০টি আয়াতে "যাকাত"

শব্দটি উল্লেখিত আছে। এর মধ্যে ২৭টি আয়াতে “স্বলাত” এর সাথেই “যাকাত “শব্দ এসেছে।

ইসলামী শরী‘আতে যাকাতের হুকুম ও তার অবস্থান

প্রত্যেক মুসলিম স্বাধীন ব্যক্তির উপর যাকাত ফরয যা ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে তৃতীয় স্তম্ভ। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَأَقِيْمُوْا الصَّلَاةَ وَآتُوْا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ-

‘তোমরা ছালাত ক্বায়েম কর ও যাকাত দাও এবং যারা রুকূ করে তাদের সাথে রুকূ কর’ *(বাক্বারহ ২/৪৩)*।

তিনি অন্যত্র বলেন,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا-

‘তাদের সম্পদ হতে ছাদাক্বাহ্ গ্রহণ করবে। এর দ্বারা তুমি উহাদেরকে পবিত্র করবে এবং পরিশোধিত করবে’ *(তওবা ৯/১০৩)*।

হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مُعَاذًا رضى الله عنه إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِيْ أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ-

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ছাঃ) মু‘আয (রাঃ)-কে ইয়ামান দেশে (শাসক হিসাবে) প্রেরণ করেন। অতঃপর বলেন, ‘সেখানকার অধিবাসীদেরকে এ সাক্ষ্য দানের প্রতি আহবান জানাবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল। যদি তারা তা মেনে নেয় তবে তাদেরকে অবগত কর যে, আল্লাহ তা‘আলা তাদের উপর প্রতি দিনে ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করেছেন। যদি সেটাও তারা মেনে নেয় তবে তাদেরকে

অবগত কর যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর তাদের সম্পদে ছাদাক্বাহ্ (যাকাত) ফরয করেছেন। যেটা তাদের ধনীদের নিকট থেকে গৃহীত হবে আর দরিদ্রের মাঝে বণ্টন হবে'।

(*বুখারী হা/১৩৯৫*)

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

بُنِىَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ-

'ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর দন্ডায়মান। ১- আল্লাহ্ ব্যতীত কোন সত্য ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহর রাসূল-এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা। ২- ছালাত ক্বায়েম করা। ৩- যাকাত আদায় করা। ৪- হজ্জ সম্পাদন করা এবং ৫- রামাযানের ছিয়াম পালন করা।

(*বুখারী হা/৪, 'ঈমান' অধ্যায়*)

যাকাত ফরয হওয়ার সময়

যাকাত মক্কায় ফরয হয়। কিন্তু নিছাব নির্ধারণ, কোন্ কোন্ সম্পদে যাকাত ফরয এবং তা ব্যয়ের খাত সমূহের বর্ণনা মদ্বীনায় দ্বিতীয় হিজরীতে অবতীর্ণ হয়েছে।

ইসলামের আগে কি যাকাত দেয়ার ব্যবস্থা চালু ছিল?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মো. শামছুল আলম বলেন, ‘‘ইসলামের আগেও এই নিয়ম ছিল। হয়তো অন্য আঙ্গিকে, অন্যভাবে ছিল। তাদের সময় রোজাও ছিল। এ প্রসঙ্গে কিন্তু বলা হয়েছে ‘তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির ওপর রোজা ফরজ করা হয়েছিল।’’

কারণ পৃথিবীর কোনও জাতির ক্ষেত্রেই ‘সমস্যা সৃষ্টি হোক, কিন্তু সমাধান হবে না’, এমনটা তো চাননি আল্লাহ। সব নবীর সময়েই এই প্রেক্ষাপটগুলো আসছে এবং সেভাবে আয়াতও নাজিল হয়েছে।’’

‘‘ইসলাম মানুষের সব সমস্যার সমাধান দিয়েছে। যখন যে সমস্যাটা সামনে আসছে, সেটা নিয়ে আয়াত নাজিল হয়েছে এবং রাসূল মানুষদেরকে ডেকে এটা বলে দিয়েছে,’’ অধ্যাপক হক যোগ করেন।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের হালাল সনদ বিভাগের উপ-পরিচালক ড. মো. আবু ছালেহ পাটোয়ারীও একই কথা বলছেন। তার ভাষায়, ‘‘যাকাত আগেও ছিল। মুসা (আ) এর সময়ও ছিল।’’

যেমনভাবে, ‘‘নামাজও আগে ছিল। কিন্তু পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আমাদের নবীর সময় ফরজ করা হয়েছে। যাকাতও তাই। এটি আগেও ছিল। কিন্তু আমাদের ওপর দ্বিতীয় হিজরি থেকে ফরজ হয়।’’

ইউসুফ আল কারযাভীও তার বইয়ে লিখেছেন যে ইসলামের নবী ইব্রাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের সময়েও নামাজ আদায় করার পাশাপাশী যাকাত দেওয়ার জন্য ওহী পাঠানো হয়েছে।

বইতে আরও বলা হয়েছে যে ‘দুর্বল ও দরিদ্র লোকদের প্রতি সহৃদয়তা ও সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ গ্রহণের বহু আদেশ ও নির্দেশ তাওরাত ও ইনজীলে’ দেওয়া হয়েছে।

‘’পৃথিবীর প্রত্যেক জনপদে নবী-রাসুল পাঠানো হয়েছিল, সেটা আমরা শনাক্ত করতে না পারলেও তারা এসেছিলেন। তাদের অনেকের কথা আমরা জানি না। ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে আদম (আঃ) থেকে শুরু করে মোহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত নবীদের সংখ্যা লক্ষাধিক। বিভিন্ন জনপদে তারা ধর্ম প্রচার করে গেছেন। ফলে যাকাতের মতো নির্দেশনা অন্যান্য জাতির মধ্যেও এসেছিল,’’ বলছেন মি. মাহমুদ।

যাকাতের ফজিলত

যাকাত ইসলামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রোকন। ঈমানের পর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য ইবাদত হল সালাত ও যাকাত। কুরআন মজীদে বহু স্থানে সালাত-যাকাতের আদেশ করা হয়েছে এবং আল্লাহর অনুগত বান্দাদের জন্য অশেষ ছওয়াব, রহমত ও মাগফিরাতের পাশাপাশি আত্মশুদ্ধিরও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

وَ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ ؕ وَ مَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللهِ ؕ اِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿۱۱۰﴾

'তোমরা সালাত আদায় কর এবং যাকাত প্রদান কর। তোমরা যে উত্তম কাজ নিজেদের জন্য অগ্রে প্রেরণ করবে তা আল্লাহর নিকটে পাবে। নিশ্চয়ই তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখছেন। -সূরা বাকারা : **১১০**

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

وَ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿۵۶﴾

'তোমরা সালাত আদায় কর, যাকাত দাও এবং রাসূলের আনুগত্য কর যাতে তোমরা অনুগ্রহভাজন হতে পার।'-সূরা নূর : **৫৬**

সূরা নিসার **১৬২** নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের জন্য 'আজরুন আযীম'-এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

ইরশাদ হয়েছে-

وَ الْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ وَ الْمُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ اُولٰٓئِكَ سَنُؤْتِيْهِمْ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿۱۶۲﴾

'এবং যারা সালাত আদায় করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও পরকালে ঈমান রাখে আমি তাদেরকে মহাপুরস্কার দিব।'

অন্য আয়াতে যাকাতের গুরুত্বপূর্ণ সুফল বর্ণনা করে আল্লাহ তাআলা বলেন-

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ؕ وَ اللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۱۰۳﴾

‘তাদের সম্পদ থেকে সদকা গ্রহণ করুন, যার দ্বারা আপনি তাদেরকে পবিত্র করবেন এবং পরিশোধিত করবেন এবং আপনি তাদের জন্য দুআ করবেন। আপনার দুআ তো তাদের জন্য চিত্ত স্বস্তিকর। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।’-সূরা তাওবা : ১০৩

এছাড়া কুরআন মজীদের বিভিন্ন আয়াত থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, সালাত ও যাকাতের পাবন্দী ছাড়া আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের প্রশ্নই অবান্তর। কুরআন মজীদের বিভিন্ন আয়াতে, যেখানে খাঁটি মু’মিনের গুণ ও বৈশিষ্ট্য উল্লেখিত হয়েছে সেখানে সালাত-যাকাতের কথা এসেছে অপরিহার্যভাবে।

কুরআনের দৃষ্টিতে প্রকৃত পুণ্যশীলদের পরিচয় যেখানে দেওয়া হয়েছে সেখানে সালাত-যাকাতের উল্লেখ এসেছে। (সূরা বাকারা ১৭৭)

মুমিনের বন্ধু কারা-এই প্রশ্নের উত্তরেও সালাত-যাকাতের প্রসঙ্গ শামিল রয়েছে। (সূরা মায়েদা : ৫৫)

‘সৎকর্মপরায়ণদের বৈশিষ্ট্য ও কর্মের তালিকায় সালাত-যাকাতের প্রসঙ্গ অনিবার্য। (সূরা লুকমান : ৪)

মসজিদ আবাদকারীদের পরিচয় জানতে চাইলেও সালাত-যাকাত তাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। (সূরা তাওবা : ১৮)

কুরআন মজীদ কাদের জন্য হেদায়েত ও শুভসংবাদ দাতা-এর উত্তর পেতে চাইলেও সালাত-যাকাত অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। (সূরা নামল : ৩)

ভূপৃষ্ঠে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব লাভের পরও মুমিনদের অবস্থা কী তা জানতে চাইলে সালাত-যাকাতই অগ্রগণ্য। (সূরা হজ্ব : ৪১)

বিধর্মী কখন মুসলিম ভ্রাতৃত্বে শামিল হয়- এ প্রশ্নের উত্তরে তাওবার সঙ্গে সালাত-যাকাতও উল্লেখিত। (সূরা তাওবা : ১১)

দ্বীনের মৌলিক পরিচয় পেতে চাইলে সালাত-যাকাত ছাড়া পরিচয় দান অসম্ভব। (সূরা বাইয়েনা : ৫)

মোটকথা, এত অধিক গুরুত্বের সঙ্গে সালাত-যাকাত প্রসঙ্গে কুরআন মজীদে এসেছে যে, এটা ছাড়া দ্বীন ও ঈমানের অস্তিত্বই কল্পনা করা যায় না। মুমিনের অন্তরের ঈমান সালাত-যাকাতের বিশ্বাসের ওপর এবং তার কর্মের ঈমান সালাত-যাকাতের কর্মগত বাস্তবায়নের ওপর নির্ভরশীল।

ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী রাহ.-এর ভাষায়-

والزكاة أمر مقطوع به في الشرع يستغني عن تكلف الاحتجاج له ،وإنما وقع الاختلاف في بعض فروعه ،وأما أصل فرضية الزكاة فمن جحدها كفر.

'যাকাত শরীয়তের এমন এক অকাট্য বিধান, যে সম্পর্কে দলীল-প্রমাণের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। যাকাত সংক্রান্ত কিছু কিছু মাসআলায় ইমামদের মধ্যে মতভিন্নতা থাকলেও মূল বিষয়ে অর্থাৎ যাকাত ফরয হওয়া সম্পর্কে কোনো মতভেদ নেই। যাকাতের ফরযিয়তকে যে অস্বীকার করে সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়।' –(ফাতহুল বারী ৩/৩০৯)

উপরের আলোচনা থেকে যাকাতের গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা এবং এর সুফল ও উপকারিতা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া গেল।

যাকাত ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের একটি : আল্লাহ কর্তৃক মানব জাতির জন্য একমাত্র মনোনীত দ্বীন ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর দন্ডায়মান। আর যাকাত হল তার তৃতীয় স্তম্ভ। হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بُنِىَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ-

ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর দন্ডায়মান। ১- আল্লাহ্ ব্যতীত কোন সত্য ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহর রাসূল-এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা। ২- ছালাত ক্বায়েম করা। ৩- যাকাত আদায় করা। ৪- হজ্জ সম্পাদন করা এবং ৫- রামাযানের ছিয়াম পালন করা। (*বুখারী হা/৪, 'ঈমান' অধ্যায়)*

যাকাত অস্বীকারকারী কাফির : যাকাত ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের একটি। আর ইসলামের কোন বিধানকে অস্বীকার করলে সে ইসলামের গন্ডি থেকে বের হয়ে কাফিরে পরিণত হবে। অতএব যদি কোন ব্যক্তি যাকাত আদায়ে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে তাহলে সে কাফির বা মুরতাদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَإِنْ تَابُوْا وَأَقَامُوْا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ إِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ-

'কিন্তু যদি তারা তওবা করে, ছালাত ক্বায়েম করে ও যাকাত আদায় করে তবে তাদের পথ ছেড়ে দিবে; নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' *(তওবা ৯/৫)*।

হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوْا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، وَيُقِيْمُوْا الصَّلاَةَ، وَيُؤْتُوْا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوْا ذَلِكَ عَصَمُوْا مِنِّيْ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ الإِسْلاَمِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ-

ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমি লোকদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য আদিষ্ট হয়েছি, যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই ও মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহর রাসূল, আর ছালাত ক্বায়েম করে ও যাকাত আদায় করে। তারা যদি এগুলো করে, তবে আমার পক্ষ হতে তাদের জান ও মালের নিরাপত্তা লাভ করল; অবশ্য ইসলামের বিধান অনুযায়ী যদি কোন কারণ থাকে, তাহলে স্বতন্ত্র কথা। আর তাদের হিসাবের ভার আল্লাহর উপর ন্যাস্ত'। (*বুখারী হা/২৫)*

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরে কুরাইশরা তাদের সম্পদের যাকাত আদায়ে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে আবু বকর (রাঃ) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছিলেন।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ رضى الله عنه وَاللهِ لَوْ مَنَعُوْنِيْ عَنَاقًا كَانُوْا يُؤَدُّوْنَهَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا-

আবু হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু বকর (রাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহর কসম! যদি তারা একটি মেষ শাবক যাকাত দিতেও অস্বীকৃতি জানায় যা আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)-এর

কাছে তারা দিত, তাহলে যাকাত না দেওয়ার কারণে তাদের বিরুদ্ধে আমি অবশ্যই যুদ্ধ করব’*(বুখারী হা/১৪০০)*

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَاسْتُخْلِفَ أَبُوْ بَكْرٍ بَعْدَهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لأَبِيْ بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُوْلُوْا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ فَمَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّيْ مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ وَاللهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللهِ لَوْ مَنَعُوْنِيْ عِقَالاً كَانُوْا يُؤَدُّوْنَهُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِيْ بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ-

আবু হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরে যখন আবু বকর (রাঃ) খলীফা নির্বাচিত হলেন, তখন আরবদের কিছু লোক (যাকাত আদায়ে) অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করল। (আবু বকর (রাঃ) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিলেন)। তখন ওমর (রাঃ) বললেন, আপনি কিভাবে লোকদের সাথে যুদ্ধ করবেন? কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আমাকে লোকদের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যতক্ষণ না তারা ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’-কে স্বীকার করে। আর যে ব্যক্তি তা স্বীকার করবে সে তার সম্পদ ও প্রাণ আমার হাত থেকে সংরক্ষিত করে নিবে। তবে ইসলামের অধিকার ব্যতীত। আর অন্য সবকিছুর হিসাব আল্লাহর কাছে রয়েছে। অতঃপর আবু বকর (রাঃ) বললেন, আল্লাহর শপথ! যে ব্যক্তি ছালাত ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করবে আমি তার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হব। কারণ যাকাত হচ্ছে আল্লাহর সম্পদের হক। আল্লাহর শপথ! তারা যদি উটের গলার একটি রশিও দিতে অস্বীকার করে, যা তারা রাসূল (ছাঃ)-এর যামানায় দিত, তাহলে এ অস্বীকৃতির কারণে আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। ওমর (রাঃ) বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি দেখলাম আল্লাহ আবু বকর (রাঃ)-এর হৃদয়কে যুদ্ধের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। কাজেই আমি বুঝতে পারলাম, আবু বকর (রাঃ)-এর সিদ্ধান্তই সঠিক ছিল। (*বুখারী হা/১৪০০)*

যাকাত ঈমানের সত্যায়নকারী : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ -أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيْمٌ-

'যারা ছালাত ক্বায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে (যাকাত আদায় করে); তারাই প্রকৃত মুমিন। তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদেরই জন্য রয়েছে মর্যাদা, ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা' *(আনফাল ৮/৩-৪)*।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ-

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার নিকট তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি এবং সকল মানুষের চেয়ে আধিক প্রিয় না হব। (*বুখারী হা/১৫*)

আর পৃথিবীতে মানুষের নিকটে সবচেয়ে প্রিয় বস্তু হল তার ধন-সম্পদ। আর সে কখনই তা দান করে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাঁর নিকটে অধিক প্রিয় না হয়। আর যখনই সে তার সম্পদের যাকাত আদায় করে তখনই সে ঈমানের প্রকৃত স্বাদ গ্রহণ করে।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثَلاَثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الإِيْمَانِ مَنْ عَبَدَ اللهَ وَحْدَهُ وَأَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ رَافِدَةً عَلَيْهِ كُلَّ عَامٍ وَلاَ يُعْطِى الْهَرِمَةَ وَلاَ الدَّرِنَةَ وَلاَ الْمَرِيْضَةَ وَلاَ الشَّرَطَ اللَّئِيْمَةَ وَلَكِنْ مِنْ وَسَطِ أَمْوَالِكُمْ فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَسْأَلْكُمْ خَيْرَهُ وَلَمْ يَأْمُرْكُمْ بِشَرِّهِ-

আব্দুল্লাহ ইবনু মা'আবিয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি তিনটি কাজ করবে সে পরিপূর্ণ ঈমানের স্বাদ গ্রহণ করবে। যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত থাকে এবং স্বীকার করে যে আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য ইলাহ নেই; যে ব্যক্তি প্রত্যেক বছর তার সম্পদের যাকাত হিসাবে উত্তম মাল দান করে এবং বৃদ্ধ বয়সের, রোগগ্রস্থ, ত্রুটিপূর্ণ, নিকৃষ্ট মাল প্রদান করে না; বরং মধ্যম মানের মাল প্রদান করে। আল্লাহ তোমাদের নিকট তোমাদের উত্তম মাল চান না এবং নিকৃষ্ট মাল প্রদান করতেও নির্দেশ দেননি। (*আবুদাউদ হা/১৫৮২*)

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ شَطْرُ الإِيْمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلأُ الْمِيْزَانَ وَالتَّسْبِيْحُ وَالتَّكْبِيْرُ يَمْلأُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَالصَّلاَةُ نُوْرٌ وَالزَّكَاةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ-

আবু মালেক আশ‘আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, পরিপূর্ণভাবে ওযূ করা ঈমানের অংশ বিশেষ। ‘আলহামদুলিল্লাহ’ পাল্লাকে পূর্ণ করে। ‘সুবহানাল্লাহ’ ও ‘আল্লাহু আকবার’ আসমান ও যমিনকে পূর্ণ করে। ছালাত হল নূর বা আলো। আর যাকাত হল প্রমাণ। ধৈর্য আলো। আর কুরআন তোমার পক্ষে অথবা বিপক্ষে প্রমাণ। (*নাসাঈ হা/২৪৩৭; ইবনু মাজাহ হা/২৮০; আলবানী)*

যাকাত পূর্ণাঙ্গ ইসলাম মানার অন্যতম মাধ্যম : যাকাত ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে অন্যতম। একে বাদ দিয়ে পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলাম মানা সম্ভব নয়। বরং পূর্ণ মুমিন হওয়ার জন্য ইসলামের যাবতীয় বিধান মানা অবশ্যক। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

أَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِيْ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّوْنَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ-

‘তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশে ঈমান রাখ আর কিছু অংশ অস্বীকার কর? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা তা করে, দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ব্যতীত তাদের কি প্রতিদান হতে পারে? ক্বিয়ামত দিবসে তাদেরকে কঠিনতম আযাবে নিক্ষেপ করা হবে। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে উদাসীন নন’ *(বাক্বারাহ ২/৮৫)*।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ثَلاَثٌ أَحْلِفُ عَلَيْهِنَّ لاَ يَجْعَلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ لَهُ سَهْمٌ فِيْ الإِسْلاَمِ كَمَنْ لاَ سَهْمَ لَهُ فَأَسْهُمُ الإِسْلاَمِ ثَلاَثَةٌ الصَّلاَةُ وَالصَّوْمُ وَالزَّكَاةُ-

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তিনটি বিষয় আমি শপথ করে বলছি; যে ব্যক্তির ইসলামে অংশ আছে এবং যার ইসলামে কোন অংশ নেই দু’জনকে আল্লাহ কখনোই সমান করবেন না। ইসলামের তিনটি অংশ হল, ছালাত, ছিয়াম ও যাকাত।

(মুসনাদে আহমাদ হা/২৫১৬৪; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৩৮৭; ছহীহুল জামে‘ হা/৩০২১)

যাকাত আদায় আল্লাহর পুরস্কার লাভের মাধ্যম : যাকাত আদায়কারীকে আল্লাহ মহান পুরস্কারে ভূষিত করেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَالْمُقِيْمِيْنَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُوْنَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيْهِمْ أَجْرًا عَظِيْمًا-

‘যারা ছালাত প্রতিষ্ঠাকারী ও যাকাত প্রদানকারী হবে, তাদেরকে সত্বর মহান পুরস্কারে ভূষিত করা হবে’ *(নিসা ৪/১৬২)*।

তিনি অন্যত্র বলেন,

قُلْ إِنَّ رَبِّيْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ-

‘বল, আমার প্রতিপালক তো তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা তার রিযিক বর্ধিত করেন এবং যার প্রতি ইচ্ছা সীমিত করেন। তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তিনি তার প্রতিদান দিবেন। তিনিই শ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা’ *(সাবা ৩৪/৩৯)*।

যাকাত আদায়কারী আখেরাতে সফলকাম হবে এবং সবরকম চিন্তামুক্ত থাকবে : আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ -أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ-

‘যারা ছালাত ক্বায়েম করে এবং যাকাত দেয়, তারাই আখেরাতে নিশ্চিত বিশ্বাসী; তারাই তাদের প্রতিপালকের নির্দেশিত পথে আছে এবং তারাই সফলকাম’ *(লুকমান ৩১/৪-৫)*।

তিনি অন্যত্র বলেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوْا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ-

‘যারা ঈমান আনে, সৎকর্ম করে, ছালাত ক্বায়েম করে এবং যাকাত দেয়, তাদের পুরষ্কার তাদের প্রতিপালকের নিকট আছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না’ *(বাকারাহ ২/২৭৭)*।

যাকাত জান্নাত লাভের অন্যতম মাধ্যম : হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ مَالِكٍ الأَشْعَرِيّ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِيْ الْجَنَّةِ لَغُرْفَةً، قَدْ يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا، وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا، أَعَدَّهَا اللهُ لِمَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَأَلاَنَ الْكَلاَمَ، وَتَابَعَ الصِّيَامَ، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ-

আবু মালেক আল-আশ'আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'জান্নাতের মধ্যে এমন সব (মসৃণ) ঘর রয়েছে যার বাইরের জিনিস সমূহ ভিতর হতে এবং ভিতরের জিনিস সমূহ বাহির হতে দেখা যায়। সে সকল ঘরসমূহ আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তির জন্য প্রস্ত্তত করে রেখেছেন যে ব্যক্তি (মানুষের সাথে) নম্রতার সাথে কথা বলে, ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান করে (যাকাত আদায় করে), পর পর ছিয়াম পালন করে এবং রাতে ছালাত আদায় করে অথচ মানুষ তখন ঘুমিয়ে থাকে'। *(মুসনাদে আহমাদ হা/১৩৫১)*

হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ دُلَّنِيْ عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ تَعْبُدُ اللهَ لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيْمُ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوْبَةَ وَتُؤَدِّى الزَّكَاةَ الْمَفْرُوْضَةَ وَتَصُوْمُ رَمَضَانَ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لاَ أَزِيْدُ عَلَى هَذَا شَيْئًا أَبَدًا وَلاَ أَنْقُصُ مِنْهُ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا-

আবু হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আপনি আমাকে এমন কিছু আমলের কথা বলে দিন, যে আমলগুলি করলে আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব। তিনি বললেন, তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। ফরয ছালাত সমূহ আদায় করবে। নির্ধারিত যাকাত প্রদান করবে এবং রামাযান মাসে ছিয়াম পালন করবে। লোকটি বলল, ঐ সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! (আপনি যতটুকু ইবাদতের কথা বললেন) আমি কখনো এর চেয়ে সামান্যতম বেশী করব না এবং সামান্যতম কমও করব না। অতঃপর লোকটি চলে গেলে রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'যে ব্যক্তি কোন জান্নাতী লোককে দেখতে চায় সে যেন এই লোকটিকে দেখে' *(বুখারী হা/১৩৯৭)*

যাকাত অন্তরে প্রশান্তি লাভের মাধ্যম : মানুষের সম্পদ যত বেশীই হোক না কেন, যদি তার কোন প্রতিবেশী অনাহারে দিনাতিপাত করে তাহলে সে কখনও তার অন্তরে প্রশান্তি লাভ করতে পারে না। বরং যখন তার সম্পদের নির্দিষ্ট অংশ ঐ গরীব লোকটিকে দিয়ে সচ্ছল করে, তখন সে অন্তরে প্রশান্তি লাভ করে।

প্রত্যেক মানুষ যেহেতু তার সম্পদকেই অধিক ভালবাসে। এমনকি সম্পদের জন্য মানুষ নিজের জীবন বিলিয়ে দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না, সেহেতু সেই অধিক ভালবাসার বস্তুকে অন্যের জন্য পসন্দ করার মাধ্যমেই পূর্ণ ঈমানদার হওয়া সম্ভব।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ-

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমাদের কেউ প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য সেটাই পসন্দ করবে, যা তার নিজের জন্য পসন্দ করে। (*বুখারী হা/১৩)*

যাকাত মুসলিম ঐক্যের সোপান : যাকাত আদায়ের মাধ্যমে মুসলিম ঐক্য সুদৃঢ় হয়। এমনকি এটি সমগ্র মুসলিম জাতিকে একটি পরিবারে রূপান্তরিত করে। ধনীরা যখন গরীবদেরকে যাকাত আদায়ের মাধ্যমে সহযোগিতা করে তখন গরীবরাও তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী ধনীদের উপর সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে। ফলে তারা পরস্পরে ভাই ভাই হয়ে যায়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ ‘তুমি অনুগ্রহ কর যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন’ *(ক্বাছাছ ২৮/৭৭)*।

হাদীছে এসেছে,

عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضى الله عنهما أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِيْ حَاجَةِ أَخِيْهِ كَانَ اللهُ فِيْ حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে তার উপর যুলুম করবে না এবং তাকে শত্রুর হাতে সোপর্দ করবে না। যে কেউ তার ভাইয়ের অভাব পূরণ করবে, আল্লাহ তা‘আলা ক্বিয়ামতের দিন তার বিপদসমূহ দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ ঢেকে রাখবে, আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন তার দোষ ঢেকে রাখবেন’। (*বুখারী হা/১৪৪২)*

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيْرٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى-

নো‘মান ইবনু বাশীর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘পারস্পরিক দয়া, ভালবাসা ও সহানুভূতি প্রদর্শনে তুমি মুমিনদের একটি দেহের মত দেখবে। যখন শরীরের একটি অঙ্গ রোগাক্রান্ত হয়, তখন শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রাত জাগে এবং জ্বরে আক্রান্ত হয়’ (*বুখারী হা/৬০১১)*

যাকাত দারিদ্র্য বিমোচনের প্রধান মাধ্যম : প্রাচীনকাল হতে মানুষ দু’টি শ্রেণীতে বিভক্ত। ধনী ও দরিদ্র। ধনিক শ্রেণীর সম্পদের আধিক্য সীমা ছাড়িয়ে গেছে, আর দরিদ্র শ্রেণী ক্ষীণ হতে হতে মাটির সাথে মিশে একাকার হয়ে গেছে। তেলহীন প্রদীপের ন্যায় নিভু নিভু জীবন প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছে মাত্র। এর কারণ হল, প্রাচীন ধর্মগ্রন্থসমূহ দরিদ্রের প্রতি দয়া-অনুগ্রহ প্রদর্শনে উৎসাহ দিলেও তা বাধ্যতামূলক করেনি এবং দানের পরিমাণও নির্ধারণ করেনি। পক্ষান্তরে ইসলাম ‘যাকাত’ নামে এমন এক বিধান দিয়েছে, যার মাধ্যমে ধনীদের সম্পদের নির্দিষ্ট অংশ দরিদ্রের মাঝে বণ্টন বাধ্যতামূলক করে দারিদ্র্য বিমোচনে চূড়ান্ত ভূমিকা পালন করেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِيْ أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ-

‘আল্লাহ তা‘আলা তাদের উপর তাদের সম্পদের মধ্য থেকে ছাদাক্বাহ্ (যাকাত) ফরয করেছেন। যেটা ধনীদের নিকট থেকে গৃহীত হবে আর দরিদ্রের মাঝে বণ্টন হবে’। (*বুখারী হা/১৩৯৫)*

অতএব ধনীদের সম্পদের নির্দিষ্ট অংশ গরীবদের মাঝে বণ্টনের মাধ্যমেই কেবল দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব। সূদ ভিত্তিক অর্থনীতি কখনোই দারিদ্র্য দূর করতে পারে না। বর্তমান সঊদী আরবের দিকে লক্ষ্য করলেই তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যেখানে যাকাত ব্যবস্থা চালু থাকার কারণে যাকাত গ্রহণ করার মত দরিদ্র মানুষ খুঁজে পাওয়া যায় না। ফলে সেই যাকাতের অর্থ অন্য রাষ্ট্রে প্রেরণ করতে হয়। পক্ষান্তরে ক্ষুদ্র ঋণের দোহাই দিয়ে যে দেশে যত সূদ ভিত্তিক অর্থনীতি চলছে সে দেশে তত দরিদ্রের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

যাকাত মানুষকে অর্থনৈতিক পাপ থেকে রক্ষা করে : যাকাতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উদ্দেশ্য হচ্ছে দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি। দারিদ্র মানবতার সবচেয়ে বড় দুশমন। ক্ষেত্রবিশেষে তা কুফরী পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে। যেকোন সমাজ ও অর্থনীতির জন্য দারিদ্র্যের বিস্তার রোধ সবচেয়ে জটিল ও কঠিন সমস্যা। সমাজে ব্যাপক হতাশা ও বঞ্চনার অনুভূতি সৃষ্টি হয় দারিদ্র্যের ফলে। পরিণামে দেখা দেয় মারাত্মক সামাজিক সংঘাত। অধিকাংশ সামাজিক অপরাধও ঘটে দারিদ্র্যের জন্য। চুরি, ডাকাতিসহ অর্থ সম্পর্কিত বিভিন্ন পাপে জড়িয়ে পড়ে দারিদ্র্যের কারণেই। আর এ সকল পাপের প্রতিবিধানের জন্য যাকাত ইসলামের অন্যতম মুখ্য হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে ইসলামের সেই সোনালী যুগ হতে। বস্ত্ততঃ যাকাতের সম্পদের পরিকল্পিত ব্যবহারের ফলে সমাজের নিম্নবিত্ত ও দরিদ্রদের জীবনে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। গড়ে ওঠে এক সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী। দূরীভূত হয় সমাজ থেকে অর্থনৈতিক পাপাচার। সমাজে নেমে আসে আনাবিল শান্তি।

যাকাত আল্লাহর গযব থেকে পরিত্রাণের মাধ্যম : হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِيْنَ خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ وَأَعُوْذُ بِاللهِ أَنْ تُدْرِكُوْهُنَّ لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِيْ قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوْا بِهَا إِلاَّ فَشَا فِيْهِمُ الطَّاعُوْنُ وَالأَوْجَاعُ الَّتِيْ لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِيْ أَسْلاَفِهِمُ الَّذِيْنَ مَضَوْا وَلَمْ يَنْقُصُوْا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ إِلاَّ أُخِذُوْا بِالسِّنِيْنَ وَشِدَّةِ الْمَؤُنَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَمْنَعُوْا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلاَّ مُنِعُوْا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلاَ الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوْا وَلَمْ يَنْقُضُوْا عَهْدَ اللهِ وَعَهْدَ رَسُوْلِهِ إِلاَّ سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوْا بَعْضَ مَا فِيْ أَيْدِيْهِمْ وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللهِ وَيَتَخَيَّرُوْا مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ إِلاَّ جَعَلَ اللهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ-

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের নিকট আসলেন। অতঃপর বললেন, হে মুহাজিরগণ! তোমরা পাঁচটি বিষয়ে পরীক্ষার সম্মখীন হবে। তবে আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি, তোমরা যেন পরীক্ষার সম্মুখীন না হও। (১) যখন কোন জাতির মধ্যে প্রকাশ্য অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ে, তখন সে জাতির উপর প্লেগ রোগের আবির্ভাব হয়। এছাড়াও এমন সব রোগ-ব্যধির আবির্ভাব হয় যা পূর্বেকার লোকদের মধ্যে কখনো দেখা যায়নি। (২) যখন কোন জাতি ওজন ও মাপে কম দেয়, তখন সে জাতির উপর নেমে আসে দুর্ভিক্ষ, কঠিন বিপদ-মুছিবত এবং অত্যাচারী শাসক তাদের উপর নিপিড়ন করতে থাকে। (৩) যখন কোন জাতি তাদের সম্পদের যাকাত আদায় করে না, তখন তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ করে দেওয়া হয়। যদি চতুষ্পদ প্রাণী না থাকত তাহলে বৃষ্টিপাত হতো

না। (৪) আর যখন কোন জাতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অঙ্গিকার পূর্ণ করে না, তখন আল্লাহ তাদের বিজাতিয় দুশমনকে তাদের উপর বিজয়ী করেন; যারা এসে এদের হাত থেকে কিছু সম্পদ কেড়ে নিয়ে যায়। (৫) আর যখন তাদের ইমামরা আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী বিচার ফায়ছালা করে না এবং আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানকে প্রত্যাখ্যান করে, তখন আল্লাহ তাদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বধিয়ে দেন। (*ইবনু মাজাহ হা/৪০১৯*)

যাকাত ইসলামী অর্থনীতির প্রধান উৎস : ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। যার মধ্যে নিহিত আছে মানব জীবনের যাবতীয় সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান। আর অর্থনৈতিক সমস্যা মানব জীবনের সবচেয়ে বড় সমস্যা। বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ দেশে দু'টি প্রধান অর্থনৈতিক মতবাদ প্রচলিত রয়েছে। পুঁজিবাদ বা ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা এবং সমাজতান্ত্রি অর্থব্যবস্থা। এ্যাডম স্মীথের হাত ধরে যে পুঁজিবাদের যাত্রা তাতে শুধুই ব্যক্তিস্বার্থ ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতার গন্ধ। ব্যক্তির ভোগ ও তৃপ্তি চূড়ান্ত হতে হবে, সর্বোচ্চ পরিমাণ তৃপ্তি বা উপযোগ লাভের সর্বাত্নক চেষ্টা পুঁজিবাদের মূল দর্শন। সমাজের হতদরিদ্র বা বঞ্চিতদের জন্য ছাড় দেওয়ার কোন সুযোগ সেখানে নেই। সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থাও এর কোন সমাধান বের করতে পারেনি। আদর্শিকভাবে এই দুই বিপরীত মেরুর বিরুদ্ধেই ইসলামের অবস্থান। সুতরাং ইসলামী অর্থনীতি উল্লিখিত দুই অর্থনীতির আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কর্মকৌশলের দিক থেকে ভিন্ন। যেমন-

(ক) ইসলামী অর্থনীতির মূল উৎস হল কুরআন ও ছহীহ হাদীছ। অপরদিকে ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা মানব রচিত। এ্যাডম স্মিথ, রিকার্ডো, মার্শাল, কার্লমার্কস, লেলিন প্রমুখ অর্থনীতিবিদ ও দার্শনিক এসব অর্থব্যবস্থার প্রবক্তা।

(খ) পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে সম্পদের ব্যক্তি মালিকানা স্বীকৃত। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে সম্পদের সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় মালিকানা স্বীকৃত। অপরদিকে ইসলামী অর্থনীতিতে পৃথিবীর সকল সম্পদের মালিক হলেন মহান আল্লাহ। আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নির্দেশিত পথে এ সকল সম্পদ মানুষ ভোগ ও রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে।

(গ) পুঁজিবাদে উৎপাদনকারীর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে। সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে। পক্ষান্তরে ইসলামী অর্থনীতি আল্লাহর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে। পুঁজিবাদী অর্থনীতি চলে মুনাফা অনুযায়ী, তাতে জনগণের ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী। আবার সমাজতন্ত্রে উৎপাদন চলে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা অনুযায়ী; এতে জনগণের ভোগের স্বাধীনতা থাকে না।

অপরদিকে ইসলামী অর্থনীতিতে উৎপাদন পদ্ধতিতে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের কল্যাণের দিকে নযর রাখা হয়।

(ঘ) পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক আর্থনীতিতে অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে হারাম ও হালাল যাচাই করা হয় না। কিন্তু ইসলামী অর্থনীতিতে প্রতিটি ক্ষেত্রে ধর্মীয় মূল্যবোধ দ্বারা হালাল ও হারাম বিবেচনা করা হয়।

(ঙ) পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে সম্পদের মূল ভিত্তি হল সূদ। অন্যদিকে ইসলামী অর্থনীতিতে সূদ সম্পূর্ণরূপে হারাম।

অতএব ইসলামী অর্থনীতির মধ্যেই মানব জাতির অর্থনৈতিক সকল সমস্যার সমাধান নিহিত রয়েছে। আর ইসলামী অর্থনীতির প্রধান উৎস হল, যাকাত ব্যবস্থা। সামাজিক সাম্য অর্জনের অন্যতম মৌলিক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা হিসাবেই যাকাত বিবেচিত হয়ে থাকে। সমাজে আয় ও সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে বিরাজমান ব্যাপক পার্থক্য হরাসের জন্য যাকাত অত্যন্ত উপযোগী হাতিয়ার। যাকাত কোন স্বেচ্ছামূলক দান নয়; বরং দরিদ্র, অভাবগ্রস্ত ও বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর লোকদের জন্য আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত বাধ্যতামূলকভাবে প্রদেয় অর্থ। সামাজিক নিরাপত্তা অর্জন বিশেষতঃ দুস্থ ও অভাবগ্রস্তদের সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্যই যাকাতের ক্ষেত্রে এত কঠোর তাকীদ রয়েছে।

যাকাত আদায় করলে সম্পদ বৃদ্ধি পায় : বাহ্যিক দৃষ্টিতে যাকাত আদায়ের মাধ্যমে সম্পদ কমে যায় বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা কমে যায় না; বরং তা বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيْمٍ-

'আল্লাহ সূদকে ধ্বংস করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালবাসেন না' *(বাক্বারাহ ২/২৭৬)*।

তিনি অন্যত্র বলেন,

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِيْ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُوْ عِنْدَ اللهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ-

'আর মানুষের সম্পদ বৃদ্ধি পাবে বলে তোমরা সূদে যা দিয়ে থাক, আল্লাহর নিকট তা বৃদ্ধি পায় না; কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের জন্য যে যাকাত তোমরা দিয়ে থাক তা-ই বৃদ্ধি পায়, তারাই সমৃদ্ধিশালী' *(রুম ৩০/৩৯)*।

অতএব যাকাত আদায় করলে এবং দান করলে সম্পদ কমে যায় না। বরং তা বৃদ্ধি পায়। যে কোন মাধ্যমে আল্লাহ তার রিযিক বৃদ্ধি করে দেন।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلاَّ عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللهُ-

আবু হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'দান সম্পদ কমায় না; ক্ষমা দ্বারা আল্লাহ কোন বান্দার সম্মান বৃদ্ধি ছাড়া হরাস করেন না এবং যে কেহ আল্লাহর ওয়াস্তে বিনয় প্রকাশ করে, আল্লাহ তাকে উন্নত করেন'।

(*মুসলিম হা/২৫৮৮; মিশকাত হা/১৮৮৯*)

যাকাত সম্পদের পবিত্রকারী : যাকাত আদায় করলে সম্পদের অকল্যাণ ও অমঙ্গল দূরিভূত হয়ে তা পবিত্র হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا

'উহাদের সম্পদ হতে ছাদাক্বাহ্ গ্রহণ করবে। এর দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র করবে এবং পরিশোধিত করবে' *(তওবা ৯/১০৩)*।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : يَا رَسُوْلَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِذَا أَدَّى رَجُلٌ زَكَاةَ مَالِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ شَرُّهُ-

জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! যদি কেউ তার সম্পদের যাকাত আদায় করে তাহলে কি হবে? রাসূল (ছাঃ) বললেন,

যদি কেউ তার সম্পদের যাকাত আদায় করে, তাহলে তার সম্পদের অকল্যাণ ও অমঙ্গল দূর হয়ে যাবে। (*ত্বাবারানী, ছহীহ তারগীব হা/৭৪৩।)*

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ أَخْبِرْنِيْ قَوْلَ اللهِ) وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ (قَالَ ابْنُ عُمَرَ رضى الله عنهما مَنْ كَنَزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا فَوَيْلٌ لَهُ، إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ فَلَمَّا أُنْزِلَتْ جَعَلَهَا اللهُ طُهْرًا لِلأَمْوَالِ-

খালিদ ইবনু আসলাম (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ)-এর সাথে বের হলাম। তখন এক বেদুঈন বলল, আমাকে আল্লাহর বাণী- 'যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও' *(তওবা ৯/৩৪)* এ সম্পর্কে বলুন। তখন ইবনু ওমর (রাঃ) বললেন, যে ব্যক্তি সম্পদ জমা করেছে এবং যাকাত আদায় করেনি তার জন্য ধ্বংস অনিবার্য। এই বিধান ছিল যাকাতের বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে। যখন যাকাতের বিধান অবতীর্ণ হল, তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে সম্পদের জন্য পবিত্রতার কারণ নির্ধারণ করলেন (*বুখারী হা/১৪০৪)*

রাসূল (ছাঃ) তাঁর ছাহাবায়ে কেরামের থেকে যাকাত আদায়ের প্রতিশ্রুতির বায়'আত গ্রহণ করেছেন :

হাদীছে এসেছে,

عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى إِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ-

জারীর ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাতে ছালাত প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত আদায় করা এবং প্রত্যেক মুসলিমের জন্য কল্যাণ কামনা করার জন্য বায়'আত গ্রহণ করেছি। (*বুখারী হা/১৪০১)*

যাকাতের ইহকালিন উপকারিতা

যাকাত ইসলামের একটি অতি গুরুত্বপুর্ন রোকন। নিছক ইবাদত ছাড়াও এতে রয়েছে আত্মিক ও সামাজিক উৎকর্ষ। যাকাত যেমনিভাবে মুসলিমদের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য বিধান করে, তেমনি ধনী-গরিবের বৈষম্যেরও হ্রাস ঘটায়। যাকাত হল আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তার রক্ষাকবচ। কোনো সমাজের দারিদ্র্য সীমার নিচে নেমে যাওয়া ও দেউলিয়া হয়ে যাওয়া থেকে বাঁচার হাতিয়ার। যাকাত বিধানের যথাযথ প্রয়োগ হলে সমাজে সুবিধা বঞ্চিত ও অসহায়-দুস্থ মানুষ যেমন থাকবে না, তেমনি মুষ্টিমেয় কিছু পুঁজিপতির হাতে একতরফা সম্পদের পাহাড় গড়ে উঠারও সুযোগ থাকবে না।

ইহকাল ও পরকাল উভয়কালেই এর উপকারিতা রয়েছে। জাকাত দেওয়ার মাধ্যমে একদিকে সম্পদ পবিত্র হয়, অন্যদিকে আল্লাহ তাআলা এর বরকতে প্রবৃদ্ধি ও প্রাচুর্য দান করেন। এ প্রসঙ্গে কোরআনে ঘোষণা হয়েছে, 'আল্লাহ সুদকে নিঃশেষ করে দেন, সদাকাতকে প্রবৃদ্ধি ঘটান; আর আল্লাহ অপরাধী কাফিরদের পছন্দ করেন না।' (সুরা-২ বাকারা, আয়াত: ২৭৬)।

হাদিস শরিফে এসেছে, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'দাতা আল্লাহর কাছে প্রিয়, মানুষের কাছে সম্মানিত, জান্নাতের কাছে ও নিকটতম; জাহান্নাম থেকে দূরে অবস্থিত। সাধারণ দাতা কৃপণ আবেদ অপেক্ষা আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয়।' (তিরমিজি শরিফ)।

এ ছাড়া যাকাতের সামাজিক অনেক সুফল রয়েছে।

নিম্নে এর বিস্তারিত বর্ননা দেয়া হলো ঃ

- ❖ অর্থের প্রবাহ বা সঞ্চালন
- ❖ দারিদ্র্য বিমোচন
- ❖ মানবিক উন্নয়ন
- ❖ যাকাত ও সদকা না দেওয়ার বিপদ
- ❖ অর্থনৈতিক মন্দা
- ❖ দারিদ্র্য বৃদ্ধি
- ❖ মানবিক অবক্ষয়
- ❖ সামাজিক অবক্ষয়

অর্থের প্রবাহ বা সঞ্চালন

যাকাত দিলে নগদ অর্থ হাতবদল হয়। এতে সম্পদে গতিশীলতা আসে। যাতে প্রচুর লোক ক্রয়ক্ষমতা অর্জন করে, তাতে চাহিদা বা ভোক্তা সৃষ্টি হয়। ক্রেতা সৃষ্টি হলে উৎপাদন বৃদ্ধি হয়, শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠা হয়, কর্মসংস্থান হয়। যার ফলে জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন হয়।

দারিদ্র্য বিমোচন

সঠিকভাবে যথাযথ নিয়মে যাকাত আদায় বা প্রদান করলে সমাজের দারিদ্র্য দূরীভূত হবে, অপরাধপ্রবণতা কমবে এবং আর্থিক ও সামাজিক বিপর্যয় থেকে জাতি রক্ষা পাবে। সর্বোপরি সুদের নাগপাশ থেকে মুসলমানরা রক্ষা পাবে।

মানবিক উন্নয়ন

যাকাত আদায়ের মাধ্যমে খাই খাই মানসিকতার অবসান হয়, দাতার তালিকায় নাম ওঠে এবং আত্মসম্মান ও মর্যাদাবোধ সৃষ্টি হয়। এতে ধনী-গরিবের বিভেদ দূর হয়, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, ভালোবাসা সম্প্রীতি তৈরি হয়, সহমর্মিতা ও সামাজিক নিরাপত্তাবলয় গঠিত হয়; এতে দাতা-গ্রহীতা উভয়ের আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা জোরদার হয়। সমাজদেহ থেকে কার্পণ্য, লোভ, মোহ এবং হিংসা, পরশ্রীকাতরতাসহ নানাবিধ দুষ্ট উপসর্গ দূরীভূত হয়।

যাকাত ও সদকা না দেওয়ার বিপদ

এ প্রসঙ্গে কোরআনে ঘোষণা হয়েছে, ‘যারা সোনা-রুপা (ধনসম্পদ) কুক্ষিগত করে রাখে এবং তা আল্লাহ নির্দেশিত পথে ব্যয় করে না; আপনি তাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ (?) দিন! যেদিন তা জাহান্নামের আগুনে গরম করে তাদের চেহারায়, পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেওয়া হবে; আর বলা হবে—এ হলো যা তোমরা নিজেদের জন্য সঞ্চয় করে রেখেছিলে। সুতরাং, যা জমা রেখেছিলে, তার স্বাদ গ্রহণ করো।’ (সুরা-৯ তাওবা, আয়াত: ৩৪-৩৫)।

হাদিস শরিফে এসেছে, রাসুলে আকরাম (সা.) বলেন, ‘কৃপণ আল্লাহ থেকে দূরে (আল্লাহর অপ্রিয়), মানুষ থেকে দূরে (মানুষের অপছন্দের), জান্নাত থেকেও দূরে এবং জাহান্নামের কাছে (নিকটবর্তী)। কৃপণ আবেদ অপেক্ষা সাধারণ দানশীল ব্যক্তি আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয়।’ (তিরমিজি শরিফ)।

এ ছাড়া যাকাত না দেওয়ার বহুবিধ সামাজিক কুফল রয়েছে।

অর্থনৈতিক মন্দা

যাকাত সদকা প্রদান না করলে নগদ অর্থ হাতবদল হয় না। এতে সম্পদে গতিশীলতা আসে না। মানুষের ক্রয়ক্ষমতা তৈরি হয় না, চাহিদা বা ভোক্তা সৃষ্টি হয় না, ক্রেতা সৃষ্টি না হলে উৎপাদন বৃদ্ধি হয় না, শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠা হয় না, কর্মসংস্থান হয় না, যার ফলে অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাব ও জনজীবনে স্থবিরতা পরিলক্ষিত হয়।

দারিদ্র্য বৃদ্ধি

যাকাত আদায় না করলে সমাজের দারিদ্র্য বাড়তে থাকে, সমানভাবে অপরাধপ্রবণতাও বাড়ে এবং আর্থিক ও সামাজিক বিপর্যয় দেখা দেয়। সর্বোপরি মুসলমানরা সুদের নাগপাশে আবদ্ধ হয়ে নিষ্পেষিত হতে থাকে।

মানবিক অবক্ষয়

যাকাত আদায় না করলে ধনী-গরিবের বিভেদ বা মানসিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ থাকে না, ভালোবাসা সম্প্রীতি বিনষ্ট হয়, সহমর্মিতা থাকে না ও সামাজিক নিরাপত্তাবলয় ভেঙে যায়, অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধি পায়, এতে উভয়ের আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। সমাজে কার্পণ্য, লোভ, মোহ এবং হিংসা, পরশ্রীকাতরতাসহ নানাবিধ দুষ্ট উপসর্গ বাসা বাঁধে।

সামাজিক অবক্ষয়

কর্মহীন হতাশাগ্রস্ত যুবসমাজ মাদক ও নেশার প্রতি ঝোঁকে, বিভিন্ন জটিল ও কঠিন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা খাতে ব্যয় বৃদ্ধি হয়, যার পরিণতিতে আর্থিক ও সামাজিক বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। এবং সামাজিক বিশৃঙ্খলা, চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, খুনখারাবি, সুদ, ঘুষ, জুয়া, খুনোখুনি ও দুর্নীতির মতো আর্থসামাজিক কেলেঙ্কারির ঘটনা বৃদ্ধি পায়। একসময় অবস্থা এমন হয়; হাদিস শরিফে রয়েছে, রাসুলে মাকবুল (সা.) বলেন, 'দারিদ্র্য মানুষকে কুফরির নিকটবর্তী করে দেয়।' (তিরমিজি শরিফ)।

যাকাত ফরজ হওয়ার শর্তসমুহ

যাকাত ফরয হওয়ার শর্তাবলী নিম্নরূপ:

- ❖ মুসলিম হওয়া
- ❖ নিয়্যাত করা
- ❖ স্বাধীন
- ❖ প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া
- ❖ সুস্থমস্তিস্ক হওয়া
- ❖ নিসাবের মালিক হওয়া ও তা স্থীতিশীল থাকা।
- ❖ বছর পূর্ণ হওয়া।
- ❖ সম্পদ ঋন থেকে মুক্ত হওয়া
- ❖ সম্পদ প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্যভাবে বর্ধনশীল হওয়া
- ❖ সম্পদ পুর্ন মালিকানাধীন থাকা
- ❖ সম্পদ মৌলিক প্রয়োজন থেকে অতিরিক্ত হওয়া

নিম্নে যাকাত ফরজ হওয়ার শর্তাবলি সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ননা করা হলো –

মুসলিম হওয়া: কাফিরের ওপর যাকাত ফরয নয়। যাকাতের নামে সে প্রদান করলেও আল্লাহ তা কবুল করবেন না।

আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَا مَنَعَهُمۡ أَن تُقۡبَلَ مِنۡهُمۡ نَفَقَٰتُهُمۡ إِلَّآ أَنَّهُمۡ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِۦ وَلَا يَأۡتُونَ ٱلصَّلَوٰةَ إِلَّا وَهُمۡ كُسَالَىٰ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمۡ كَٰرِهُونَ] ﴾٥٤ التوبة[٥٤ :

“তাদের সম্পদ ব্যয় শুধু মাত্র এ কারণে গ্রহণ করা হবে না যে, তারা আল্লাহ ও তার রাসূলের সাথে কুফুরী করেছে। অলসভঙ্গিতে ছাড়া তারা সালাতে আসে না এবং মনের অসন্তুষ্টি নিয়ে খরচ করে।” [সূরা আত-তাওবা, আয়াত: ৫৪]

কাফিরের ওপর যাকাত ফরয নয় এবং আদায় করলেও গ্রহণ করা হবে না একথার অর্থ এটা নয় যে, পরকালেও তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে; বরং তাকে এজন্য শাস্তি দেওয়া হবে।

আল্লাহ বলেন,

﴿كُلُّ نَفۡسِۭ بِمَا كَسَبَتۡ رَهِينَةٌ ٣٨ إِلَّآ أَصۡحَٰبَ ٱلۡيَمِينِ ٣٩ فِي جَنَّٰتٖ يَتَسَآءَلُونَ ٤٠ عَنِ ٱلۡمُجۡرِمِينَ ٤١مَا سَلَكَكُمۡ فِي سَقَرَ ٤٢ قَالُواْ لَمۡ نَكُ مِنَ ٱلۡمُصَلِّينَ ٤٣ وَلَمۡ نَكُ نُطۡعِمُ ٱلۡمِسۡكِينَ ٤٤ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلۡخَآئِضِينَ ٤٥ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوۡمِ ٱلدِّينِ ٤٦ حَتَّىٰٓ أَتَىٰنَا ٱلۡيَقِينُ] ﴾ ٤٧ المدثر[٣٨، ٤٧ :

"প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের জন্য দায়ী; কিন্তু ডান দিকস্থরা। তারা থাকবে জান্নাতে এবং পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করবে অপরাধীদের সম্পর্কে। বলবে, তোমাদেরকে কিসে জাহান্নামে প্রবেশ করিয়েছে? তারা বলবে, আমরা সালাত পড়তাম না, অভাবগ্রস্তকে আহার্য দিতাম না। আমরা সমালোচকদের সাথে সমালোচনা করতাম এবং আমরা প্রতিফল দিবসকে অস্বীকার করতাম। এমনকি আমাদের মৃত্যু এসে গেছে।" *[সূরা মুদ্দাসসির: ৩৮-৪৭]*

এ থেকে বুঝা যায় ইসলামের বিধি-বিধান না মেনে চলার কারণে কাফিরদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে।

নিয়্যাত করা : হাদীছে এসেছে,

عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضى الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ-

ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'নিশ্চয়ই প্রত্যেক কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল। আর মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতিফল পাবে। তাই যার হিজরত হবে ইহকাল লাভের অথবা কোন মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে, তার হিজরত সেদিকেই গণ্য হবে, যে জন্য সে হিজরত করেছে'। (বুখারী ১, মুসলিম ১৯০৭)

উল্লিখিত হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেকটি আমল তার নিয়তের উপর নির্ভরশীল। অতএব একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টিচিত্তে খালেছ নিয়তে সম্পদের যাকাত আদায় করতে হবে। এক্ষেত্রে কোন আনুষ্ঠানিকতা অথবা লোক দেখানো উদ্দেশ্য থাকলে তা শিরকে পরিণত হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تُبْطِلُوْا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِيْ يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لاَ يَقْدِرُوْنَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوْا وَاللهُ لاَ يَهْدِيْ الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ-

'হে মুমিনগণ! দানের কথা বলে বেড়িয়ে এবং কষ্ট দিয়ে তোমরা তোমাদের দানকে ঐ ব্যক্তির ন্যায় নিষ্ফল কর না যে নিজের সম্পদ লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করে থাকে এবং আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে না। তার উপমা একটি মসৃণ পাথর যার উপর কিছু মাটি থাকে, অতঃপর উহার উপর প্রবল বৃষ্টিপাত উহাকে পরিস্কার করে দেয়। তারা যা উপার্জন করেছে তার কিছুই তারা তাদের কাজে লাগাতে পারবে না। আল্লাহ কাফের সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না' (বাকারাহ ২/২৬৪)।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الأَصْغَرُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا الشِّرْكُ الأَصْغَرُ قَالَ الرِّيَاءُ-

মাহমূদ ইবনু লাবীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আমি তোমাদের উপর সবচেয়ে বেশী ভয় করি ছোট শিরকের (তোমরা ছোট শিরকে লিপ্ত হবে)। তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! ছোট শিরক কি? তিনি বললেন, লোক দেখানো আমল কারা।

(সহীহ: শুআবূল ঈমান ৬৮৩১, সহীহ আত্‌ তারগীব ওয়াত তারহীব ৩২, আল মুজামুল কাবীর লিত তবারানী ৪১৩৯।)

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ فَأُتِىَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا قَالَ قَاتَلْتُ فِيْكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لأَنْ يُقَالَ جَرِيْءٌ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِىَ فِيْ النَّارِ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأُتِىَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيْكَ الْقُرْآنَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِىَ فِيْ النَّارِ وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ فَأُتِىَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا قَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيْلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيْهَا إِلاَّ أَنْفَقْتُ فِيْهَا لَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِىَ فِيْ النَّارِ-

আবু হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, ক্বিয়ামতের দিন (রিয়াকারীদের মধ্যে) প্রথমে যে ব্যক্তির বিচার করা হবে সে হবে একজন শহীদ। তাকে আল্লাহর দরবারে হাযির করা হবে এবং আল্লাহ তাকে তাঁর দেওয়া আপন নে'আমত সমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন আর সেও তা স্মরণ করবে। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি এ নে'আমতের বিনিময়ে দুনিয়ায় কি কাজ করেছ? সে বলবে, হে আল্লাহ! তোমার সন্তুষ্টির জন্য তোমার পথে আমি কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করেছি এমনকি শেষ পর্যন্ত আমি শহীদ হয়েছি। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ; বরং তুমি যুদ্ধ করেছ এই উদ্দেশ্যে যে, যাতে তোমাকে বীরপুরুষ বলা হয়, আর তা তোমাকে বলা হয়েছে। এরপর তার সম্পর্কে ফেরেশ্তাদেরকে আদেশ দেওয়া হবে। অতঃপর তাকে উপুড় করে টেনে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি হচ্ছে সেই লোক, যে ইলম শিক্ষা করেছে এবং অপরকে শিক্ষা দিয়েছে ও কুরআন পড়েছে ও অপরকে তা শিক্ষা দিয়েছে। তাকে আল্লাহর দরবারে হাযির করা হবে। প্রথমে আল্লাহ তাকে তাঁর দেওয়া নে'আমতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন এবং সেও তা স্মরণ করবে। অতঃপর জিজ্ঞেস করবেন, তুমি এসব নে'আমতের শুকরিয়া স্বরূপ কি করেছ? সে বলবে, আমি ইলম শিক্ষা করেছি ও অপরকে তা শিক্ষা দিয়েছি এবং তোমার সন্তুষ্টির জন্য কুরআন পড়েছি। তখন আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ; বরং তুমি এই জন্য ইলম শিক্ষা করেছিলে যাতে তোমাকে আলেম বলা হয় এবং এই জন্য কুরআন পড়েছিলে যাতে তোমাকে ক্বারী বলা হয়, আর তা তোমাকে বলাও হয়েছে। অতঃপর ফেরেশ্তাদেরকে তার সম্পর্কে হুকুম করা হবে; সুতরাং তাকে উপুড় করে টেনে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

তৃতীয় ব্যক্তি হচ্ছে, যার রিযিক আল্লাহ প্রসস্থ করে দিয়েছিলেন এবং তাকে সব রকমের সম্পদ দান করেছিলেন। তাকে আল্লাহর দরবারে হাযির করা হবে। আল্লাহ তা'আলা প্রথমে তাকে তাঁর দেওয়া নে'আমতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন, আর সেও তা স্মরণ করবে। এরপর তিনি তাকে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি এসবের কৃতজ্ঞতায় কি করেছ? সে বলবে, এমন সব রাস্তা যাতে দান করলে তুমি সন্তুষ্ট হবে এতে তোমার সন্তুষ্টির জন্য দান করেছি। তখন আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ; বরং তুমি এ উদ্দেশ্যে দান করেছিলে যাতে তোমাকে দানবীর বলা হয়। আর তা তোমাকে বলাও হয়েছে। অতঃপর ফেরেশ্তাদেরকে তার সম্পর্কে হুকুম করা হবে; সুতরাং তাকে উপুড় করে টেনে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

(*মুসলিম হা/১৯০৫; মিশকাত হা/২০৫, 'ইলম' অধ্যায়)*

স্বাধীন হওয়া : ক্রীতদাসের কোনো সম্পদ নেই। কোনো সম্পদ থাকলেও তা তার মালিকের সম্পদ হিসেবে গণ্য হবে।

কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,مَن ابتَاعَ عَبدًا فَمَالُه لِلَّذِي بَاعَه إِلَّا أَن يَشتَرِطَ المُبتَاعُ "সম্পদের অধিকারী কোনো ক্রীতদাস যদি কেউ বিক্রয় করে, তবে উক্ত সম্পদের মালিকানা বিক্রেতার থাকবে। কিন্তু যদি ক্রেতা উক্ত সম্পদের শর্তারোপ করে থাকে তবে ভিন্ন কথা।"

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল মুসাক্বাত, অনুচ্ছেদ: খেজুরের বাগানে কারো যদি চলার পথ থাকে বা পানির ব্যবস্থা থাকে, সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: বেচা-কেনা, অনুচ্ছেদ: ফল সমৃদ্ধ যে ব্যক্তি খেজুর গাছ বিক্রয় করে।)

প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়াঃ যাকাত প্রদানকারীকে অবশ্যই সাবালক হতে হবে।কারন নাবালকের উপর ইসলামের কোন বিধান প্রযোজ্য নয়। এজন্য প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া যাকাত প্রদানের অন্যতম গুরুত্বপুর্ন শর্ত।

সুস্থমস্তিস্ক হওয়াঃ যাকাত ফরজ হওয়ার অন্যতম শর্ত হলো সুস্থ মস্তিস্কের হওয়া কারন কোন বিকৃত মস্তিস্কের মানুষের উপর ইসলামের কোন বিধান কার্যকর নয়।

শিশু ও পাগলের সম্পদে কি যাকাত ওয়াজিব হবে?

বিষয়টি বিদ্বানদের মধ্যে মতবিরোধপূর্ণ। কেউ বলেন, নাবালেগ ও পাগলের সম্পদে যাকাত ওয়াজিব নয়। কেননা এরা তো শরী'আতের বিধি-নিষেধ মেনে চলার বাধ্যবাধকতার বাইরে। অতএব, তাদের সম্পদে যাকাত আবশ্যক হবে না।

কোনো কোনো বিদ্বান বলেন, বরং তাদের সম্পদে যাকাত আবশ্যক হবে। আর এটাই বিশুদ্ধ মত। কেননা যাকাত সম্পদের অধিকার। মালিক কে তা দেখার বিষয় নয়।

আল্লাহ বলেন, (خُذ مِن أَموَٰلِهِم صَدَقَة) "তাদের সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ করুন।" [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১০৩]

এখানে আবশ্যকতার নির্দেশ সম্পদে করা হয়েছে। তাছাড়া মু'আয ইবন জাবাল রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়ামান প্রেরণ করে বলেছিলেন,

«أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ»

"তাদেরকে জানিয়ে দিবে আল্লাহ তাদের সম্পদে যাকাত ফরয করেছেন। ধনীদের থেকে যাকাত গ্রহণ করে তাদের মধ্যে অভাবীদের মাঝে বিতরণ করা হবে।"

(সহীহ বুখারী, অধ্যায়: যাকাত, অনুচ্ছেদ: যাকাত আবশ্যক হওয়া সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: ঈমান, অনুচ্ছেদ: কালেমায়ে শাহাদাত ও ইসলামী শরীয়তের প্রতি আহবান করা।)

অতএব, এ ভিত্তিতে নাবালেগ ও পাগলের সম্পদে যাকাত আবশ্যক হবে। তাদের অভিভাবক এ যাকাত বের করার দায়িত্ব পালন করবেন।

নিসাব পরিমান সম্পদের মালিক হওয়া: ইসলামি শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত নিসাব পরিমান সম্পদ হলেই কেবল যাকাত ওয়াজিব অর্থাৎ তার কাছে এমন পরিমাণ সম্পদ থাকবে, শরী'আত যা নিসাব হিসেবে নির্ধারণ করেছে।

নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন,

لَيْسَ فِيْمَا أَقَلُّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلاَ فِيْ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الإِبِلِ الذَّوْدِ صَدَقَةٌ، وَلاَ فِيْ أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ-

'পাঁচ ওয়াসাক-এর কম উৎপন্ন দ্রব্যের যাকাত নেই এবং পাঁচটির কম উটের যাকাত নেই। এমনিভাবে পাঁচ আওকিয়ার কম পরিমাণ রৌপ্যেরও যাকাত নেই'। *(বুখারী হা/১৪৮৪)*

'ওয়াসাক'-এর পরিমাণ : ১ ওয়াসাক সমান ৬০ ছা'। অতএব ৫ ওয়াসাক সমান ৬০ × ৫ = ৩০০ ছা'। ১ ছা' সমান ২ কেজি ৫০০ গ্রাম হলে ৩০০ ছা' সমান ৩০০ × ২.৫ = ৭৫০ কেজি হয়। অর্থাৎ ১৮ মন ৩০ কেজি। এই পরিমাণ শস্য বৃষ্টির পানিতে উৎপাদিত হলে ১০ ভাগের ১ ভাগ, আর নিজে পানি সেচ দিয়ে উৎপাদন করলে ২০ ভাগের ১ ভাগ যাকাত ফরয।

আওকিয়ার পরিমাণ : ১ আওকিয়া সমান ৪০ দিরহাম। অতএব ৫ আওকিয়া সমান ৪০ × ৫ = ২০০ দিরহাম। রৌপ্যের ক্ষেত্রে যার পরিমাণ হয় ৫৯৫ গ্রাম রৌপ্য। আর স্বর্ণের ক্ষেত্রে পরিমাণ হবে, ১ দ্বীনার সমান ১০ দিরহাম হলে ২০০ দিরহাম সমান ২০০ ÷ ১০ = ২০ দ্বীনার। ১ দ্বীনার সমান ৪.২৫ গ্রাম স্বর্ণ হলে ২০ দ্বীনার সমান ২০ × ৪.২৫ = ৮৫ গ্রাম স্বর্ণ।

উল্লিখিত পরিমাণ স্বর্ণ বা রৌপ্য এক চন্দ্র বছর যাবৎ কারো মালিকানায় থাকলে অথবা এ পরিমাণ স্বর্ণ-রৌপ্যের বিক্রয়মূল্য পরিমাণ টাকা এক চন্দ্র বছর যাবৎ কারো মালিকানায় থাকলে তার উপর শতকরা ২.৫ টাকা যাকাত ফরয।

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, فِيْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ شَاةً شَاةٌ ‘প্রত্যেক চল্লিশটি ছাগলের যাকাত হল, একটি ছাগল’।

অতএব ইসলামী শরী‘আত কর্তৃক নির্ধারিত নিছাব পরিমাণের কম হলে যাকাত ওয়াজিব নয়।

সম্পদের প্রকারভেদ অনুযায়ী এর পরিমাণ বিভিন্নরূপ হয়ে থাকে। অতএব, মানুষের কাছে নিসাব পরিমাণ সম্পদ না থাকলে বা নেসাবের কম সম্পদ থাকলে তাতে যাকাত দিতে হবে না। কেননা তার সম্পদ কম। আর অল্প সম্পদ দ্বারা অন্যের কল্যাণ করা সম্ভব নয়।

চতুষ্পদ জন্তুর নিসাবে শুরু এবং শেষ সংখ্যার খেয়াল রাখতে হবে। কিন্তু অন্যান্য সম্পদে শুধু প্রথমে কত ছিল তার হিসাব ধর্তব্য। পরে যা অতিরিক্ত হবে তার হিসাব করে যাকাত দিতে হবে।

বছর অতিক্রান্ত হওয়া: কেননা বছর পূর্ণ না হওয়া সত্ত্বেও যাকাত আবশ্যক করে দেওয়ার মাধ্যমে সম্পদশালীর প্রতি কঠোরতা আরোপ করা হয়। বছর পূর্তি হওয়ার পরও যাকাত বের না করলে যাকাতের হকদারদের প্রতি অবিচার করা হয়; তাদের ক্ষতি করা হয়। এ কারণে প্রজ্ঞাপূর্ণ শরী‘আত এর জন্য একটি সীমারেখা নির্ধারণ করেছে এবং এর মধ্যে যাকাতের আবশ্যকতা নির্ধারণ করেছে। আর তা হচ্ছে বছরপূর্তি। অতএব, এর মধ্যে সম্পদশালী ও যাকাতের হকদারদের মধ্যে একটি সামঞ্জস্যতা বিধান করা হয়েছে।

নিছাব পরিমাণ সম্পদ মালিকের নিকট পূর্ণ এক চন্দ্র বছর মওজুদ থাকলে তার উপর যাকাত ফরয। এক চন্দ্র বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই কিছু অংশ ব্যয় হয়ে গেলে তার উপর যাকাত ফরয নয়।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ لاَ زَكَاةَ فِيْ مَالٍ حَتَّى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ-

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, ‘পূর্ণ এক বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত সম্পদের যাকাত নেই’। (*আবূদাউদ হা/১৫৭৩; তিরমিযী হা/৬৩১)*

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنِ اسْتَفَادَ مَالاً فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ-

ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন সম্পদ অর্জন করে, তাহলে উক্ত সম্পদ তার মালিকানায় এক বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তার রবের নিকটে যাকাত ফরয বলে গণ্য হবে না। (*তিরমিযী হা/৬৩২; মিশকাত হা/১৭৮৭)*

এ কারণে বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে কোনো মানুষ যদি মারা যায় বা তার সম্পদ বিনষ্ট হয়ে যায়, তবে যাকাত রহিত হয়ে যাবে। অবশ্য তিনটি জিনিস এ বিধানের ব্যতিক্রম:

১) ব্যবসার লভ্যাংশ ২) চতুষ্পদ জন্তুর বাচ্চা ৩) উশর।ব্যবসার লভ্যাংশে ব্যবসার মূল সম্পদের সাথে যোগ করে যাকাত দিতে হবে। আর চতুস্পদ জন্তুর ভুমিষ্ট বাচ্চার যাকাত তার মায়ের সাথে মিলিত করে দিতে হবে। আর উশর অর্থাৎ যমীনে উৎপাদিত ফসল ঘরে উঠালেই যাকাত দিতে হবে।

সম্পদ ঋন থেকে মুক্ত হওয়া : নেসাব পরিমান সম্পদের অধিকারি হওয়া সত্ত্বেও যদি তার ঋনের পরিমান নেসাব পরিমান অথবা এই পরিমান হয় যা তার মালিকানা সম্পত্তিকে নেসাব পরিমান থেকে হ্রাস করে ফেলে তাহলেও তার উপর যাকাত ফরজ হবেনা।

সম্পদ পুর্ন মালিকানাধীন থাকা : নেসাব পরিমান সম্পদ পুর্ন মালিকানাধীন থাকতে হবে অর্থাৎ সম্পদ হস্তগত থাকতে হবে।অতএব যদি কেউ এমন সম্পদের মালিক হয় যা এখনো তার হস্তগত হয়নি তার উপর যাকাত ফরজ হবেনা। যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য ব্যক্তিকে সম্পদের পূর্ণ মালিক হতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً 'তাদের সম্পদ হতে ছাদাক্বাহ্ গ্রহণ করবে' (তওবা ৯/১০৩)।

তিনি অন্যত্র বলেন, وَالَّذِيْنَ فِيْ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُوْمٌ 'এবং যাদের ধন-সম্পদে রয়েছে নির্ধারিত হক' (মা'আরিজ ৭০/২৪)।

অতএব পূর্ণ মালিকানাধীন সম্পদের উপরই যাকাত ওয়াজিব।

সম্পদ মৌলিক প্রয়োজন থেকে অতিরিক্ত হওয়া: সম্পদ মৌলিক প্রয়োজন থেকে অতিরিক্ত হতে হবে। অতএব বসবাসের ঘর, পরিধানের কাপড়,ঘরের আসবাবপত্র,আরোহনের বাহন ও ব্যবহারের অস্ত্র-শস্ত্রে যাকাত ফরজ হবেনা। তেমনিভাবে পেশাগত কাজের সহায়ক উপকরন ও যন্ত্রপাতিতে যাকাত ফরজ হবেনা।শাস্ত্রীয় গ্রন্থাদি ব্যবসার উদ্দেশ্যে না হলেও যাকাত ফরজ হবেনা।

যে সকল মালের যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য এক বছর পূর্ণ হওয়া শর্ত নয়

যাকাত ফরয হওয়ার জন্য যেসব মালে পূর্ণ এক চন্দ্র বছর মালিকানার শর্তারোপ করা হয়েছে এবং যেসব মালে করা হয়নি, এ দু'টির মধ্যে পার্থক্য হল, বর্ধনশীল ও অবর্ধনশীল হওয়া। অর্থাৎ বর্ধনশীল মালের যাকাত ফরয হওয়ার জন্য পূর্ণ এক চন্দ্র বছর মালিকানায় থাকা শর্ত। আর অবর্ধনশীল মাল পূর্ণ এক বছর মালিকানায় থাকা শর্ত নয়। যেমন-

মাটি থেকে উৎপন্ন শস্য ও ফল : যে সকল শস্য ও ফল মাটি থেকে উৎপন্ন হয় সেগুলোর যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য এক বছর পূর্ণ হওয়া শর্ত নয়। বরং শস্য কর্তনের পরেই তা নিছাব পরিমাণ হলে তার যাকাত দিতে হবে। কেননা শস্য কর্তনের পরে তা বৃদ্ধি হয় না। বরং তা পর্যায়ক্রমে কমে যায়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَهُوَ الَّذِيْ أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوْشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوْشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوْا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوْا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ-

'তিনিই লতা ও বৃক্ষ-উদ্যানসমূহ সৃষ্টি করেছেন এবং খেজুর বৃক্ষ, বিভিন্ন স্বাদ বিশিষ্ট খাদ্যশস্য, যায়তুন ও ডালিম সৃষ্টি করেছেন- এগুলি একে অপরের সদৃশ এবং বিসদৃশও। যখন তা ফলবান হয় তখন তার ফল আহার করবে আর ফসল তুলবার দিনে তার হক (যাকাত) প্রদান করবে এবং অপচয় করবে না; নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদেরকে ভালবাসেন না' *(আন'আম ৬/১৪১)*।

অনুরূপভাবে গবাদি পশুর বাচ্চা ও ব্যবসায়িক মালের লভ্যাংশের যাকাত ফরয হওয়ার জন্য পূর্ণ এক বছর মালিকানায় থাকা শর্ত নয়। বরং এটা তার মূলের অনুসরণ করবে। অর্থাৎ গবাদি পশুর বাচ্চা তার মায়ের হিসাবের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং ব্যবসায়িক মালের লভ্যাংশ তার মূলধনের সাথে হিসাব হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবায়ে কেরামকে পশু পালনকারীদের নিকট থেকে যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু বয়স এক বছর পূর্ণ হয়েছে কি-না তা জিজ্ঞেস করতে বলেননি

যেসব জিনিসের উপর যাকাত ফরজ নয়

- নিজ ও পোষ্য পরিজনের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও বাহনের ওপর যাকাত ফরয নয়।

- গৃহের আসবাবপত্র যেমন খাট-পালঙ্ক, চেয়ার-টেবিল, ফ্রিজ, আলমারি ইত্যাদি এবং গার্হস্থ্য সামগ্রী যেমন হাড়ি-পাতিল, থালা-বাটি, গ্লাস ইত্যাদির উপর যাকাত ফরয নয়। তা যত উচ্চমূল্যেরই হোক না কেন। তবে এক্ষেত্রে মনে রাখাতে হবে যে, যেসব বস্তুর ওপর যাকাত আসে না— সেগুলোতে যদি সোনা-রুপা সংযুক্ত থাকে, তাহলে অন্যান্য জাকাতযোগ্য সম্পদের সঙ্গে এই সংযুক্ত সোনা-রুপারও যাকাত ফরজ হবে

- পরিধেয় বস্ত্র, জুতা যদি প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশিও থাকে তবুও তাতে যাকাত ফরজ হবে না।

- দোকান-পাট বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের এমন আসবাবপত্র যা ব্যবসাপণ্য নয়, তার ওপর যাকাত ফরয নয়। তবে ফার্নিচারের দোকানে বিক্রির উদ্দেশ্যে যেসব ফার্নিচার রাখা থাকে তা যেহেতু বাণিজ্যদ্রব্য তাই এসবের ওপর যাকাত ফরয হবে।

- ঘর-বাড়ি বা দোকানপাট তৈরি করে ভাড়া দিলে তাতেও যাকাত ফরজ নয়। তবে বর্তমানে ঘর-বাড়ি, গাড়ি বা দোকান ভাড়া নেওয়ার সময় মোটা অঙ্কের টাকা অ্যাডভান্স রাখতে হয়, অ্যাডভান্সের এই টাকা গাড়ি বা দোকানের মালিকের হয়ে যায় না। বরং যিনি ভাড়া নিচ্ছেন, তার মালিকানায় এ টাকা রয়ে যায়। তাই নিসাবের পরিমাণ হলে ওই টাকাসহ যাকাত দিতে হবে। দোকান বা বাড়ি ভাড়া গ্রহণকারী ব্যক্তির জন্য ওই টাকার যাকাত আদায় করা জরুরি

- ভাড়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে ঘর-বাড়ি বা অন্য কোনো সামগ্রী যেমন ডেকোরেটরের বড় বড় ডেগ, থালা-বাটি ইত্যাদি ক্রয় করলে— তার ওপরও যাকাত ফরজ নয়। তবে ভাড়া বাবদ প্রাপ্ত অর্থের উপর যাকাত আসবে।

যাকাতের নিয়ত

- যাকাত আদায় হওয়ার জন্য যাকাত প্রদানের নিয়ত করা জরুরি। একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই যাকাত প্রদান করতে হবে। জনসমর্থন অর্জনের জন্য, লোকের প্রশংসা কুড়ানোর জন্য কিংবা অন্য কোনো জাগতিক উদ্দেশ্যে যাকাত দেওয়া হলে তা আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না।

- যাকাতের উপযুক্ত খাতে যেমন ফকীর-মিসকীনকে দেওয়ার সময় যাকাতের নিয়ত করতে হবে। এটাই মূল নিয়ম। তবে নিজের সম্পদ থেকে যাকাতের টাকা পৃথক করে রাখলে পৃথক করার সময়ের নিয়তই যথেষ্ট হবে। এখান থেকে ফকীর-মিসকীনকে দেওয়ার সময় নতুন নিয়ত না করলেও যাকাত আদায় হয়ে যাবে

- যাকাতের হকদারকে যাকাত প্রদানের সময় কিংবা যাকাত বন্টনে নিযুক্ত ব্যক্তিকে মাল দেওয়ার সময় কিংবা সমস্ত মাল থেকে যাকাতের পরিমান মাল পৃথক করার সময় যাকাতের নিয়ত করা ব্যতীত যাকাত আদায় হবেনা।
- যাকাতের উদ্দেশ্যে টাকা পৃথক করে রাখলেও মালিক তা প্রয়োজনে খরচ করতে পারবে। তবে পরে যাকাত আদায়ের সময় যাকাতের নিয়ত করতে হবে।

- যে পরিমাণ যাকাত ফরয হয় স্বেচ্ছায় তার চেয়ে বেশি দিয়ে দিলেও অসুবিধা নেই। এতে যাকাত আদায় এবং বাড়তি দান দু'টোরই ছওয়াব পাওয়া যাবে

- যাকাত গ্রহণকারীকে একথা জানানোর প্রয়োজন নেই যে, তাকে যাকাত দেওয়া হচ্ছে। যেকোনোভাবে দরিদ্র ব্যক্তিকে যাকাতের মাল দেওয়া হলে মালিক যদি মনে মনে যাকাতের নিয়ত করে তাহলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে।
- যাকাত আদায় শুদ্ধ হওয়ার জন্য হকদারের গ্রহনকৃত মাল যাকাতের মাল বলে জ্ঞাত হওয়া শর্ত নয়।সুতরাং কেউ যদি দরিদ্র ব্যক্তিকে যাকাতের মাল দিয়ে বলে দান কিংবা কর্জ হিসেবে দিলাম আর মনে মনে যাকাতের নিয়ত করে তাহলেও যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

- কেউ যদি যাকাতের নিয়ত ছাড়া কোন দরিদ্র্যকে মাল দিয়ে দেয় ,এরপর নিয়ত করে তাহলেও জায়েয হবে ।এক্ষেত্রে শর্ত হলো নিয়ত করার সময় দরিদ্র্য ব্যক্তির নিকট সেই মাল বিদ্যমান থাকতে হবে।

- যাকাতের টাকা আলাদা করে রাখা হয়েছে। কিন্তু ফকীর-মিসকীনকে দেওয়ার আগেই তা চুরি হয়ে গেল বা অন্য কোনোভাবে নষ্ট হয়ে গেল তাহলে যাকাত আদায় হয়নি। পুনরায় যাকাত দিতে হবে।

- অন্যের পক্ষ থেকে যাকাত আদায় করতে হলে তার অনুমতি নিতে হবে। অন্যথায় সে ব্যক্তির পক্ষ থেকে যাকাত আদায় হবে না

- কোনো দরিদ্র ব্যক্তির কাছে কারো কিছু টাকা পাওনা আছে। এখন সে যদি যাকাতের নিয়তে পাওনা মাফ করে দেয় তাহলে যাকাত আদায় হবে না। তাকে যাকাত দিতে হলে নিয়ম হল, প্রথমে তাকে যাকাত প্রদান করা এরপর সেখান থেকে ঋণ উসূল করে নেওয়া।

- ঋণগ্রস্তকেই যাকাতের টাকা প্রদান করা উত্তম। কেননা এতে তাকে ঋণের দায় থেকে মুক্ত করা হয়।

ঋন ও পাওনা প্রসংগ

ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির যাকাতের হুকুম

ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যাকাত আদায়ের পূর্বে তার ঋণ পরিশোধ করবে এবং অবশিষ্ট সম্পদ নিছাব পরিমাণ হলে তার যাকাত আদায় করবে।

ওছমান (রাঃ) বলেন,

هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ حَتَّى تَحْصُلَ أَمْوَالُكُمْ فَتُؤَدُّوْنَ مِنْهُ الزَّكَاةَ-

‘এটি (রামাযান) যাকাতের মাস। অতএব যদি কারো উপর ঋণ থাকে তাহলে সে যেন প্রথমে ঋণ পরিশোধ করে। এরপর অবশিষ্ট সম্পদ নিছাব পরিমাণ হলে সে তার যাকাত আদায় করবে’। আর যদি ঋণ পরিশোধ না করে তার নিকট গোচ্ছিত রাখে, তাহলে যাকাতযোগ্য সব সম্পদের উপরেই যাকাত আদায় করা ফরয।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا-

‘তাদের সম্পদ হতে ছাদাক্বাহ্ (যাকাত) গ্রহণ করবে। যার দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র করবে এবং পরিশোধিত করবে’ *(তওবা ৯/১০৩)*।

হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنِ اسْتَفَادَ مَالاً فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ-

ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন সম্পদ অর্জন করে, তাহলে উক্ত সম্পদ তার মালিকানায় এক বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তার রবের নিকটে যাকাত ফরয বলে গণ্য হবে না।

(*তিরমিযী হা/৬৩২; মিশকাত হা/১৭৮৭)*

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ)-কে ইয়ামেনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করে বললেন, তুমি তাদেরকে জানিয়ে দিবে,

أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِيْ أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ-

'আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর তাদের সম্পদের মধ্য থেকে ছাদাক্বাহ্ (যাকাত) ফরয করেছেন। যেটা তাদের ধনীদের নিকট থেকে গৃহীত হবে আর তাদের দরিদ্রদের মাঝে বণ্টন করা হবে'। (*বুখারী হা/১৩৯৫)*

তিনি অন্যত্র বলেন,

فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُوْنُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ-

'বৃষ্টি ও ঝর্ণার পানি দ্বারা সিক্ত ভূমিতে উৎপাদিত ফসল বা নালার পানিতে উৎপন্ন ফসলের উপর 'ওশর' (দশ ভাগের এক ভাগ) যাকাত ওয়াজিব। আর সেচ দ্বারা উৎপাদিত ফসলের উপর 'অর্ধ ওশর' (বিশ ভাগের এক ভাগ) যাকাত ওয়াজিব'। (*বুখারী হা/১৪৮৩)*

উল্লিখিত দলীলসমূহে যাকাত আদায়ের সাধারণ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এথেকে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে পৃথক করা হয়নি। এছাড়াও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবায়ে কেরামকে কৃষক ও পশুপালনকারীদের নিকটে যাকাত আদায়ের জন্য পাঠাতেন। কিন্তু কখনই তিনি ঋণের কথা জিজ্ঞেস করার নির্দেশ দেননি। বরং নিছাব পরিমাণ মালের অধিকারী সকল ব্যক্তির নিকট থেকেই যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা ঋণ ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত, মালের সাথে নয়। অর্থাৎ সম্পদ থাকুক বা না থাকুক তার উপর ঋণ পরিশোধ করা ওয়াজিব।

পক্ষান্তরে যাকাত মালের সাথে সম্পর্কিত, ব্যক্তির সাথে নয়। অর্থাৎ নিছাব পরিমাণ মাল থাকলেই কেবল তার উপর যাকাত ফরয; অন্যথা ফরয নয়।

প্রদানকৃত ঋণের যাকাত:

কোন ব্যক্তি কাউকে ঋণ প্রদান করলে এবং তা এক চন্দ্র বছর অতিক্রম করলে উক্ত টাকার যাকাত আদায় করতে হবে কি-না এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। তবে ছহীহ মত হল, যদি প্রদানকৃত ঋণের টাকা সহজে পাওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা থাকে, তবে তার যাকাত আদায় করতে হবে। আর যদি সহজে পাওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা না থাকে, তবে তা হাতে না পাওয়া পর্যন্ত যাকাত আদায় করতে হবে না। এমন সম্পদ অনেক বছর পরে হাতে আসলেও মাত্র এক বছরের যাকাত আদায় করতে হবে।

- কারো ঋণ যদি এত হয় যা বাদ দিলে তার কাছে নিসাব পরিমাণ যাকাতযোগ্য সম্পদ থাকে না তাহলে তার ওপর যাকাত ফরয নয়। কিন্তু এখানে মনে রাখতে হবে যে, এই প্রসিদ্ধ মাসআলাটি সকল ঋণের ক্ষেত্রে নয়। ঋণ দুই ধরনের হয়ে থাকে। ক. প্রয়োজনাদি পূরণের জন্য বাধ্য হয়ে যে ঋণ নেওয়া হয়। খ. ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে যে ঋণ নেওয়া হয়।প্রথম প্রকারের ঋণ সম্পদ থেকে বাদ দিয়ে যাকাতের নিসাব বাকি থাকে কিনা তার হিসাব করতে হবে। নিসাব থাকলে যাকাত ফরয হবে, অন্যথায় নয়। কিন্তু যে সকল ঋণ উন্নয়নের জন্য নেওয়া হয় যেমন কারখানা বানানো, কিংবা ভাড়া দেওয়া বা বিক্রি করার উদ্দেশ্যে বিল্ডিং বানানো অথবা ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য ঋণ নিলে যাকাতের হিসাবের সময় সে ঋণ ধর্তব্য হবে না। অর্থাৎ এ ধরনের ঋণের কারণে যাকাত কম দেওয়া যাবে না।

- বিয়ে-শাদিতে মোহরানার যে অংশ বাকি থাকে তা স্বামীর কাছে স্ত্রীর পাওনা। কিন্তু এই পাওনা স্বামীর ওপর যাকাত ফরয হওয়া না হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব ফেলে না। অর্থাৎ যাকাতযোগ্য সম্পদের হিসাবের সময় এই ঋণ বাদ দেওয়া যাবে না; বরং সমুদয় সম্পদের যাকাত দিতে হবে। উল্লেখ্য যে, বিনা ওযরে মোহরানা আদায়ে বিলম্ব করা অত্যন্ত নিন্দনীয়।

- স্বামীর কাছে পাওনা মোহরানা নিসাব পরিমাণ হলেও তা স্ত্রীর হস্তগত হওয়ার আগ পর্যন্ত তাতে যাকাত ফরয হয় না। হস্তগত হওয়ার পর যদি আগে থেকেই ঐ মহিলার কাছে যাকাতযোগ্য সম্পদ নিসাব পরিমাণ না থাকে তাহলে এখন থেকে বছর গণনা শুরু হবে এবং বছর পূর্ণ হওয়ার পর যাকাত আদায় করতে হবে।

- যদি স্ত্রী মোহরানা পাওয়ার আগ থেকেই নিসাব পরিমাণ অর্থ বা সম্পদের মালিক থেকে থাকে তাহলে এই সদ্যপ্রাপ্ত মোহরানা অন্যান্য টাকা-পয়সা বা সম্পদের সাথে যোগ হবে এবং সেই সব পুরানো সম্পদের বছর পূর্ণ হওয়ার পর সমুদয় সম্পদের যাকাত দিতে হবে।

- অন্যকে যে টাকা কর্জ হিসেবে দেওয়া হয়েছে বা ব্যবসায়ী কোনো পণ্য বাকিতে বিক্রয় করেছে এই পাওনা টাকা পৃথকভাবে বা অন্য যাকাতযোগ্য সম্পদের সাথে মিলিতভাবে নিসাব পূর্ণ করলে তারও যাকাত দিতে হবে।

- পাওনা উসূল হওয়ার পর ওই টাকার যাকাত আদায় করা ফরয হয়। তার আগে আদায় করা জরুরি নয়, তবে আদায় করলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে পাওনা উসূল হতে যদি কয়েক বছর সময় অতিবাহিত হয়ে যায় তাহলে উসুল হওয়ার পর বিগত সকল বছরের যাকাত আদায় করা ফরয হয়।

ঋণগ্রস্ত নিছাব পরিমাণ সম্পদের মালিক মৃত্যুবরণ করলে কোনটি আগে আদায় করবে?

ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যার উপর যাকাত ওয়াজিব, এরূপ ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে ওয়ারিছগণ তার পরিত্যাক্ত সম্পদ থেকে প্রথমে যাকাত আদায় করবে, না প্রথমে ঋণ পরিশোধ করবে? এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। তবে ছহীহ মত হল, ঋণ ও যাকাত উভয়টিকেই সমান মর্যাদায় রাখতে হবে। অর্থাৎ কারো যদি ১০০ টাকা ঋণ ও ১০০ টাকা যাকাত ওয়াজিব হয়ে থাকে। আর পরিত্যক্ত সম্পদের পরিমাণ যদি ১০০ টাকা হয়। তাহলে ৫০ টাকা ঋণ পরিশোধ করতে হবে। আর ৫০ টাকা যাকাত দিতে হবে।

পক্ষান্তরে রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী- فَاقْضِ اللهَ، فَهْوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ ‘আল্লাহর ঋণ আদায় কর। এটা আদায়ের অধিক হকদার’। এর দ্বারা ঋণের পূর্বে যাকাত আদায়ের কথা বুঝানো হয়নি। বরং বুঝানো হয়েছে যে, মৃত্যুর পরে মানুষের ঋণ পরিশোধ করা অপরিহার্য হলে আল্লাহর ঋণ (যাকাত) পরিশোধ করাও অপরিহার্য

ইবন আবদুল বার ও আবু উবাইদা বলেন, বিদ্বানদের ইজমা' বা ঐকমত্য হচ্ছে, কোনো সম্পদ রেখে যায় নি এমন অভাবী ঋণগ্রস্ত মৃত ব্যক্তির ঋণ যাকাত দ্বারা পরিশোধ করা যাবে না। কিন্তু আসলে বিষয়টি মতবিরোধপূর্ণ। অবশ্য অধিকাংশ আলিম বলে থাকেন, যাকাত দ্বারা মৃতের ঋণ পরিশোধ করা যাবে না। কেননা মৃত ব্যক্তি তো আখিরাতে পাড়ি জমিয়েছে। ঋণের কারণে জীবিত ব্যক্তি যে ধরণের লাঞ্ছনা ও অবমাননার স্বীকার হয় মৃত ব্যক্তি এরূপ হয় না। তাছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃতের ঋণ যাকাত থেকে আদায় করতেন না; বরং গনীমতের সম্পদ থেকে উক্ত ঋণ পরিশোধ করতেন। এথেকে বুঝা যায় যাকাত থেকে মৃতের ঋণ পরিশোধ করা বিশুদ্ধ নয়।

বলা হয়, মৃত ব্যক্তি যদি পরিশোধ করার নিয়ত রেখে ঋণ করে থাকে, তবে আল্লাহ তাঁর দয়া ও অনুগ্রহে তার পক্ষ থেকে তা আদায় করে দিবেন। কিন্তু গ্রহণ করার সময় পরিশোধের নিয়ত না থাকলে, অপরাধী হিসেবে তার জিম্মায় তা অবশিষ্ট থাকবে এবং ক্বিয়ামত দিবসে তা পরিশোধ করবে। আমার মতে যাকাত থেকে তার ঋণ পরিশোধ করার মতের চেয়ে এ মতটিই অধিক পছন্দনীয়।

এমনও বলা হয়, প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য রেখে জীবিত ও মৃতের মধ্যে পার্থক্য করতে হবে। জীবিত লোকদের অভাব, ঋণ, জিহাদ প্রভৃতি ক্ষেত্রে যদি যাকাতের অধিক প্রয়োজনীয়তা থাকে, তবে তাদের বিষয়টি অগ্রগণ্য। কিন্তু তাদের এধরণের কোনো প্রয়োজনীয়তা না থাকলে, সহায়-সম্বলহীন মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া ঋণ যাকাত দ্বারা পরিশোধ করতে কোনো অসুবিধা নেই। সম্ভবতঃ এটি মধ্যমপন্থী মত।

যাকাতের হকদার

মহান আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র কুরআন মাজীদে যাকাত প্রদানের ৮টি খাত উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ] ﴾ ٦٠ التوبة[٦٠ :

‘নিশ্চয়ই ফকীর, মিসকীন, যাকাত আদায়ে নিযুক্ত কর্মচারী, (ইসলামের প্রতি অমুসলিমদের) হৃদয় আকৃষ্ট করার জন্য, দাস মুক্তি, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি, আল্লাহর পথে জিহাদে রত এবং মুসাফিরগণ যাকাতের হকদার, এ বিধান আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে, আল্লাহ জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়।’ (সূরা আত-তাওবা, আয়াত: ২০)

এ মহতী আয়াতে: আল্লাহ তা‘আলা যাকাত ব্যয়ের খাত ও তার হকদারদের বিষয়টি তাঁর জ্ঞান, প্রজ্ঞা, ইনসাফ ও দয়া অনুসারে ওই আট প্রকারে সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।

তিনি আরও বর্ণনা করেছেন যে, এদের মাঝেই যাকাত বণ্টন করা আবশ্যকীয় ফরয। আর এ বণ্টন আল্লাহর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা থেকে উত্থিত। সুতরাং এর ব্যতিক্রম করা ও যাকাতকে অন্য খাতে ব্যবহার করা জায়েয নেই। কারণ, আল্লাহ তা‘আলাই তাঁর সৃষ্টির কল্যাণ সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো জানেন এবং প্রত্যেক বিষয়কে তার যথাস্থানে রাখতে তিনিই শ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞার অধিকারী।

﴿وَمَنۡ أَحۡسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكۡمٗا لِّقَوۡمٖ يُوقِنُونَ] ﴾ ٥٠ المائدة[٥٠ :

“আর নিশ্চিত বিশ্বাসী কওমের জন্য বিধান প্রদানে আল্লাহর চেয়ে কে অধিক উত্তম? (সূরা আল-মায়িদাহ্, আয়াত: ৫০)

কোরআন কারীম এবং হাদীসের আলোকে যাকাতের হকদারদের তালিকার বিস্তারিত বিবরন নিম্নে বর্ননা করা হলো :

- ***ফকীর ও মিসকীন:***

এরা হলো ওই সকল লোক, যাদের পরিবারের ভরণ-পোষণ ও অন্যান্য প্রয়োজন মেটানোর জন্য তাদের নগদ অর্থ, বেতন ভাতা, প্রতিষ্ঠিত শিল্প ও আয় রোজগার যথেষ্ট নয়। অন্যের সাহায্য সহায়তার প্রয়োজন হয়।

* উলামায়ে কেরামের মতে, এদেরকে এ পরিমাণ যাকাতের অংশ দেয়া উচিত, যাতে সামনের বছর যাকাতের সময় আসা পর্যন্ত আর অর্থের প্রয়োজন না হয়।

গরীবদের বিবাহ সম্পাদনে বিয়ের প্রয়োজন পূরণে যাকাত দেওয়া যাবে। গরীব দ্বীনী প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের কিতাব ক্রয়েও দেওয়া যাবে। গরীব চাকরীজীবি, যাদের বেতন ভাতা নিজের ও পরিবারের জন্য যথেষ্ট নয়, এদেরকে প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট পরিমাণ যাকাত দেয়া উচিত।

পক্ষান্তরে যার আয়-রোজগার নিজের ও পরিবারের জন্য যথেষ্ট, তাকে যাকাত দেয়া যাবে না। তাকে বরং এ অবৈধ যাচনা থেকে বিরত থাকার উপদেশ প্রদান করাই কর্তব্য।

এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যেমন,

* আবদুল্লাহ ইবন ‘উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«لَا تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى اللهَ، وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ»

‘মানুষের কাছে ব্যক্তি চাইতে থাকে, এমনকি কিয়ামতের দিন তাকে এমন অবস্থায় উঠানো হবে যে তার চেহারায় কোনো মাংস অবশিষ্ট থাকবে না।’ (*বুখারী: ১৪৭৪; মুসলিম: ১০৪০।)*

* অনুরূপ আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ»

‘যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য অন্যের কাছে ভিক্ষা চায়, সে মূলত আগুনের টুকরাই চায়, এখন সে ভিক্ষা চাওয়া বাড়াতেও পারে বা কমাতেও পারে।’ *(মুসলিম: ১০৪১।)*

* হাকীম ইবন হিযাম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

»إِنَّ هَذَا المَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ، اليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى«

‘এই সম্পদ হলো আকর্ষণীয় মিষ্ট ভোগ উপকরণ। সুতরাং যে একে গ্রহণ করে অন্তরের বদান্যতার সঙ্গে তার জন্য তাতে বরকত দেয়া হয়। আর যে একে গ্রহণ করে আগ্রহ আতিশয্যের সঙ্গে তার জন্য তাতে বরকত দেয়া হয় না। যেমন ওই ব্যক্তি যে খায় কিন্তু তৃপ্ত হয় না। উচু হাত নিচু হাতের চেয়ে শ্রেয়।’ *(বুখারী: ১৪৭২; মুসলিম: ১০৩৫।*

* আবদুর রহমান ইবন ‘আউফ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

»وَلا يَفْتَحُ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ«

‘যে ব্যক্তি ভিক্ষার পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তার জন্য অভাবের দরজা খুলে দেন।’(*তিরমিযী: ২৩২৫; মুসনাদ আহমাদ: ১৬৭৪)*

যদি অপরিচিত লোক যাকাত প্রার্থনা করে যার মধ্যে ধনাঢ্যতার ছাপ স্পষ্ট, তাকে দান করা যাবে। তবে তাকে এ কথা জানিয়ে দিতে হবে যে ধনী এবং কামাই করতে সক্ষমদের জন্য যাকাতে কোনো অংশ নাই। কেননা,

* হাদীসে আছে, একবার দু’জন লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে যাকাতের অর্থ থেকে কিছু চাইলো। তিনি তাদের দেখে বুঝতে পারলেন তারা সামর্থ্যবান। তাদের তিনি বললেন,

»إِنَّ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا، وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ، وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ«

‘তোমরা চাইলে তোমাদের দেব; তবে জেনে রেখো, ধনী ও সামর্থ্যবানদের জন্য যাকাতে কোনো অংশ নেই।’ (*আহমাদ ৪/২২৪; আবূ দাউদ: ১৬৩৩; নাসাঈ: ২৫৯৭।)*

- ***যাকাত আদায়ের কাজে নিয়োজিত কর্মচারী:***

এরা হলেন প্রশাসনের পক্ষ থেকে যাকাত আদায়, সংরক্ষণ ও যথাস্থানে ব্যয় করার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ। তাদের নিজ নিজ কর্ম ও শ্রম অনুপাতে যাকাতের অর্থ প্রদান করা হবে, যদিও তারা ধনী হয়। তবে ব্যক্তিগতভাবে যদি কেউ কোনো লোককে তার যাকাত বণ্টনের কাজে ওকিল বা প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ করে, তাহলে সে যাকাতের কর্মচারী বলে বিবেচিত হবে না। সুতরাং তাকে ওকালতির কাজে যাকাতের কোনো অংশ দেওয়া যাবে না।

এ ওকিল বা প্রতিনিধিগণ যদি বিশ্বস্ততা ও শ্রম ব্যয় করে হকদারদের মধ্যে এ কাজ বিনা পারিশ্রমিকে সওয়াবের আশায় করে তবে অবশ্যই তারা যাকাতদাতার সওয়াবে শরীক হবেন। কারন,

* বুখারীতে এসেছে, আবূ মুসা আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«إِنَّ الْخَازِنَ الْمُسْلِمَ الأَمِينَ الَّذِي يُنْفِذُ - وَرُبَّمَا قَالَ يُعْطِي - مَا أُمِرَ بِهِ، فَيُعْطِيهِ كَامِلًا مُوَفَّرًا، طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ، فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ - أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ»

'বিশ্বস্ত মুসলিম কোষাধ্যক্ষ, যিনি তাকে যা নির্দেশ করা হয় তা সুন্দর ও পরিপূর্ণভাবে যথাযথ ও সন্তুষ্টচিত্তে; যাকে দিতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তার জন্য তা বাস্তবায়ণ করেন -অথবা বলেছেন: প্রদান করেন, সেও দুই সদকাকারীর একজন। (*বুখারী: ১৪৩৮; মুসলিম: ১০২৩।*)

আর যদি এ ওকিল বা প্রতিনিধিগণ বিনা পারিশ্রমিকে এ বণ্টনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে না চায়, তবে সম্পদের মালিক তাকে নিজ সম্পদ থেকে পারিশ্রমিক প্রদান করবেন, যাকাত থেকে নয়।

- ***যাদের হৃদয় আকর্ষণ করা প্রয়োজন:***

তারা হচ্ছে এমন নতুন মুসলিম যাদের অন্তর এখনো দোদুল্যমান অথবা এমন লোক যাদের ক্ষতির আশংকা করা হয়; তাই তাদের ঈমানকে মজবুত করার জন্য অথবা তাদের ক্ষতি প্রতিহত করার জন্য তাদেরকে যাকাত থেকে প্রদান করা যাবে; যদি তাদের ক্ষতি প্রতিহত করার অন্য উপায় না থাকে।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَعَثَ عَلِيٌّ رضى الله عنه وَهُوَ بِالْيَمَنِ بِذَهَبَةٍ فِيْ تُرْبَتِهَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَسَمَهَا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ الْحَنْظَلِيُّ وَعُيَيْنَةُ بْنُ بَدْرٍ الْفَزَارِيُّ وَعَلْقَمَةُ بْنُ عُلاَثَةَ الْعَامِرِيُّ ثُمَّ أَحَدُ بَنِيْ كِلاَبٍ وَزَيْدُ الْخَيْرِ الطَّائِيُّ ثُمَّ أَحَدُ بَنِيْ نَبْهَانَ قَالَ فَغَضِبَتْ قُرَيْشٌ فَقَالُوْا أَتُعْطِى صَنَادِيْدَ نَجْدٍ وَتَدَعُنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنِّيْ إِنَّمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ لأَتَأَلَّفَهُمْ فَجَاءَ رَجُلٌ كَثُّ اللِّحْيَةِ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ نَاتِئُ الْجَبِيْنِ مَحْلُوْقُ الرَّأْسِ فَقَالَ اتَّقِ اللهَ يَا مُحَمَّدُ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَمَنْ يُطِعِ اللهَ إِنْ عَصَيْتُهُ أَيَأْمَنُنِيْ عَلَى أَهْلِ الأَرْضِ وَلاَ تَأْمَنُوْنِيْ قَالَ ثُمَّ أَدْبَرَ الرَّجُلُ فَاسْتَأْذَنَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فِيْ قَتْلِهِ يُرَوْنَ أَنَّهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا قَوْمًا يَقْرَءُوْنَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَقْتُلُوْنَ أَهْلَ الإِسْلاَمِ وَيَدَعُوْنَ أَهْلَ الأَوْثَانِ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ-

আবু সা‘ঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলী (রাঃ) নবী (ছাঃ)-এর নিকট কিছু স্বর্ণের টুকরো পাঠালেন। তিনি তা চার ব্যক্তির মাঝে বণ্টন করে দিলেন। (১) আল-আকরা ইবনু হানযালী যিনি মাজায়েশী গোত্রের লোক ছিলেন। (২) উআইনা ইবনু বাদার ফাযারী। (৩) যায়েদ ত্বায়ী, যিনি পরে বনী নাবহান গোত্রের ছিলেন। (৪) আলকামাহ ইবনু উলাছাহ আমেরী, যিনি বনী কিলাব গোত্রের ছিলেন। এতে কুরাইশ ও আনসারগণ অসন্তুষ্ট হলেন এবং বলতে লাগলেন, নবী (ছাঃ) নজদবাসী নেতৃবৃন্দকে দিচ্ছেন আর আমাদেরকে দিচ্ছেন না। তখন নবী (ছাঃ) বললেন, আমি তো তাদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য এমন মনরঞ্জন করছি। তখন এক ব্যক্তি সামনে এগিয়ে আসল, যার চোখ দু’টি কোটরাগত, গন্ডদ্বয় ঝুলে পড়া, কপাল উঁচু, ঘন দাড়ি এবং মাথা মোড়ানো ছিল। সে বলল, হে মুহাম্মাদ! আল্লাহকে ভয় করুন। তখন তিনি বললেন, আমিই যদি নাফরমানী করি তাহলে আল্লাহর আনুগত্য করবে কে? আল্লাহ আমাকে পৃথিবীবাসীর উপর আমানতদার বানিয়েছেন, আর তোমরা আমাকে আমানতদার মনে করছ না। তখন এক ব্যক্তি তাঁর নিকট তাকে হত্যা করার অনুমতি চাইল। (আবু সা‘ঈদ (রাঃ) বলেন, আমি তাকে খালিদ ইবনু ওয়ালিদ বলে ধারণা করছি। কিন্তু নবী (ছাঃ) তাকে নিষেধ করলেন। অতঃপর যখন অভিযোগকারী লোকটি ফিরে গেল, তখন নবী (ছাঃ) বললেন, এ ব্যক্তির বংশ হতে বা এ ব্যক্তির পরে এমন কিছু সংখ্যক লোক হবে তারা কুরআন পড়বে, কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। দ্বীন হতে তারা এমনভাবে বের হয়ে যাবে যেমনি ধনুক হতে তীর বেরিয়ে যায়। তারা ইসলামের অনুসারীদেরকে হত্যা করবে আর মুর্তি পূজারীদেরকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকবে। আমি যদি তাদেরকে পেতাম তাহলে তাদেরকে আদ জাতির মত অবশ্যই হত্যা করতাম।

(*বুখারী হা/৩৩৪৪*)

- ***দাস মুক্তির জন্য:***

যে সকল দাস-দাসী আপন মুনিবের সঙ্গে অর্থের বিনিময়ে নিজেদের মুক্তির ব্যাপারে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে, তাদের যাকাত থেকে এ পরিমাণ অর্থ দেয়া যাবে, যাতে তারা এর মাধ্যমে মুক্তিলাভ করতে পারে।

অনুরূপভাবে যাকাতের অর্থ দিয়ে সাধারণ দাস-দাসী ক্রয় করেও মুক্ত করা যাবে।

তাছাড়া মুসলিম কয়েদিদেরকেও মুক্ত করা যাবে। কারণ এটাও দাসমুক্তির ব্যাপক নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত।

হাদীছে এসেছে,

عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ دُلَّنِيْ عَلَى عَمَلٍ يُقَرِّبُنِيْ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُنِيْ مِنَ النَّارِ قَالَ لَئِنْ كُنْتَ أَقْصَرْتَ الْخُطْبَةَ لَقَدْ أَعْرَضْتَ الْمَسْأَلَةَ أَعْتِقِ النَّسَمَةَ وَفُكَّ الرَّقَبَةَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَوَلَيْسَا وَاحِدًا قَالَ لاَ عِتْقُ النَّسَمَةِ أَنْ تُفْرِدَ بِعِتْقِهَا وَفَكُّ الرَّقَبَةِ أَنْ تُعِيْنَ فِيْ ثَمَنِهَا وَالْمِنْحَةُ الْوَكُوْفُ وَالْفَيْءُ عَلَى ذِى الرَّحِمِ الظَّالِمِ فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ فَكُفَّ لِسَانَكَ إِلاَّ مِنْ خَيْرٍ-

বারা ইবনু আযেব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, আমাকে এমন একটি আমল বলে দিন যা আমাকে জান্নাতের নিকটবর্তী করবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে। রাসূল (ছাঃ) বললেন, প্রশ্ন তো তুমি অল্প কথায় বলে ফেললে; কিন্তু তুমি অত্যন্ত ব্যাপক বিষয় জানতে চেয়েছ। তুমি একটি প্রাণী আযাদ করে দাও এবং একটি দাস মুক্ত করে দাও। লোকটি বলল, এ উভয়টি কি একই কাজ নয়? তিনি বললেন, না (উভয়টি এক নয়)। কেননা একটি প্রাণী আযাদ করার মানে হল, তুমি একাকী গোটা প্রাণীকে মুক্ত করে দিবে। আর একটি দাস মুক্ত করার অর্থ হল, তার মুক্তির জন্য কিছু মূল্য প্রাদানের মাধ্যমে সাহায্য করবে। (এড্ডিন্ন জান্নাতে প্রবেশকারী কাজের মধ্যে অন্যতম হল) প্রচুর দুধ প্রদানকারী জানোয়ার দান করা এবং এমন নিকটতম আত্নীয়ের প্রতি অনুগ্রহ করা, যে তোমার উপর অত্যাচারী। যদি তুমি এ সমস্ত কাজ করতে সক্ষম না হও, ক্ষুদার্থকে খাদ্য দান কর এবং পিপাসিতকে পানি পান করাও। সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ হতে নিষেধ কর। আর যদি তোমার দ্বারা এ কাজ করাও সম্ভব না হয়, তবে কল্যাণকর কথা ব্যতীত অন্য কথা থেকে তোমার জিহবাকে সংযত রাখ।

(আত তায়ালিসী: ৭৩৯; মুসনাদ আহমাদ: ৪/২৯৯; সুনানু বাইহাকী: ১০/২৭২, ২৭৩; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ: ২৪১৯; মাজমা‘উয যাওয়াইদ: ৪/২৭০।)

উল্লিখিত হাদীছে ইসলাম দাসমুক্তিকে জান্নাত লাভের বিশেষ মাধ্যম হিসাবে উল্লেখ করেছে। আর দাসমুক্তির জন্য যেহেতু প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়, সেহেতু আল্লাহ তা'আলা ইসলামী অর্থনীতির প্রধান উৎস যাকাত বণ্টনের খাত সমূহের মধ্যে দাসমুক্তিকে উল্লেখ করেছেন।

- ***যারা ঋণের বোঝা বহন করছে:***

যারা ঋণের বোঝা বহন করে তারা দু'প্রকার:

১) যে ব্যক্তি সমাজে পারস্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ়করণ এবং সমাজ থেকে বিশৃঙ্খলার আগুন নেভাতে গিয়ে ঋণের শিকার হয়েছে, যাকাতের অর্থ থেকে তাকে ঋণ পরিমাণ অর্থ প্রদান করা যাবে। যেন সে এমন মহতী কাজে আরও উৎসাহিত হয়, যাতে সমাজে বিশৃঙ্খলা ও হিংসা-বিবাদ দূর হয়ে মুসলিমদের মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়।

* কাবীসা ইবন মুখারিক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيهَا فَقَالَ» :أَقِمْ يَا قَبِيصَةُ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ، فَنَأْمُرَ لَكَ «قَالَ :ثُمَّ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» :يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ :رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ«...

'একবার আমি অপরের ভার (ঋণ বা সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব) নিজের উপর নিয়ে নিলাম। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বিষয়টি জানিয়ে এ বিষয়ে সহযোগিতা চাইলাম। তখন তিনি বললেন, 'হে কাবীসা! তুমি আমার নিকট অবস্থান কর; যাতে আমার কাছে যাকাতের মাল আসে। যখন সেটা আসবে তখন আমি তোমাকে তা প্রদান করার নির্দেশ দেব। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে কাবীসা! সাদাকা কেবল তিন ব্যক্তির জন্য হালাল: (তাদের মধ্যে একজন) ওই ব্যক্তি যে পরোপকার করতে গিয়ে ঋণী হয়েছে ফলে তার জন্য চাওয়া বৈধ; যাতে তা পরিশোধ করতে পারে। অতঃপর যাচ্ঞা থেকে বিরত থাকে।...' (*মুসলিম: ১০৪০।)*

২) যে ব্যক্তি নিজের বা পরিবারের প্রয়োজন পূরণে ঋণগ্রস্ত হয়েছে, কিন্তু তার ঋণ পরিশোধ করার কোনো ব্যবস্থা নেই, তাকে ঋণ শোধ পরিমাণ অর্থ যাকাত থেকে প্রদান করা যাবে;

যদিও তার পরিমাণ বেশি হয়। অথবা তলবকৃত ব্যক্তি (ঋণী)র কাছে না দিয়ে সরাসরি তলবকারীকে অর্থ দিয়ে দেয়া যাবে। কারণ তলবকারীর কাছে অর্থ হস্তান্তরের মাধ্যমেই তলবকৃত ব্যক্তি দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করবে

- *আল্লাহর রাস্তায়:*

'আল্লাহর রাস্তায়' বলতে 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ' বুঝায়; যে জিহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করা। নিজের বীরত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব অথবা দলীয় কিংবা গোত্রীয় গোড়ামী প্রদর্শনের জন্য নয়। সুতরাং এ নিয়্যতে যে জিহাদ করবে সে মুজাহিদকে যাকাত থেকে এমন অর্থ প্রদান করা যাবে যা জিহাদের পথে তার প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট হবে। অথবা ইসলামের সাহায্য ও তার শত্রুদের বিতাড়ন এবং আল্লাহর বাণীকে বিজয়ী করার জন্য আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী মুজাহিদদের জন্য যাকাতের অর্থ থেকে যুদ্ধাস্ত্র ও যুদ্ধ সামগ্রী কেনা যাবে।

- *মুসাফির:*

যে মুসাফিরের আসবাবপত্র শেষ হয়ে গেছে, যাকাত থেকে তাকে এ পরিমাণ অর্থ দেওয়া যাবে যাতে সে সফর পূর্ণ করে নিজ আবাসে পৌঁছুতে পারে।

এ জাতীয় মুসাফির যদি তার নিজ দেশে ধনী লোকও হয় এবং এমন কাউকে পাওয়া যায় যে তাকে ঋণও প্রদান করবে, তারপরও তাকে যাকাত থেকে প্রদান করা যাবে।

তবে এভাবে যাকাতের টাকা নেওয়ার মানসিকতা নিয়ে অল্প-পরিমাণ টাকা-পয়সা নিয়ে সফরে বের হওয়া মুসাফিরের জন্য উচিত নয়।

নির্ধারিত ৮ টি খাতে যাকাত বণ্টনের পদ্ধতি:

আল্লাহ তা'আলা সূরা তওবার ৬০ নম্বর আয়াতে যাকাত প্রদানের যে ৮টি খাত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তার মধ্যেই যাকাত বণ্টন সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। এর বাইরে যাকাত প্রদান করা সিদ্ধ নয়। তবে যাকাতকে সমান ৮ ভাগে ভাগ করতে হবে না। বরং ৮টি খাতের মধ্যে যে খাতগুলো পাওয়া যাবে সেগুলোর মধ্যে প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে কম-বেশী করে যাকাত

বণ্টন করতে হবে। এমনকি প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে কোন একটি খাতে সম্পূর্ণ যাকাত প্রদান করলেও তা আদায় হয়ে যাবে।

আর কোনো ক্রমেই যাকাতের সম্পদ কাফিরদেরকে দেয়া যাবে না। তবে যদি তাদের মন আকৃষ্ট করার জন্য হয় তাহলে তা ভিন্ন কথা। অনুরূপভাবে কোনো ধনী লোক, যার কাছে তার প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা রয়েছে, যেমন ব্যবসায়ী, কারিগর, শিল্পী এবং নিয়মিত বেতনভোগী, প্রচুর ফসলের মালিক অথবা অত্যাবশ্যক খরচ মেটানোর ব্যবস্থা রয়েছে এমন ব্যক্তি, তাদের কাউকেই যাকাতের সম্পদ থেকে দেয়া বৈধ হবে না। তবে তারা যদি যাকাত সংগ্রহের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক নিযুক্ত কর্মচারী হয় অথবা যদি তারা আল্লাহর পথে জিহাদকারী হয় অথবা কোনো ধনী ব্যক্তি যদি সামাজিক সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে ঋণগ্রস্ত হয়ে যায়, তবে ধনী হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে যাকাতের সম্পদ থেকে দেয়া যাবে।

উপরে বর্ণিত কাজগুলো ব্যতীত অন্য কোনো ওয়াজিব কাজ সম্পাদনের জন্য যাকাত থেকে ব্যয় করা যাবে না। সুতরাং কোনো মেহমানকে মেহমানদারীর জন্য যাকাত থেকে দেওয়া যাবে না। অনুরূপভাবে যাদের খোর-পোষ তার উপর ওয়াজিব, যেমন স্ত্রী বা নিকটাত্মীয়, তাদেরকে তাদের জন্য খরচের পরিবর্তে যাকাত থেকে দেওয়া যাবে না। তবে স্ত্রী ও নিকটাত্মীয়ের ওয়াজিব খরচ বাদে অন্য কাজে তাদের প্রয়োজনে যাকাত থেকে দেওয়া যাবে। সুতরাং স্বামী যাকাত থেকে তার স্ত্রীর একান্ত ঋণ, যা সে পরিশোধ করতে অক্ষম, তা পরিশোধ করতে পারবে। অনুরূপভাবে কেউ তার পিতা-মাতা বা নিকটাত্মীয়ের ঋণ যা তারা পরিশোধ করতে পারছে না সেটাও যাকাত থেকে পরিশোধ করতে পারবে।

অনুরূপভাবে নিকটাত্মীয়দের সম্পদ যদি তাদের খরচ মেটাতে অপ্রতুল হয়, তবে তাদের খরচ মেটানোর জন্য তাদেরকে যাকাত থেকে দেওয়া যাবে; যদি তাদের খরচ মেটানোর দায়িত্ব যাকাতদাতার উপর ওয়াজিব না হয়।

তদ্রূপ কোনো স্ত্রী তার স্বামীকে ঋণ পরিশোধ বা এ জাতীয় কাজের জন্য যাকাতের সম্পদ থেকে দিতে পারবে। কারণ, আল্লাহ তা'আলা যাকাতের হকদার করার বিষয়টি এমন সাধারণ গুণাগুণের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন যা তাদেরকে ও অন্যান্যদেরকে সমভাবে সম্পৃক্ত করে। সুতরাং নস তথা কুরআন ও সুন্নাহর ভাষ্য অথব ইজমা ব্যতীত তাদেরকে হকদারের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যাবে না। তাছাড়া এর সপক্ষে হাদীসও রয়েছে। যেমন,

* বুখারী ও মুসলিমে ইবন মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর পত্নী যায়নাব সাকাফিয়া রাদিয়াল্লাহু ‘আনহার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদের সাদাকাহ দেয়ার নির্দেশ দিলেন। তখন যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন,

»يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّكَ أَمَرْتَ اليَوْمَ بِالصَّدَقَةِ، وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ :أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» :صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ«

‘‘হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কিছু গহনা আছে, আমি এটা দ্বারা সাদাকা করতে চাই। এদিকে ইবন মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু মনে করলেন তিনিই সাদাকার যোগ্য হকদার। বিষয়টি জেনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ইবন মাসঊদ ঠিকই বলেছেন; তুমি যাদের কাছে তা সাদাকা করবে তাদের মধ্যে তোমার স্বামী ও সন্তানরাই এর অধিক হকদার।’

* সালমান ইবন আমের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

»الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَهِى عَلَى ذِى الرَّحِمِ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ.«

‘ফকীর-মিসকীনকে সাদাকাহ দিলে শুধু সাদাকাই করা হয় আর আত্মীয়দের সাদাকাহ দিলে দুটি কাজ হয়: সাদাকাহও দেওয়া হয় আবার আত্মীয়তার সম্পর্কও রক্ষা করা হয়।’ (*ইবন মাজাহ: ১৪৮৮; নাসাঈ: ২৫৮২।)*

কোনো দরিদ্র লোকের কাছে প্রাপ্য ঋণ মাফ করে দিয়ে যাকাতের নিয়ত করলে যাকাত আদায় হবে না। কারণ,

যাকাত হলো গ্রহণ ও প্রদানের সমষ্টি।

* আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣﴾ [التوبة: ١٠٣]

‘আপনি তাদের সম্পদ থেকে সদাকা নিন, এর মাধ্যমে তাদেরকে আপনি পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবেন। আর তাদের জন্য দো‘আ করুন, নিশ্চয় আপনার দো‘আ তাদের জন্য প্রশান্তিকর। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।’ (সূরা আত-তাওবা, আয়াত: ১০৩)

* আর নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

»أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.«

'আল্লাহ তাদের সম্পদে যাকাত ফরয করেছেন, ধনীদের থেকে তা নেয়া হবে আর দরিদ্রদের দেয়া হবে।'

(বুখারী হা/১৩৯৫)

আর ঋণ মাফ করার মধ্যে যেহেতু এ আদান-প্রদান নেই, সেহেতু তা দিয়ে যাকাত আদায় হবে না।

তাছাড়া ফকীরের যিম্মায় যে ঋণ রয়েছে তা অনুপস্থিত ঋণ, যাতে কোনো কিছু করার নেই, তাই সেটা উপস্থিত সম্পদ যাতে কিছু করার আছে সেটার জন্য তা যথেষ্ট হবে না। অনুরূপভাবে ঋণের ব্যাপারটি উপস্থিত সম্পদের চেয়ে অন্তরে কমই প্রভাব ফেলে, তাই সেটা দিয়ে ঋণ দেওয়া যেন ভালোর বদলে মন্দ প্রদান করা।

আর যদি যাকাতদাতা তার প্রচেষ্টা চালানোর পর যাকাতের হকদার মনে করে কাউকে যাকাত দেয়, তারপর জানতে পারে যে সে যাকাতের হকদার নয়, এমতাবস্থায় যাকাতদাতার যাকাত আদায় হয়ে যাবে। কারণ সে তার সাধ্যানুসারে চেষ্টা করেছে ও আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করেছে। আর আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের বাইরে কষ্ট দেন না।

* আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত লম্বা হাদীসের অংশবিশেষ হলো:

»قَالَ رَجُلٌ لأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِى يَدِ غَنِىٍّ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى غَنِىٍّ .قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى غَنِىٍّ لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ .فَأُتِىَ فَقِيلَ لَهُ أَمَّا صَدَقَتُكَ فَقَدْ قُبِلَتْ وَلَعَلَّ الْغَنِىَّ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ.«

'(পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্য হতে) এক ব্যক্তি শপথ করে বলল, আজ রাতে আমি সাদাকাহ্ করব... তাতে এসেছে, ''পরে সে এক ধনী লোককে (না জেনে) সাদাকাহ্ দিয়ে বসল। এতে লোকেরা তার সমালোচনা করে বলতে লাগলো যে ধনীকে সাদাকাহ দেওয়া হয়েছে। লোকটি বলল, হে আল্লাহ আপনার প্রশংসা, যদিও আমি ধনীকে দিয়েছি।... অতঃপর লোকটিকে স্বপ্নে এসে জানানো হলো যে, ওই ধনী লোক সম্ভবত এ থেকে শিক্ষা নেবে এবং তাকে আল্লাহ যে সম্পদ দান করেছেন তা থেকে সে দান করবে।' (*বুখারী: ১৪২১; মুসলিম: ১০২২।)*

সহীহ মুসলিমের অপর বর্ণনায় স্পষ্ট এসেছে যে, তাকে স্বপ্নে এসে বলা হলো যে, তোমার সাদাকাহ্ গৃহীহ হয়েছে। ... আর ওই ধনী লোক...।

* মা'আন ইবন ইয়াযীদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

»كَانَ أَبِى يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِى الْمَسْجِدِ ، فَجِئْتُ فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ وَاللَّهِ مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ . فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ » لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ ، وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ. «

'আমার বাবা ইয়াযীদ দান করার উদ্দেশে স্বর্ণমুদ্রা মসজিদে এক ব্যক্তির কাছে রাখলেন। অতঃপর আমি সেখানে গিয়ে তা গ্রহণ করলাম, তারপর সেটা নিয়ে তার কাছে এলাম। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, আমি তো তোমাকে দেব এমন নিয়ত করিনি। তখন আমি এর সমাধানের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলাম। তিনি বললেন, 'হে ইয়াযীদ তুমি যা নিয়ত করেছ তাই পাবে আর হে মা'আন তুমি যা গ্রহণ করেছে তাই তোমার'।' (*বুখারী: ১৪২২।)*

যাকাত ততক্ষণ আদায় হবে না যতক্ষণ না তা তার সঠিক ও উপযুক্ত স্থান যেখানে আল্লাহ দিতে বলেছেন সেখানে দেওয়া হবে।

যাদেরকে যাকাত দেওয়া জায়েয নেই

- অমুসলিম ব্যক্তিকে যাকাত দেওয়া যাবে না।
- নেসাব পরিমাণ মালের অধিকারী বা ধনীকে যাকাত দেওয়া যাবে না (মুসাফির ব্যতীত)। যে ব্যক্তির কাছে যাকাতযোগ্য সম্পদ নেসাব পরিমাণ নেই কিন্তু অন্য ধরনের সম্পদ, যাতে যাকাত আসে না। যেমন ঘরের আসবাবপত্র, পরিধেয় বস্ত্র, জুতা ইত্যাদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত ও নিসাবের সমমূল্য পরিমাণ আছে, তাকে যাকাত দেওয়া যাবে না।
- যাকাতের টাকা কোনো জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা যাবে না। ব্যয় করা হলে যাকাত আদায় হবে না। যেমন, রাস্তাঘাট, পুল নির্মাণ করা, কূপ খনন করা, বিদ্যুৎ-পানি ইত্যাদির ব্যবস্থা করা। কেননা শরীয়তে যাকাতের বিধান দেওয়া হয়েছে ব্যক্তির প্রয়োজন পূরণের জন্য; সামাজিক প্রয়োজন পূরণের জন্য নয়। যাকাতের টাকা দ্বারা মসজিদ-মাদরাসার বিল্ডিং নির্মাণ করা, ইসলাম প্রচারের জন্য ব্যাপকভাবে ব্যয় করা,

ইমাম-মুয়াজ্জিনের বেতন-ভাতা দেওয়া, ওয়াজ-মাহফিলের জন্য ব্যয় করা বা এগুলোতে সহায়তা দেওয়া, মিডিয়া তথা রেডিও, টিভি চ্যানেল করা জায়েয নয়; বরং যাকাতের টাকা তার হকদারকেই মালিক বানিয়ে দিতে হবে। অন্য কোনো ভালো খাতে ব্যয় করলেও যাকাত আদায় হবে না।

- নিজের বাবা-মা, দাদা-দাদি, নানা-নানি, পরদাদা প্রমুখ ব্যক্তি ,যারা তার জন্মের উৎস তাদের নিজের যাকাত দেওয়া জায়েয নয়। এভাবে নিজের ছেলেমেয়ে, নাতি-নাতনী এবং তাদের অধস্তনকে নিজ সম্পদের যাকাত দেওয়া জায়েয নয়।

- দরিদ্র পিতামাতা, সন্তান, দাদা, নানা, স্বামী বা স্ত্রীকে যাকাত দেওয়া যাবে না।
- সম্পদশালীর নাবালক পুত্র-কন্যাকে যাকাত দেওয়া যাবে না।

- কুরাইশ গোত্রের বনু-হাশেমের অন্তর্গত আব্বাস, জাফর, আকীল (রাযি.)-এর বংশধরের জন্য যাকাত গ্রহণ বৈধ নয়।

- প্রতিষ্ঠানের বেতনভুক্ত কর্মচারী প্রতিষ্ঠানের এতিমখানা/লিল্লাহ বোডিং এর জন্য যাকাত আদায়কারী নিযুক্ত হলে তাকে ব্যক্তিগতভাবে কিছু হাদিয়া/উপঢৌকন হিসাবে দেওয়া যাবে না।

- যেসব প্রতিষ্ঠানে ধনী-গরিব সবাই সেবা পায় সেখানে যাকাত দেওয়া যাবে না। যেমন : মসজিদ, মাদরাসা (এতিম ফান্ড বা লিল্লাহ বোডিং ব্যতীত), শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, আশ্রয়কেন্দ্র, সেতু, টিউবয়েল, কূপ, পুকুর, রাস্তাঘাট ইত্যাদি।
- নিজ চাকর চাকরাণীকে যাকাতের টাকায় বেতন-ভাতা দেওয়া যাবে না।

কিরূপ সম্পদ দ্বারা যাকাত আদায় করা উচিত?

যার নিকটে যে মানের সম্পদ বিদ্যমান সে ব্যক্তি সে মানের সম্পদই যাকাত হিসাবে প্রদান করবে। কিন্তু যদি এমন হয় যে, তার নিকট একই প্রকারের বিভিন্ন মানের সম্পদ রয়েছে তাহলে সে যাকাত হিসাবে মধ্যম মানের সম্পদ দান করবে। হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوْهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا عَرَفُوْا اللهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِيْ يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا فَعَلُوْا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِذَا أَطَاعُوْا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ-

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ)-কে শাসনকর্তা হিসাবে ইয়ামানে পাঠালেন, তখন বলেছিলেন, তুমি আহলে কিতাব লোকদের নিকট যাচ্ছ। সেহেতু তাদের আল্লাহর ইবাদতের দা'ওয়াত দিবে। যখন তারা আল্লাহর পরিচয় লাভ করবে, তখন তুমি তাদেরকে বলবে যে, আল্লাহ দিন-রাতে তাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করেছেন। যখন তারা তা আদায় করতে থাকবে, তখন তাদের জানিয়ে দিবে যে, আল্লাহ তাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন, যা তাদের ধনীদের থেকে গ্রহণ করা হবে এবং তাদের দরিদ্রদের মাঝে বণ্টন করা হবে। যখন তারা এর অনুসরণ করবে তখন তাদের হতে তা গ্রহণ করবে এবং লোকদের উত্তম মাল গ্রহণ করা হতে বিরত থাকবে।

(*বুখারী হা/১৪৫৮; মুসলিম হা/১৯।*)

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَنَسٍ رضى الله عنه أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضى الله عنه كَتَبَ لَهُ الصَّدَقَةَ الَّتِيْ أَمَرَ اللهُ رَسُوْلَهُ صلى الله عليه وسلم وَلاَ يُخْرَجُ فِيْ الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ، وَلاَ تَيْسٌ، إِلاَّ مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ-

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি যাকাতের যে বিধান দিয়েছেন তা আবু বকর (রাঃ) তাঁর (আনাস) নিকট লিখে পাঠান। তাতে রয়েছে, অধিক বয়সের দাঁত পড়া বৃদ্ধ ও ত্রুটিযুক্ত বকরী এবং পাঁঠা যাকাত হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না। তবে যাকাত প্রদানকারী ইচ্ছা করলে (পাঁঠা) দিতে পারেন।

(*বুখারী হা/১৪৫৫; মিশকাত হা/১৭৯৬।*)

তিন ধরনের জিনিসের উপর যাকাত আসে

তিন ধরনের সম্পদ যাকাতযোগ্য সম্পদঃ

১- দেশি বিদেশি মুদ্রা ও টাকা পয়সা। তা নিজের কাছে জমা থাক বা ব্যাংকের কোন একাউন্টে বা বন্ড, সঞ্চয়পত্র ইত্যাদিতে থাকুক অথবা ব্যাংক গ্যারান্টি হিসেবে জমা থাক সবই যাকাতযোগ্য সম্পদ। এছাড়া ব্যবসার মুলধন, পন্যের বকেয়া মুল্য এবং কাউকে দেওয়া ঋনও এ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত।

২-সোনা রুপা। অলংকার হোক বা অন্যান্য সামগ্রী। ব্যবহৃত হোক বা অব্যবহৃত সর্বাবস্থায় তা যাকাতযোগ্য সম্পদ। সোনা রুপা ছাড়া অন্য কোন ধাতুর অলনহকার বা মুল্যবান পাথর ইত্যাদি ব্যবসার পন্য না হলে তা যাকাতযোগ্য সম্পদ নয়।

৩- ব্যবসার সম্পদ। ব্যবসার মালামাল ও পন্য ব্যবহারের নিয়ত ছাড়া কেবল বিক্রির নিয়তে কোন কিছু ক্রয় করলে তা ব্যবসার পন্য হিসেবে গন্য হবে। চাই তা স্থাবর সম্পত্তি হোক বা অস্থাবর কোন পন্য এবং তা যাকাত বলে বিবেচিত হবে। যেমন ,কেউ একটি জমি বিক্রির উদ্দ্যেশ্যে ক্রয় করলো,তা ব্যবসা পন্যের অন্তর্ভুক্ত হবে।এমনিভাবে দোকান বা কারখানার বিক্রির মালামাল এবং মজুদকৃত কাচামাল সবই যাকাতযোগ্য সম্পদ। অবশ্য ব্যবসার উপকরনসামগ্রী যাকাতযোগ্য সম্পদ নয় । যেমন, অফিস, কারখানা, মেশিনারিজ, অফিস ও কারখানার কাজে ব্যবহৃত গাড়ি ও আসবাবপত্র। এছাড়া ভাড়ার জন্য বাড়ি,গাড়িও এ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত।

যে সকল মালের যাকাত ফরয

আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বান্দাদেরকে ধন-সম্পদ দান করেছেন এবং সেই সম্পদের কিছু অংশ গরীবদের জন্য নির্ধারণ করেছেন। তবে সকল সম্পদের উপর যাকাত ফরয করেননি। বরং পাঁচ প্রকার মালের যাকাত আদায় করার নির্দেশ এসেছে। যা নিম্নরূপ-

(১) بهيمة الأنعام **তথা গৃহপালিত পশু :** কারো নিকট গৃহপালিত পশু নিছাব পরিমাণ থাকলে তার উপর যাকাত আদায় করা ফরয। আর তা হল, (ক) উট, (খ) গরু ও (ঘ) ছাগল, ভেড়া ও দুম্বা।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَا مِنْ رَجُلٍ تَكُوْنُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ لاَ يُؤَدِّى حَقَّهَا إِلاَّ أُتِىَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا تَكُوْنُ وَأَسْمَنَهُ، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُوْنِهَا، كُلَّمَا جَازَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُوْلاَهَا، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ-

‘প্রত্যেক উট, গরু ও ছাগলের অধিকারী ব্যক্তি যে তার যাকাত আদায় করবে না, নিশ্চয়ই ক্বিয়ামতের দিন তাদেরকে আনা হবে বিরাটকায় ও অতি মোটাতাজা অবস্থায়। তারা দলে দলে তাকে মাড়াতে থাকবে তাদের ক্ষুর দ্বারা এবং মারতে থাকবে তাদের শিং দ্বারা। যখনই তাদের শেষ দল অতিক্রম করবে, পুনরায় প্রথম দল এসে তার সাথে এরূপ করতে থাকবে, যাবৎ না মানুষের বিচার ফায়ছালা শেষ হয়ে যায়। (*বুখারী হা/১৪৬০,)*

(২) النقدان **তথা স্বর্ণ ও রৌপ্য :** কারো নিকট নিছাব পরিমাণ স্বর্ণ ও রৌপ্য থাকলে অথবা এর সমপরিমাণ অর্থ থাকলে তার উপর যাকাত ফরয।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ -يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ-

‘যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সুসংবাদ দাও। যেদিন জাহান্নামের অগ্নিতে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেওয়া হবে। সেদিন বলা হবে, এটা তাই, যা তোমরা নিজেদের জন্য সঞ্চয় করতে। সুতরাং তোমরা যা সঞ্চয় করেছিলে তা আস্বাদন কর’ (তওবা ৯/৩৪-৩৫)।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلاَ فِضَّةٍ لاَ يُؤَدِّى مِنْهَا حَقَّهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحَ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِىَ عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِيْنُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيْدَتْ لَهُ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيُرَى سَبِيْلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ-

আবু হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'প্রত্যেক স্বর্ণ ও রৌপ্যের মালিক যে তার হক (যাকাত) আদায় করে না, নিশ্চয়ই ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য আগুনের বহু পাত তৈরী করা হবে এবং সে সমুদয়কে জাহান্নামের আগুনে গরম করা হবে এবং তার পাঁজর, কপাল ও পিঠে দাগ দেওয়া হবে। যখনই তা ঠান্ডা হয়ে যাবে তখন পুনরায় তাকে গরম করা হবে (তার সাথে এরূপ করা হবে) সে দিন, যার পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাযার বছরের সমান। (তার এ শাস্তি চলতে থাকবে) যতদিন না বান্দাদের বিচার নিষ্পত্তি হয়। অতঃপর সে তার পথ ধরবে, হয় জান্নাতের দিকে, না হয় জাহান্নামের দিকে'।

(মুসলিম হা/৯৮৭; মিশকাত হা/১৭৭৩)

(৩) عروض التجارة **তথা ব্যবসায়িক মাল :** যে সকল মাল লাভের আশায় ক্রয়-বিক্রয় করা হয় সে সকল মালের যাকাত ফরয। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُوْا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيْهِ إِلاَّ أَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ-

'হে মুমিনগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি যা ভূমি হতে তোমাদের জন্য উৎপাদন করে দেই তন্মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় কর এবং এর নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার সংকল্প কর না; অথচ তোমরা তা গ্রহণ করবে না, যদি না তোমরা চোখ বন্ধ করে থাক। আর জেনে রেখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত' (বাক্বারাহ ২/২৬৭)।

অত্র আয়াতে বর্ণিত مَا كَسَبْتُمْ অর্থাৎ 'তোমরা যা উপার্জন কর' দ্বারা ব্যবসায়িক মালকে বুঝানো হয়েছে।

(৪) الحبوب والثمار **তথা শস্য ও ফল :** অর্থাৎ যে সকল শস্য ও ফল গুদামজাত করা যায় এবং ওযনে বিক্রি হয় সে সকল শস্য ও ফলের যাকাত ফরয। যেমন- গম, যব, খেজুর, কিসমিস ইত্যাদি। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তিনিই লতা ও বৃক্ষ-উদ্যানসমূহ সৃষ্টি করেছেন

এবং খেজুর বৃক্ষ, বিভিন্ন স্বাদ বিশিষ্ট খাদ্যশস্য, যায়তুন ও ডালিম সৃষ্টি করেছেন- এগুলি একে অপরের সদৃশ এবং বিসদৃশও। যখন তা ফলবান হয় তখন তার ফল আহার করবে আর ফসল তুলবার দিনে তার হক (যাকাত) প্রদান করবে এবং অপচয় করবে না; নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদেরকে ভালবাসেন না' (আন'আম ৬/১৪১)।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُوْنُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِىَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ-

'বৃষ্টি ও ঝর্ণার পানি দ্বারা সিক্ত ভূমিতে উৎপাদিত ফসল বা নালার পানিতে উৎপন্ন ফসলের উপর 'ওশর' (দশ ভাগের এক ভাগ) যাকাত ওয়াজিব। আর সেচ দ্বারা উৎপাদিত ফসলের উপর 'অর্ধ ওশর' (বিশ ভাগের এক ভাগ) যাকাত ওয়াজিব' (*মিশকাত হা/১৭৯৭।)*

(৫) المعادن والركاز **তথা খনিজ ও মাটির ভেতরে লুক্কায়িত সম্পদ :** المعادن হল খনিজ সম্পদ, যা আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য সৃষ্টি করে মাটির নিচে রেখেছেন। যেমন- স্বর্ণ, রৌপ্য, তামা ইত্যাদি। আর الركاز হল পূর্ববর্তী যুগের মানুষের রাখা সম্পদ, যা মানুষ মাটির ভেতরে পেয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

'হে মুমিনগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি যা ভূমি হতে তোমাদের জন্য উৎপাদন করে দেই তন্মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় কর' (বাক্বারাহ ২/২৬৭)।

অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, ভূমি হতে উৎপাদন বলতে শস্য, খনিজ সম্পদ ও মানুষের লুকিয়ে রাখা সম্পদকে বুঝানো হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِىْ الرِّكَازِ الْخُمُسُ-

'চতুষ্পদ জন্তুর আঘাত দায়মুক্ত। কূপ (খননে শ্রমিকের মৃত্যুতে মালিক) দায়মুক্ত, খনি (খননে কেউ মারা গেলে মালিক) দায়মুক্ত। রিকাযে (মানুষের লুক্কায়িত সম্পদ) এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব। (*বুখারী হা/১৪৯৯,)*

যাকাতের নেসাব

স্বর্ণের ক্ষেত্রে যাকাতের নিসাব হল বিশ মিসকাল। আধুনিক হিসাবে সাড়ে সাত ভরি.
রুপার ক্ষেত্রে নিসাব হল দু'শ দিরহাম। আধুনিক হিসাবে সাড়ে বায়ান্ন তোলা।এ পরিমাণ সোনা-রুপা থাকলে যাকাত দিতে হবে।

প্রয়োজনের থেকে বেশি টাকা-পয়সা বা বাণিজ্য-দ্রব্যের মূল্য যদি সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার সমপরিমাণ হয় তাহলে যাকাতের নিসাব পূর্ণ হয়েছে ধরা হবে এবং এর যাকাত দিতে হবে।

যদি সোনা-রুপা, টাকা-পয়সা কিংবা বাণিজ্য-দ্রব্য- এগুলোর কোনোটি পৃথকভাবে নিসাব পরিমাণ না থাকে, কিন্তু এসবের একাধিক সামগ্রী এ পরিমাণ রয়েছে, যা একত্র করলে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার সমমূল্য বা তার চেয়ে বেশি হয় তাহলে এক্ষেত্রে সকল সম্পদ হিসাব করে যাকাত দিতে হবে।

কিছু দৃষ্টান্তঃ

- কারো কাছে নিসাবের কম সোনা এবং নিসাবের কম রুপা আছে, কিন্তু যে পরিমাণ সোনা আছে তার মূল্য মজুদ রুপার সাথে যোগ করলে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার সমমূল্য হয় বা তার চেয়ে বেশি হয়। তাহলে সোনা-রুপার মূল্য হিসাব করে যাকাত আদায় করতে হবে।

- কারো কাছে কিছু স্বর্ণালংকার আর কিছু উদ্বৃত্ত টাকা কিংবা বাণিজ্যদ্রব্য আছে যা একত্র করলে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার সমমূল্য বা তার চেয়ে বেশি হয়। এর যাকাত দিতে হবে।

- কারো কাছে নিসাবের কম রুপা আর কিছু উদ্বৃত্ত টাকা বা বাণিজ্যদ্রব্য আছে যা একত্র করলে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার সমমূল্য বা তার চেয়ে বেশি হয়। এরও যাকাত দিতে হবে।

- নিসাবের অতিরিক্ত সোনা-রুপা, টাকা-পয়সা ও বাণিজ্যদ্রব্যের যাকাত আনুপাতিক হারে দিতে হবে।

- কারো কাছে সোনা-রুপা, টাকা-পয়সা কিংবা বাণিজ্যদ্রব্য পৃথকভাবে বা সম্মিলিতভাবে নিসাব পরিমাণ ছিল, বছরের মাঝে এ জাতীয় আরো কিছু সম্পদ কোনো সূত্রে পাওয়া

গেল এক্ষেত্রে নতুন প্রাপ্ত সম্পদ পুরাতন সম্পদের সঙ্গে যোগ হবে এবং পুরাতন সম্পদের বছর পূর্ণ হওয়ার পর সমুদয় সম্পদের যাকাত দিতে হবে। বছরের মাঝে যা যোগ হয়েছে তার জন্য পৃথক বছর পূর্ণ হওয়া লাগবে না।

- বছরের শুরু ও শেষে নিসাব পূর্ণ থাকলে যাকাত আদায় করতে হবে। মাঝে নিসাব কমে যাওয়া ধর্তব্য নয়। অবশ্য বছরের মাঝে সম্পূর্ণ সম্পদ নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর পুনরায় যদি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয় তবে ঐ সময় থেকে নতুন করে বছরের হিসাব আরম্ভ হবে এবং এক বছর পূর্ণ হওয়ার পর যাকাত আদায় করতে হবে।

সোনা রুপার সাথে অন্য সম্পদ একত্র করে নেসাব পরিমান হওয়াঃ

সোনার নেসাব সাড়ে সাত ভরি। রুপার নেসাব সাড়ে বাহান্ন ভরি। সোনা ও রুপার সাথে যাকাতযোগ্য অন্য কোন সম্পদ না থাকলে যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য সাড়ে সাত ভরি সোনা এবং সাড়ে বাহান্ন ভরি রুপা থাকা জরুরি। এছাড়া যাকাত ফরজ হবেনা।

যেমন কারো কাছে শুধু চার ভরি সোনা আছে । এক্ষেত্রে এই চার ভরি সোনার মুল্য রুপার নেসাবের সমপরিমান হলেও যাকাত ফরজ হবেনা। মূল্য তখন ধর্তব্য হবে যখন সোনার সাথে রুপা বা নগদ টাকা বা ব্যবসার পন্য থাকে। আর এখানে মুল্যটা বাজার মুল্য হিসেবে ধরা হবে।

বিভিন্ন প্রকার যাকাতের বিস্তারিত বর্ননাঃ

অলংকারের যাকাতঃ

অলংকার দুই প্রকারঃ

প্রথম প্রকার- দুটি নগদ মুদ্রা ।অর্থাৎ স্বর্ন ও রুপা। স্বর্ন রুপার যাকাত সম্পর্কে আহলে ইলমগন একাধিক মতামত পোষন করেছেন। কেউ ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন দেখতে হবে , স্বর্ন-রুপা সাজ সজ্জা ও সৌন্দর্য গ্রহন করার জন্য নাকি সঞ্চয় করে রাখার জন্য,নাকি ব্যবসা বা অন্য কোণ কাজের জন্য। অধিক বিশুদ্ধ মত হচ্ছে নেসাব পরিমান স্বর্ন ও রুপার উপর হিজরী এক বছর পুর্ন হলে যাকাত ওয়াজিব হবে, যে উদ্দ্যেশ্যেই তা গ্রহন করুক না কেন। কারন যাকাত ওয়াজিব হওয়ার দলীল সর্বপ্রকার সোনা রুপাকে শামিল করে। কোন প্রকার সোনা রুপা যাকাত থেকে বাদ দেয়া হয়নি। তাই বলে যারা বলেন ব্যবহার করা সোনা রুপার উপর যাকাত ফরজ নয় ,তাদের কথাকে মুল্যহীন জ্ঞান করা যাবেনা। যেহেতু এটি আলিমদের মাঝে বিরোধপুর্ন মাসআলা , তাতে দ্বীমত করার সুযোগ আছে।

নারীর মালিকানাধীন স্বর্ন-রুপার ওপর হিজরি এক বছর পুর্ন হলে যাকাত ওয়াজিব হবে। যদি তার নিকট যাকাত দেওয়ার অর্থ না থাকে ,যাকাত পরিমান অলংকার বিক্রি করে যাকাত দিতে হবে। কেউ যদি তাকে যাকাতের ক্ষেত্রে সাহায্য করে , যেমন স্বামী বা নিকট আত্মীয় তবে তাতে কোন সমস্যা নেই।

ব্যবহৃত অলংকারের যাকাত:

ব্যবসায়িক স্বর্ণ অর্থাৎ যে স্বর্ণ ব্যবসার উদ্দেশ্যে গচ্ছিত রাখা হয়েছে সে স্বর্ণের যাকাত ফরয এবং হারাম কাজে ব্যবহৃত স্বর্ণ যেমন পুরুষের ব্যবহৃত স্বর্ণ এবং কোন প্রাণীর আকৃতিতে বানানো নারীর অলংকার যা ব্যবহার করা হারাম, এরূপ ব্যবহৃত স্বর্ণেরও যাকাত ফরয। এ

ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম ঐক্যমত পোষণ করেছেন। কারণ স্বর্ণের এরূপ ব্যবহার অপ্রয়োজনীয়।

পক্ষান্তরে বৈধ পন্থায় নারীর ব্যবহৃত অলংকারের যাকাত ফরয কি-না? এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। তবে ছহীহ মত হল, নারীর ব্যবহৃত অলংকারে যাকাত ফরয। নারীর ব্যবহারিক অলংকারের যাকাত সম্পর্কে হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا وَفِيْ يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيْظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهَا أَتُعْطِيْنَ زَكَاةَ هَذَا قَالَتْ لاَ قَالَ أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ قَالَ فَخَلَعَتْهُمَا فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَتْ هُمَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُوْلِهِ-

আমর ইবনু শু'আইব (রাঃ) হতে বর্ণিত, এক মহিলা তার কন্যাসহ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে আসলেন। তার কন্যার হাতে মোটা দু'টি স্বর্ণের বালা ছিল। তিনি তাকে বললেন, তুমি কি এর যাকাত দাও? মহিলাটি বললেন, না। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি কি পসন্দ কর যে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা এর পরিবর্তে তোমাকে এক জোড়া আগুনের বালা পরিধান করান? রাবী বলেন, একথা শুনে মেয়েটি তার হাত থেকে তা খুলে নবী (ছাঃ)-এর সামনে রেখে দিয়ে বলল, এ দু'টি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য।

(*আবূদাউদ হা/১৫৬৩, 'যাকাত' অধ্যায়, 'গচ্ছিত সম্পদ ও অলংকারের যাকাত' অনুচ্ছেদ, সনদ হাসান।)*

অন্য হাদীছে বর্ণিত আছে, মা আয়েশা (রাঃ) বলেন,

دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرَأَى فِيْ يَدِيْ فَتَخَاتٍ مِنْ وَرِقٍ فَقَالَ مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ فَقُلْتُ صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ أَتُؤَدِّيْنَ زَكَاتَهُنَّ قُلْتُ لاَ أَوْ مَا شَاءَ اللهُ قَالَ هُوَ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ-

'একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার নিকট উপস্থিত হয়ে আমার হাতে রূপার বড় বড় আংটি দেখতে পান এবং বলেন, হে আয়েশা! এটা কি? আমি বললাম, হে রাসূল (ছাঃ)! আপনার উদ্দেশ্যে সৌন্দর্য্য বর্ধনের জন্য তা তৈরী করেছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি এর যাকাত দাও? আমি বললাম, না অথবা আল্লাহর যা ইচ্ছা ছিল। তিনি বললেন, তোমাকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট। (*আবূদাউদ হা/১৫৬৫, সনদ ছহীহ।)*

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ قَالَتْ دَخَلْتُ أَنَا وَخَالَتِيْ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهَا أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَنَا أَتُعْطِيَانِ زَكَاتَهُ قَالَتْ فَقُلْنَا لاَ قَالَ أَمَا تَخَافَانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللهُ أَسْوِرَةً مِنْ نَارٍ أَدِّيَا زَكَاتَهُ-

আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ও আমার খালা হাতে স্বর্ণের বালা পরিহিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দরবারে প্রবেশ করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে বললেন, তোমরা এর যাকাত দাও কি? তিনি বলেন, তখন আমরা বললাম, না। তখন তিনি (ছাঃ) বললেন, ‘তোমরা কি ভয় কর না যে, এর পরিবর্তে আল্লাহ তা‘আলা আগুনের বালা পরিধান করাবেন। সুতরাং তোমরা যাকাত আদায় কর’।

(*মুসনাদে আহমাদ হা/২৭৬৫৫; ছহীহ তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৭৭০, সনদ ছহীহ লিগায়রিহি (হাসান)।)*

ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন,

سَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ عَنْ حُلِيٍّ لَهَا أَفِيْهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَزَكِّيْهِ، قَالَتْ إِنَّ فِيْ حِجْرِيْ أَيْتَامًا فَأَدْفَعُهُ إِلَيْهِمْ؟ قَالَ نَعَمْ-

‘এক মহিলা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন যে, অলংকারের যাকাত দিতে হবে কি? তিনি বললেন, যদি তা দুইশত দিরহামে পৌঁছে, তাহলে তার যাকাত আদায় করবে। মহিলাটি বললেন, আমার ঘরে কতিপয় ইয়াতীম রয়েছে, তাদেরকে কি (যাকাত) প্রদান করতে পারব? তিনি বললেন, হ্যাঁ’

(*মুছান্নাফ আব্দুর রায্যাক ৪/৮৩ পৃঃ; মু‘জামুল কাবীর লিত ত্বাবারানী ৯/৩৭১ পৃঃ; সনদ ছহীহ লিগায়রিহি।)*

আয়েশা (রাঃ) বলেন, لاَ بَأْسَ بِلُبْسِ الْحُلِيِّ إِذَا أَعْطَى زَكَاتَه ‘অলংকার পরিধানে কোন সমস্যা নেই, যদি তার যাকাত দেওয়া হয়’।

(*দারাকুত্বনী ২/১০৭ পৃঃ; বায়হাক্বী ৪/১৩৯ পৃঃ; সনদ হাসান।)*

উপরোল্লিখিত হাদীছ ও আছার সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নারীর ব্যবহৃত অলংকার নিছাব পরিমাণ হলে যাকাত দিতে হবে।

নারীর ব্যবহৃত অলংকারে যাকাত ফরয নয় মর্মে পেশকৃত দলীলের জবাব:

কিছু সংখ্যক বিদ্বান নারীর ব্যবহৃত অলংকারে যাকাত ফরয নয় বলে মত পোষণ করেছেন এবং তাদের মতের স্বপক্ষে কতিপয় দলীল পেশ করেছেন। নিম্নে সেই দলীলগুলো উল্লেখ করতঃ তার জবাব দেওয়া হল।

প্রথম দলীল : আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) বলেন, لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ 'অলংকারের যাকাত নেই' (*.তিরমিযী হা/৬৩৬; দারাকুত্বনী ২/১০৭ পৃঃ।)*

জবাব : প্রথমত হাদীছটি যঈফ। ইমাম দারাকুত্বনী হাদীছটিকে যঈফ বলেছেন। (*নাছবুর রিওয়ায়া ২/৩৪৭ পৃঃ।)*

ইমাম বায়হাক্বী হাদীছটিকে ভিত্তিহীন বলেছেন। (*মা'রেফাতুস সুনান ওয়াল আছার ৩/২৯৮ পৃঃ।)*

নাছিরুদ্দীন আলবানীও হাদীছটিকে যঈফ এমনকি বাতিল বলে উল্লেখ করেছেন। (*যঈফুল জামে' হা/৪৯০৬; ইরওয়াউল গালীল হা/৮১৭।)*

অতএব উক্ত হাদীছটি যঈফ বলে দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়।

দ্বিতীয়তঃ হাদীছটি উপরোল্লিখিত ছহীহ হাদীছ ও আছার সমূহের বিরোধী হওয়ায় তা পরিত্যাজ্য।

দ্বিতীয় দলীল : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ 'তোমরা তোমাদের অলংকার দ্বারা হলেও যাকাত আদায় কর'। (*.বুখারী হা/১৪৬৬; মুসলিম হা/১০০০; মিশকাত হা/১৮০৮।)*

অলংকারের যাকাত ফরয হলে রাসূল (ছাঃ) 'তোমাদের অলংকার দ্বারা হলেও' না বলে বলতেন 'তোমাদের অলংকারের যাকাত আদায় কর'।

জবাব : অত্র হাদীছ ব্যবহৃত অলংকারের যাকাত ফরয না হওয়া প্রমাণ করে না। কেননা যদি কেউ কারো ব্যয়ভার বহন করার লক্ষ্যে এমন অর্থ প্রদান করে, যা নিছাব পরিমাণ হয়। অতঃপর সে যদি বলে, তুমি যাকাত আদায় করবে যদিও তোমাকে প্রদানকৃত অর্থ থেকে হয়। তার এরূপ কথা যেমন উক্ত অর্থের যাকাত ফরয না হওয়া প্রমাণ করে না, তেমনি উল্লিখিত হাদীছ দ্বারাও ব্যবহৃত অলংকারের যাকাত ফরয না হওয়া প্রমাণ করে না। (*মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন, শারহুল মুমতে ৬/১৩০ পৃঃ।)*

তৃতীয় দলীল : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فَرَسِهِ صَدَقَةٌ 'মুসলিমের উপর তার দাস ও ঘোড়ার যাকাত নেই'। (*বুখারী হা/১৪৬৪; মুসলিম হা/৯৮২।)*

দাস এবং ঘোড়া মানুষের প্রয়োজনীয় বস্তু হওয়ায় যাকাত ফরয নয়। তেমনি নারীর ব্যবহৃত অলংকার প্রয়োজনীয় বস্তু হওয়ায় যাকাত ফরয নয়।

জবাব : নারীর ব্যবহৃত অলংকারকে দাস ও ঘোড়ার উপর ক্বিয়াস করা দু'টি কারণে সঠিক নয়। (ক) উক্ত ক্বিয়াস উপরোল্লিখিত ছহীহ হাদীছ সমূহের বিরোধী। আর ছহীহ হাদীছ বিরোধী ক্বিয়াস গ্রহণযোগ্য নয়। (খ) উক্ত ক্বিয়াস অসামঞ্জস্যপূর্ণ। কেননা মৌলিক দিক থেকে স্বর্ণ ও রৌপ্যের যাকাত ফরয। পক্ষান্তরে দাস ও ঘোড়ার যাকাত ফরয নয়। অতএব মৌলিক দিক থেকে যাকাত ফরয নয় এমন বস্তুর সাথে যাকাত ফরয হওয়া বস্তুর ক্বিয়াস করা সঠিক নয়। (*মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন, শারহুল মুমতে ৬/১৩০ পৃঃ।)*

চতুর্থ দলীল : নারীর ব্যবহৃত অলংকার বর্ধনশীল নয়। অতএব অবর্ধনশীল বস্তুর যাকাত ফরয নয়।

জবাব : স্বর্ণ ও রৌপ্যের যাকাত ফরয হওয়ার জন্য বর্ধনশীল হওয়া শর্ত নয়। যেমন কেউ যদি তার নিকট নিছাব পরিমাণ টাকা জমা করে রাখে, যা দিয়ে সে কোন ব্যবসা করে না। বরং সেই টাকা থেকে শুধু খায় ও পান করে। তবুও তার উপর যাকাত ফরয। অতএব ব্যবহৃত অলংকার বর্ধনশীল না হলেও তার উপর যাকাত ফরয।

দ্বিতীয় প্রকার: স্বর্ন-রুপা ব্যতীত অন্যান্য বস্তু যেমন হীরা, মুক্তা, ইয়াকুত ,মোতি, ইত্যাদি বস্তুর যাকাত ওয়াজিব হয়না। তার মূল্য যাই হোক। তবে ব্যবসার জন্য হলে ব্যবসায়ী পন্য হিসেবে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে।

স্বর্ণ ও রৌপ্যের যাকাত ফরয হওয়ার দলীল:

স্বর্ণ ও রৌপ্য খনিজ সম্পদের অন্যতম। এ সম্পদের অপ্রতুলতা ও শ্রেষ্ঠত্বের কারণে প্রাচীনকাল থেকেই বহু জাতি এ দু'টি ধাতু দ্বারা মুদ্রা তৈরী করেছে ও দ্রব্যমূল্যের মান হিসাবে গ্রহণ করেছে। এ কারণে ইসলামী শরী'আত স্বর্ণ ও রৌপ্যের উপর বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তার উপর যাকাত ফরয করেছে। আর যাকাত অনাদায়ে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রেখেছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ -يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ-

'যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সুসংবাদ দাও। সেদিন জাহান্নামের অগ্নিতে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেওয়া হবে আর বলা হবে, এটাই তা, যা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করতে। সুতরাং তোমরা যা পুঞ্জীভূত করেছিলে তা আস্বাদন কর' *(তওবা ৯/৩৪-৩৫)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلاَ فِضَّةٍ لاَ يُؤَدِّى مِنْهَا حَقَّهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحَ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِىَ عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِيْنُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيْدَتْ لَهُ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيُرَى سَبِيْلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ-

'প্রত্যেক স্বর্ণ ও রৌপ্যের মালিক যে তার হক (যাকাত) আদায় করে না, ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য আগুনের বহু পাত তৈরী করা হবে এবং সে সমুদয়কে জাহান্নামের আগুনে গরম

করা হবে। অতঃপর তার পাঁজর, কপাল ও পিঠে দাগ দেওয়া হবে। যখনই তা ঠান্ডা হয়ে যাবে তখন পুনরায় তাকে গরম করা হবে। (তার সাথে এরূপ করা হবে) সেদিন, যার পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাযার বছরের সমান। (তার এ শাস্তি চলতে থাকবে) যতদিন না বান্দাদের বিচার নিষ্পত্তি হয়। অতঃপর সে তার পথ ধরবে, হয় জান্নাতের দিকে, না হয় জাহান্নামের দিকে'। (*মুসলিম হা/৯৮৭; মিশকাত হা/১৭৭৩, 'যাকাত' অধ্যায়)*

স্বর্ণ ও রৌপ্যের নিছাব:

কারো নিকটে ইসলামী শরী'আত কর্তৃক নির্ধারিত নিছাব পরিমাণ স্বর্ণ ও রৌপ্য থাকলেই কেবল তার উপর যাকাত ফরয। এ দু'টি ধাতুর নিছাব নিম্নে উল্লেখ করা হল,

স্বর্ণের নিছাব : এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَىْءٌ يَعْنِيْ فِيْ الذَّهَبِ حَتَّى يَكُوْنَ لَكَ عِشْرُوْنَ دِيْنَارًا فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُوْنَ دِيْنَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيْهَا نِصْفُ دِيْنَارٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ-

'বিশ দ্বীনারের কম স্বর্ণে যাকাত ফরয নয়। যদি কোন ব্যক্তির নিকট ২০ দ্বীনার পরিমাণ স্বর্ণ এক বছর যাবৎ থাকে তবে এর জন্য অর্ধ দ্বীনার যাকাত দিতে হবে। এরপরে যা বৃদ্ধি পাবে তার হিসাব ঐভাবেই হবে' ।

(*আবূদাউদ হা/১৫৭৩, 'যাকাত' অধ্যায়, আলবানী, সনদ ছহীহ।)*

উল্লেখ্য যে, হাদীছে বর্ণিত ১ দ্বীনার সমান ৪.২৫ গ্রাম স্বর্ণ। অতএব ২০ দ্বীনার সমান ২০ × ৪.২৫ = ৮৫ গ্রাম স্বর্ণ। ১ ভরি সমান ১১.৬৬ গ্রাম হলে, ৮৫ ÷১১.৬৬ = ৭.২৯ ভরি বা ৭ ভরী ৫ আনা ৫ রতী স্বর্ণ। অর্থাৎ কারো নিকটে উল্লিখিত পরিমাণ স্বর্ণ এক বছর যাবৎ থাকলে তার উপর উক্ত স্বর্ণের বর্তমান বিক্রয় মূল্যের হিসাবে মোট সম্পদের ২.৫০% যাকাত দেওয়া ফরয।

খাদ সহ স্বর্ণের নিছাব: বর্তমান বাজারে স্বর্ণ ক্রয়-বিক্রয়ের সময় খাদ বাদ দিয়ে ওজন করা হয় না; বরং খাদ সহ ওজন করা হয়। অতএব খাদ সহ স্বর্ণ নিছাব পরিমাণ হলে তার উপর যাকাত ফরয।

রৌপ্যের নিছাব : রৌপ্যের নিছাব উল্লেখ করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

وَلاَ فِيْ أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ-

'পাঁচ উকিয়ার কম পরিমাণ রৌপ্যে যাকাত নেই'।

(*বুখারী হা/১৪৮৪, 'যাকাত' অধ্যায়, মুসলিম হা/৯৭৯; মিশকাত হা/১৭৯৪।)*

উল্লেখ্য, ১ উকিয়া সমান ৪০ দিরহাম। অতএব ৫ উকিয়া সমান ৪০×৫=২০০ দিরহাম।

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

هَاتُوْا رُبْعَ الْعُشُوْرِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ حَتَّى تَتِمَّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيْهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ-

'তোমরা প্রতি ৪০ দিরহামে ১ দিরহাম যাকাত আদায় করবে। ২০০ দিরহাম পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের প্রতি কিছুই ফরয নয়। ২০০ দিরহাম পূর্ণ হলে এর যাকাত হবে পাঁচ দিরহাম এবং এর অতিরিক্ত হলে তার যাকাত উপরোক্ত হিসাব অনুযায়ী প্রদান করতে হবে'।

(*আবূদাঊদ হা/১৫৭২, 'যাকাত' অধ্যায়, আলবানী, সনদ ছহীহ।)*

অত্র হাদীছে বর্ণিত ২০০ দিরহাম সমান ৫৯৫ গ্রাম রৌপ্য। ১ ভরি সমান ১১.৬৬ গ্রাম হলে ৫৯৫ গ্রাম সমান ৫৯৫ ÷ ১১.৬৬ = ৫১.০২ ভরি রৌপ্য হয়। উক্ত পরিমাণ রৌপ্য কারো নিকটে এক বছর যাবৎ থাকলে তার উপর বর্তমান বিক্রয় মূল্যের হিসাবে মোট সম্পদের ২.৫০% যাকাত আদায় করা ফরয।

সোনার যাকাত দেয়ার নিয়মঃ

ব্যক্তির মালিকানায় যে ক্যারেট স্বর্ন রয়েছে সেই ক্যারেটের এক গ্রাম স্বর্নের বাজার দর জানবে প্রথমে।যদি একাধিক ক্যারেটের স্বর্ন থাকে তাহলে যে ক্যারেটের স্বর্ন বেশি আছে তার বাজার দর জানবে। অতঃপর এক গ্রাম স্বর্নের মূল্যকে তার নিকট যত গ্রাম স্বর্ন আছে তার সংখ্যা দিয়ে পুরন দিবে। এভাবে স্বর্নের গ্রামকে মুদ্রায় পরিনত করবে। অতঃপর ক্যালকুলেটর দিয়ে মোট মূল্য থেকে ২.৫% বের করবে । যে অংক আসবে তাই স্বর্নের যাকাত।

উদাহরনঃ কেউ ২১ ক্যারেট ১০০ গ্রাম স্বর্নের মালিক , সে তার যাকাত বের করার জন্য প্রথমে ২১ ক্যারেট স্বর্নের বাজার দর জানবে। যদি এক গ্রাম স্বর্নের দাম হয় ১০,০০০ টাকা, যাকাতের হিসাব হবে নিম্নরুপ-

১০০ (গ্রাম স্বর্ন)*১০,০০০ (টাকা ,যা একগ্রাম স্বর্ণের মুল্য)*২.৫% (যাকাত) অর্থাৎ ১০০*১০,০০০*২.৫% = ২৫০০০ টাকা ।

রুপার যাকাত বের করার নিয়মঃ

ব্যক্তির মালিকানায় যে ক্যারেট রুপা রয়েছে সেই ক্যারেটের এক গ্রাম স্বর্নের বাজার দর জানবে প্রথমে।যদি একাধিক ক্যারেটের রূপা থাকে তাহলে যে ক্যারেটের রূপা বেশি আছে তার বাজার দর জানবে। অতঃপর যত গ্রাম রূপা তার মালিকানায় রয়েছে তার সংখ্যা দিয়ে এক গ্রাম রুপার বাজারদরকে গুন দিবে। গুনফল থেকে ২.৫% যাকাত বের করবে। যে অংক বের হবে সেটি রুপার যাকাত।

উদাহরনঃ কেউ ৬০০ গ্রাম রুপার মালিক, সে যখন তার যাকাত বের করার ইচ্ছা করবে প্রথমে এক গ্রাম ৮০ ক্যারেটের রুপার বাজার দর বের করবে । ধরে নেই এক গ্রাম রুপার মূল্য ১০০ টাকা। তাহলে নিম্নের নিয়মে যাকাত বের করবে-

৬০০ (গ্রাম রূপা)* ১০০ (টাকা ,যা এক গ্রাম রুপার মুল্য)* ২.৫% = ১৫০০ টাকা। অর্থাৎ ১ গ্রাম রুপার মূল্য যদি হয় ১০০ টাকা ,৬০০ গ্রাম রুপার যাকাত আসবে ১৫০০ টাকা।

স্বর্ণ-রুপা দ্বারা উদ্দেশ্য খালিস স্বর্ণ-রুপা, সেটি মুদ্রা হতে পারে, যেমন স্বর্ণের জুনাই বা পরিশোধিত স্বর্নও হতে পারে যা দিয়ে এখনো গহনা তৈরি করা হয়নি। অনুরুপ আকরিক অর্থাৎ অশোধিত স্বর্ণ-রুপার বিধান।

মাসআলাঃ কেউ স্বর্ণ-রূপা দুটি বস্তুর মালিক ,একটিও নেসাব পরিমান নয়, সেকি স্বর্ণ রূপা জমা করবে ? অর্থাৎ স্বর্ণ রুপার বাজারদর যোগ করে যদি দেখে শুধু স্বর্ণ বা শুধু রুপার নিসাব বরাবর হয় ,তার কি যাকাত দেয়া ওয়াজিব?

আহলে ইলমদের বিশুদ্ধ মতানুযায়ী , এই অবস্থায় স্বর্ণের সাথে রূপা যোগ করা জরুরি নয়। স্বর্ণ বা রূপা কারো উপর যাকাত ওয়াজিব হবেনা যতক্ষন না স্বতন্ত্রভাবে স্বর্ণ বা রূপা যাকাতের নেসাব বরাবর হবে। কেননা স্বর্ণ ও রূপা দুটি স্বতন্ত্র বস্তু। একটির সাথে অপরটি যোগ করে নেসাব পুর্ন করার কোন দলীল নেই।

এ কথা নগদ অর্থের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় ,অর্থাৎ কেউ যদি নগদ অর্থের মালিক হয় ,যাকাতের নেসাব পুর্ন করার জন্য স্বর্ন বা রূপা বা ব্যবসায়ী পন্যের সাথে নগদ অর্থ যোগ করা জরুরি। কারন যাকাতের সম্পদ বলতে যা বুঝানো হয় ,অলংকার,নগদ অর্থ, ও ব্যবসায়ী পন্য তার অন্তর্ভুক্ত। এ কথার অর্থ স্বর্ণের যাকাত টাকা দিয়ে, টাকার যাকাত স্বর্ন দিয়ে আদায় করা বৈধ। কারন একটি অপরটির প্রতিনিধিত্ব করে।

অতএব কারো নিকট যদি নগদ অর্থ ও স্বর্ণ থাকে ,একটির সাথে অপরটি যোগ করা জরুরি। অর্থাৎ স্বর্ণকে টাকার অংকে নিয়ে আসবে। অতঃপর নগদ অর্থ ও স্বর্নের মূল্য হিসাব করবে।যদি নেসাব পরিমান হয় উভয়ের যাকাত দিবে। অর্থাৎ যৌথভাবে স্বর্ণ ও নগদ অর্থের যাকাত দিবে, যদি তার উপর হিজরী এক বছর পুর্ন হয়। অনুরুপ যদি কারো নিকট নগদ অর্থ ও রূপা থাকে অথবা নগদ অর্থ, স্বর্ণ ও রূপা থাকে ,সে স্বর্ণ ও রুপার মূল্য ও নগদ অর্থ যোগ করে যাকাত দিবে।

তবে একটি বিষয় স্বরন রাখবে যে, এক বস্তু থেকে একই বছর দুইবার যাকাত গ্রহন করা যাবেনা।

নগদ অর্থের যাকাত:

প্রাথমিক যুগের মানুষ নগদ অর্থ বলতে কিছুই জানত না। তারা পণ্যের বিনিময়ে পণ্য লেনদেন করত। তারপর ধীরে ধীরে নগদ অর্থের ব্যবহার শুরু হয়েছে। সাথে সাথে স্বর্ণ ও রৌপ্য বিশেষ বস্তু হিসাবে গৃহীত হয়েছে। যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রেরিত হলেন, তৎকালীন আরব সমাজ স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রার মাধ্যমে নিজেদের মধ্যকার ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন করত। স্বর্ণ দিয়ে তৈরী হত 'দ্বীনার', আর রৌপ্য দিয়ে তৈরী হত 'দিরহাম'। কিন্তু তা ছোট ও বড় হওয়ায় ওযনের তারতম্য হত। এই কারণে জাহেলী যুগে মক্কার লোকেরা তা গণনার ভিত্তিতে ব্যবহার করত না, বরং তারা ওযনের ভিত্তিতে ব্যবহার করত। মূলত এই কারণেই স্বর্ণ ও রৌপ্যের নিছাব যথাক্রমে ২০ দ্বীনার ও ২০০ দিরহামকে ওযনের ভিত্তিতে ৮৫ গ্রাম স্বর্ণ ও ৫৯৫ গ্রাম রৌপ্য ধার্য্য করা হয়েছে।

ব্যাংক নোটের যাকাত

ব্যাংক নোট যেমন ডলার , জুনাই , রিয়াল ও অন্যান্য মুদ্রা যা নগদ অর্থ হিসেবে পরিচিত। অনুরুপ অর্থের বিভিন্ন দলিল যেমন, চেক ,বিল, বিনিয়োগ সার্টিফিকেট ও অন্যান্য কাগজপত্র যার বৈষয়িক মূল্য রয়েছে।

জ্ঞাতব্য যে, ব্যাংক নোট ও চেক মূলত তার মূল্যের দলীল স্বরুপ। অতএব, তার মুল্য যদি নেসাব পরিমান হয় ,হিজরী এক বছর পুর্ন হলে তার উপর যাকাত ওয়াজিব। প্রতি হাজারে পচিশ টাকা যাকাত আসবে।

আরেকটি জিজ্ঞাসাঃ টাকার নিসাবের মানদন্ড কি স্বর্ণ নাকি রুপার মূল্য?

উত্তরঃ রুপার নেসাবের মূল্যকে টাকার নেসাবের মানদন্ড করাই উত্তম। অর্থাৎ ব্যাংক নোট, চেক ও অন্যান্য ডকুমেন্টের মূল্য যদি সাড়ে বাহান্ন ভরি রুপার মূল্য বরাবর হয় আথলে তার উপর যাকাত ওয়াজিব।

এভাবে যাকাত দেয়া উত্তম কয়েকটি কারনে-

প্রথমত, এতে রয়েছে সতর্কতা ও দায় মুক্তি। কেননা হতে পারে আল্লাহর নিকট রুপার মূল্যের ভিত্তিতে যাকাত ওয়াজিব হয়েছে। কারন নিসাব পরিমান রুপার মূল্য নিসাব পরিমান স্বর্ণ অপেক্ষা অনেক কম।

দ্বিতীয়ত, নেসাব পরিমান রুপার মূল্যকে টাকার যাকাতের মানদন্ড নির্ধারন করা হলে গরীবদের উপকার হয়। কারন স্বর্ন অপেক্ষা রুপার মূল্য কম। তাই রুপার নেসাবে যে পরিমান লোকের উপর যাকাত ওয়াজিব হয় , স্বর্ণের নেসাবে সে পরিমান লোকের উপর যাকাত ওয়াজিব হয়না। অতএব, রুপার নেসাবে যাকাত দানকারীর সংখ্যা বাড়বে। ফলে গরীবরা উপকৃত হবে।

তবুও তাদেরকে আমরা তিরষ্কার করিনা যারা দ্বিতীয় মতকে গ্রহন করে স্বর্ণের মূল্য হিসেব করে যাকাত দিবেন। কারন মাসআলাটি আলিমদের মাঝে বিরোধপুর্ন।

অতএব, মালিক যদি রুপার নেসাবের ভিত্তিতে যাকাত দেয় ,প্রথমে রুপার বাজারদর জানবে। উদাহরনস্বরুপ, ৮০ ক্যারেট রুপার বাজার দর জানবে। কারন, ৮০ ক্যারেট রূপা মানুষের মাঝে প্রচলিত ও সচরাচর আদান প্রদান করা হয়। অতঃপর **১** গ্রাম রুপার মূল্যকে **৫৯৫** দিয়ে গুন দিবে , যে অংক আসবে সেটি রুপার নেসাবের মূল্য। এবার দেখবে রুপার

নেসাবের মুল্য ও যাকাত দানকারীর স্বর্ণ,রুপার মূল্য ও নগদ অর্থ বরাবর কিনা। যদি বরাবর বা তার চেয়ে বেশি হয় ,তার উপর যাকাত ওয়াজিব। অর্থাৎ প্রতি হাজার থেকে পচিশ টাকা যাকাত দিবে। যা যাকাত দানকারীর মোট সম্পদের ২.৫% ।

উদাহরনস্বরুপ, কেউ ১০০০০০ টাকার মালিক, যার যাকাত হবে ১০০০০০*২.৫% = ২৫০০ টাকা। যদি রুপার মূল্যকে মানদন্ড ধরা হয়।

আর যদি স্বর্ণ-রূপা ও নগদ অর্থের যাকাত বের করার সময় দ্বিতীয় ফতোয়া মোতাবেক স্বর্নের মূল্যকে মানদন্ড হিসেবে ধরা হয় তাহলে প্রথমে ২১ ক্যারেট স্বর্নের বাজার দর জানবে। কারন এই ক্যারেট স্বর্ণ সবার নিকট পরিচিত ও সচরাচর আদান প্রদান করা হয় । অতঃপর এক গ্রাম স্বর্নের মূল্যকে ৮৫ দিয়ে গুন দিবে। যে গুনফল বের হবে সেটা ৮৫ গ্রাম স্বর্নের বাজার মূল্য, যা স্বর্নের নেসাব

যদি কারো স্বর্ণ-রুপার মূল্য ও নগদ অর্থ এই পরিমান বা তার চেয়ে বেশি হয়, তার উপর দ্বিতীয় ফতোয়া মোতাবেকও যাকাত ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ প্রতি হাজার থেকে পচিশ টাকা যাকাত দিবে।

নির্দিষ্ট মেয়াদের ভিত্তিতে ব্যাংকে জমাকৃত টাকার যাকাত আদায়ের বিধান:

প্রথমতঃ মানুষ অধিক লাভের আশায় নির্দিষ্ট মেয়াদের ভিত্তিতে ব্যাংকে টাকা জমা করে; যা সম্পূর্ণরূপে সূদের অন্তর্ভূক্ত। আর ইসলামে সূদ হারাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبَا لَا يَقُوْمُوْنَ إِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوْا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا-

'যারা সূদ খায় তারা সেই ব্যক্তির ন্যায় দাঁড়াবে যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে। ইহা এইজন্য যে, তারা বলে, ক্রয়-বিক্রয় তো সূদের মত। অথচ আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ও সূদকে হারাম করেছেন' *(বাক্বারাহ ২/২৭৫)*।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ-

জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) লা'নত করেছেন সূদ দাতা, সূদ গ্রহীতা, সূদের হিসাব লেখক এবং সূদের সাক্ষীদ্বয়ের উপর এবং বলেছেন, (পাপের দিক থেকে) তারা সকলেই সমান'। (*. মুসলিম হা/১৫৯৮; মিশকাত হা/২৮০৭।)*

দ্বিতীয়তঃ নির্দিষ্ট মেয়াদের ভিত্তিতে ব্যাংকে জমাকৃত অর্থ নিছাব পরিমাণ হলে তার যাকাত আদায় করতে হবে। কারণ এ টাকার উপর ব্যক্তির পূর্ণ মালিকানা থাকে। সে ইচ্ছা করলে যখন-তখন তা উঠিয়ে খরচ করতে পারে।

চাকুরিজীবীদের প্রভিডেন্ট ফান্ডে জমাকৃত টাকার যাকাত আদায়ের বিধান:

প্রভিডেন্ট ফান্ডে জমাকৃত টাকা খরচ করার ব্যাপারে মালিকের স্বাধীনতা থাকলে অর্থাৎ যেকোন সময়ে উঠানো সম্ভব হলে যাকাত দিতে হবে। আর স্বাধীনতা না থাকলে যখন পাবে তখন সব টাকার যাকাত দিতে হবে। কারণ যাকাত বের করার জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে- সম্পদের উপর মালিকের স্বাধীনতা থাকা

ব্যবসায়ী পণ্যের যাকাত

ব্যবসায়িক মালের যাকাত ফরয হওয়ার দলীল:

আল্লাহ তা‘আলা মুসলমানদের জন্য হালাল বস্তুর ব্যবসা হালাল করেছেন এই শর্তে যে, তারা তাদের ব্যবসায় ইসলামী বিধি-বিধান লংঘন করবে না এবং আমানতদারী ও সততা সর্বতোভাবে রক্ষা করবে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ‘আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সূদকে হারাম করেছেন’ *(বাক্বারাহ ২/২৭৫)*।

আল্লাহ তা‘আলার হালালকৃত ব্যবসায় যে সকল মাল ক্রয়-বিক্রয় করা হয় তাতে যাকাত ফরয।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُوْا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيْهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ-

‘হে মুমিনগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি যা ভূমি হতে তোমাদের জন্য উৎপাদন করে দেই তন্মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় কর এবং তার নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার সংকল্প কর না; অথচ তোমরা তা গ্রহণ করবে না, যদি না তোমরা চোখ বন্ধ করে থাক। আর জেনে রেখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত’ *(বাক্বারাহ ২/২৬৭)*।

অত্র আয়াতে বর্ণিত مَا كَسَبْتُمْ অর্থাৎ ‘তোমরা যা উপার্জন কর’ দ্বারা ব্যবসায়িক মালকে বুঝানো হয়েছে। ইমাম বুখারী (রহঃ) باب صَدَقَةِ الْكَسْبِ وَالتِّجَارَةِ তথা ‘উপার্জিত ও ব্যবসায়িক মালের যাকাত’ শিরোনামে অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

وَفِيْ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ-

‘আর তাদের ধন-সম্পদে রয়েছে প্রার্থী ও বঞ্চিতের হক’ *(যারিয়াত ৫১/১৯)*।

তিনি অন্যত্র বলেন,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا-

‘তাদের সম্পদ হতে ছাদাক্বাহ্ গ্রহণ করবে। এর দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র করবে এবং পরিশোধিত করবে’ *(তওবা ৯/১০৩)*।

উল্লিখিত আয়াত সমূহে আল্লাহ তা‘আলা সম্পদের যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। ব্যবসায়িক মাল তা থেকে আলাদা নয়।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মু‘আয ইবনু জাবাল (রাঃ)-কে ইয়ামানে পাঠালেন এবং বললেন, তারা যদি দিন-রাত্রে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতকে মেনে নেয় তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দাও যে,

أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِيْ أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ-

‘আল্লাহ তা‘আলা তাদের উপর তাদের সম্পদের মধ্য থেকে ছাদাক্বাহ্ (যাকাত) ফরয করেছেন। যেটা ধনীদের নিকট থেকে গৃহীত হবে আর দরিদ্রের মাঝে বণ্টন করা হবে’।

(.বুখারী হা/১৩৯৫)

আর ব্যবসায়িক সম্পদ হাদীছে উল্লিখিত মাল থেকে আলাদা নয়। অতএব তার উপর যাকাত ফরয।

ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন,

لَيْسَ فِيْ الْعُرُوْضِ زَكَاةٌ إِلاَّ مَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ-

‘সম্পদের যাকাত নেই, কেবল ব্যবসায়িক সম্পদ ব্যতীত।

(সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী হা/৭৩৯৪; আলবানী সনদ ছহীহ।)

ওমর ইবনু আব্দুল আযীয (রহঃ) তাঁর কর্মচারী রুযাইক ইবনু হুকাইমকে লিখে পাঠিয়েছিলেন যে,

أنِ انظُرْ مَنْ مَرَّ بِكَ مِنَ المُسْلِمِيْنَ فَخُذْ مِمَّا ظَهَرَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مِنْ التِّجَارَاتِ من كلِّ أربعيْنَ دِيْنَاراً دِيْنَاراً-

'তোমার সামনে যে মুসলমানই আসবে তার ব্যবসায় ব্যবহৃত সব প্রকাশমান সম্পদ থেকে প্রতি চল্লিশ দ্বীনারে এক দ্বীনার যাকাত গ্রহণ কর'।

(*মুওয়াত্তা মালেক, হা/৮৮০)*

যেসব বস্তু দিয়ে ব্যবসা করা হয় , যেমন ব্যবসার নানা পণ্য ,জমি, গাড়ি ও ব্যবসার অন্যান্য সামগ্রী। অধিকাংশ আলেম বলেন, ব্যবসায়ী পণ্যে যাকাত ওয়াজিব।

ব্যবসায়ী পণ্যে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমুহঃ

মালিকানা পদ্ধতি অনুসরন করে ব্যবসায়ী পণ্যের পুর্ণ মালিক হওয়া। যেমন ক্রয় বা হেবা বা মেরাস বা অন্য কোন ভাবে ব্যবসায়ী পণ্যের পুর্ন মালিক হওয়া। অতএব কেউ যদি ব্যবসায়ী পণ্যের আমানতদার বা জিম্মাদার হয় তার উপর যাকাত ফরজ নয়।

রুপার নেসাবের মূল্য বরাবর কিনা।

ব্যবসায়ী পণ্যের উপর হিজরী এক বছর পুর্ণ হওয়া।

কয়েকটি জরুরি বিষয়ঃ

ব্যবসায়ী পণ্যের উদ্দেশ্য ব্যবসা হওয়া। জমা ও ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে সম্পদের মালিক হলে ,ব্যবসায়ী পণ্য হিসেবে গন্য হবেনা।

ব্যবসায়ী পণ্যের মূল্য স্বর্ণ বা রুপার নেসাব সমপরিমান হওয়া । অর্থাৎ সে যদি যাকাতের জন্য স্বর্ণের নেসাবকে গ্রহন করে তাহলে দেখবে তার ব্যবসায়ী পণ্যের মূল্য স্বর্নের নেসাবের মূল্য বরাবর কিনা। যদি রুপার হিসেবে নেয় তাহলে দেখবে তার ব্যবসায়ী পণ্যের মূল্য

উদাহরনস্বরুপ কেউ যদি গাড়ি অথবা নিজের ব্যবহারের জন্য জমি অথবা বাড়ি নির্মান করার জন্য খরিদ করে যা দিয়ে তার ব্যবসার নিয়ত ছিলোনা ।অতঃপর প্রয়োজন না থাকায় অথবা অধিক মুনাফার উদ্দেশ্যে সেটি বিক্রি করে দেয় ,এতে উক্ত গাড়ি ও জমি ব্যবসায়ী পণ্য হবেনা।কারন এগুলো ব্যবসার জন্য খরিদ করা হয়নি। অতএব, তাতে যাকাত নেই।

আর যদি নিজের সংগ্রহে রাখার জন্য কোন বস্তু খরিদ করে অতঃপর সেটি দিয়ে ব্যবসা করার সিদ্ধান্ত নেয়,যখন থেকে ব্যবসার সিদ্ধান্ত নিবে তখন থেকে ব্যবসায়ী পণ্য হিসেবে গণ্য হবে।

তার নিসাব পরিমান মূল্যের উপর যদি হিজরী এক বছর পুর্ণ হয় তাহলে যাকাত ওয়াজিব হবে।

ব্যবসায়ী পণ্য যদি নেসাব পরিমান হয় , প্রতি হিজরী বছর তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে।

ব্যবসায়ী পণ্যে যাকাত ওয়াজিব হলে নিম্নের নিয়মে যাকাত বের করতে হবেঃ

প্রথমত, হিজরী এক বছর পুর্ণ হলে ব্যবসার পণ্য পৃথক করবে, যেমন, যাকাত দানকারীর নিকট যত মাল আছে সব মালের বর্তমান পাইকারী দর জানবে অর্থাৎ যে মূল্য দিয়ে কিনেছে বা যে দামে বিক্রী করবে সেই দাম নয় ,বরং বর্তমান দাম হিসেব করবে।

দ্বিতীয়ত , যাকাতের জন্য নিজের তরলমানি বা নগদ ক্যাশ হিসেব করবে। স্বর্ণ-রুপা ও নগদ অর্থ। তবে যার যাকাত দিয়েছে একই বছর তার উপর দ্বিতীয়বার যাকাত ওয়াজিব হবেনা।

অতঃপর তার সাথে ব্যবসায়ী পণ্যের মূল্য যোগ করবে । উদাহরনস্বরুপ, যদি স্বর্ণ, রূপা ও নগদ অর্থ থাকে, স্বর্ণ ও রুপার মূল্য হিসেব করবে নিচের পদ্ধতিতেঃ

একগ্রাম স্বর্ণের বাজারদরকে তার নিকট যত গ্রাম স্বর্ণ রয়েছে সেই সংখ্যা দিয়ে পুরন করবে। একই পদ্ধতি অনুসরন করবে রুপার ক্ষেত্রে। অতঃপর স্বর্ণ ও রুপার মূল্যের সাথে যোগ করবে নগদ অর্থ।

অতঃপর স্বর্ণ রপার মুল্য, নগদ অর্থ ও ব্যবসায়ী পণ্যের মুল্য যোগ করবে।

এভাবে পুরো সম্পদের যাকাত বের করবে।

এক হাজার টাকা থেকে পচিশ টাকা অর্থাৎ স্বর্ন ও রুপার মুল্য, নগদ অর্থ ও ব্যবসায়ী পন্যের মুল্য থেকে ২.৫% যাকাত দিতে হবে ।

কেউ যদি স্বর্ণ ও রুপার ব্যবসা করে তাহলে সে স্বর্ন ও রুপার যাকাত দিবে ব্যবসায়ী পণ্য হিসেবে, যদি তার শর্ত পুরন হয়। এ মাসআলায় ব্যবহারের অলংকার যোগ হবেনা কারন সেটি ব্যবসায়িক পণ্য নয়। অতএব তাতে যাকাত ওয়াজিব হবেনা।

গুরুত্বপুর্ন কয়েকটি বিষয়ঃ

চলতি বছর ট্যাক্স, কাস্টমস, কর্মচারীদের বেতন , ঘর ভাড়া, ব্যক্তিগত ও সংসার খরচ বাবদ যা ব্যয় হয়েছে তার উপর যাকাত নেই।

উল্লেখ্য যে ব্যবহারের আসবাবপত্রে যাকাত নেই । অর্থাৎ যে ঘরে ব্যবসায়ী পণ্য রাখা হয় সে ঘরের যাকাত নেই। কারন যাকাত ওয়াজিব হয় ব্যবসায়ী পণ্যের উপর। তবে কেউ যদি ঘরের ব্যবসা করে এবং এক বা একাধিক ঘরের মূল্য যাকাতের নিসাব পরিমান হয় তাহলে তার উপর যাকাত ফরজ হয়, যদি হিজরী এক বছর পুর্ন হয় ।

অনুরুপ, যেসব আসবাবপত্র মূলধন ,যেমন উতপাদিত যন্ত্র, মেশিন, ও পরিবহন গাড়ি ইত্যাদির উপর যাকাত নেই। অনুরুপ ভাড়ায় চালিত ট্যাক্সির উপর যাকাত নেই। তবে তার মুনাফায় যাকাত ওয়াজিব, যদি তার নিসাব পরিমান মুনাফার উপর হিজরী এক বছর পুর্ন হয়।

কেউ এক পন্যের ব্যবসা করে অতঃপর যদি দ্বিতীয় পন্যের ব্যবসা শুরু করে , কোন পন্য থেকে বছর গুনবে?

এ মাসআলায় বিশুদ্ধ মত ও উত্তম পন্থা হচ্ছে প্রথম পণ্য থেকে বছর গননা শুরু করা। কারন, ব্যবসার ক্ষেত্রে পণ্যের মূল্যই আসল, পণ্য আসল নয় ।

ইবনে তাইমিয়াহ (রঃ) বলেছেন ,ব্যবসায়ী পণ্যের যাকাত ব্যবসায়ী পণ্য দিয়ে দেওয়া বৈধ। অনুরুপ তার মূল্য দিয়ে দেওয়াও বৈধ।

দুজন ব্যক্তি এক পণ্যের ব্যবসা করে । তাদের কারও অংশই নেসাব পরিমান নয়। কিন্তু দুজনের অংশ যৌথভাবে নেসাব পরিমান হয়ে যায়। এমতাবস্থায় তাদের কারো উপর যাকাত ওয়াজিব হবেনা। যতক্ষন না পর্যন্ত তাদের প্রত্যেকের অংশ যাকাতের নেসাব পরিমান হয়।

তবে দুজন থেকে যার অংশ নেসাব পরিমানে হবে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে, অপরের উপর নয়।

বছরের মধ্যবর্তী উপার্জিত অর্থের হুকুম

যার সম্পদ যাকাত পরিমান নয় তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবেনা। তবে সম্পদ যদি বৃদ্ধি পায় যেমন ব্যবসায় মুনাফা হলো, বা পশু বাচ্চা জন্ম দিলো ইত্যাদি যা পুর্বের সম্পদের সাথে যোগ করলে নেসাব পরিমান হয়। ইতিপুর্বে যা নেসাব পরিমান ছিলোনা। তবে নেসাব পরিমান হওয়ার পর থেকে হিজরী বছর গণনা শুরু করবে। যদি বছর শেষ হয় ও সম্পদ না কমে তবে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে।

আর যদি বছরের মধ্যবর্তী বৃদ্ধি পাওয়া সম্পদ ছাড়াই শুরু থেকে নেসাব পরিমান থাকে, অতঃপর বছরের মাঝে মুনাফা হয় বা পশু বাচ্চা দেয়। তবে এই বর্ধিত সম্পদের যাকাত কিভাবে দিবে এ ব্যাপারে আহলে ইলমগন মতভেদ করেছেন।

অধিকাংশ আলিম বলেছেন বর্ধিত সম্পদকে তিন ভাগ করবেঃ

১- বর্ধিত সম্পদ হয় মুল সম্পদ থেকে উতপন্ন হবে।যেমন ব্যবসায়ী পণ্যের মুনাফা বা বছরের মাঝখানে পশুর জন্ম দেওয়া বাচ্চা ইত্যাদি। এ জাতীয় সম্পদ মুল সম্পদের সাথে যোগ হবে। এবং বছর শেষে সকল সম্পদের যাকাত দিবে। অর্থাৎ মুল সম্পদ এবং তার থেকে অর্জিত মুনাফার যাকাত দিবে। বছরের মাঝখানে অর্জিত সম্পদের হিজরী এক বছর পুর্ন হওয়া জরুরি নয়। যেদিন বর্ধিত হবে সেদিন থেকে মুল সম্পদের সাথে যোগ হবে এবং মুল সম্পদের উপর হিজরী এক বছর পুর্ন হওয়াই যথেষ্ট।

২-বর্ধিত সম্পদ অন্য খাত থেকে হাসিল হবে। যে খাত আগে তার মালিকানায় ছিলোনা। যেমন, সে নেসাব পরিমান স্বর্ণের মালিক ছিলো। অতঃপর বছরের মাঝে রুপার মালিক হয়েছে। এই রূপা স্বর্ণের সাথে যোগ করবেনা। কারন স্বর্ণ ওরুপা পৃথক দুটি মুদ্রা। যদি এই রূপা শুরু থেকেই নেসাব পরিমান হয় ,তার জন্য পৃথক বছর গণনা করবে। আর যদি নেসাব পরিমান না হয় তার উপর যাকাত নেই।

৩-কেউ ৪০ টি বকরির মালিক, যার উপর হিজরী এক বছর পুর্ন হয়েছে। অতঃপর সে আরো একশো বকরি খরিদ করলো বা কেউ তাকে হেবা করলো। তবে হেবা বা ক্রয় করা বকরি পুর্বের সম্পদের সাথে যোগ করবে । অতঃপর সব সম্পদের যাকাত দিবে।

বর্ধিত সম্পদের উদাহরনঃ

যদি কারো নেসাব পরিমান স্বর্ণ থাকে আর বছরের মাঝে স্বর্ণের উপর ব্যবসায়ী পণ্য কিনে তাহলে পণ্য মুনাফার অন্তর্ভুক্ত হবে। অর্থাৎ যখন স্বর্ণের উপর হিজরী এক বছর পুর্ণ হবে তখন স্বর্ণ ও ব্যবসায়ী পণ্য উভয় থেকে যাকাত বের করবে। প্রতি বছরই এরুপ করবে। অনুরুপভাবে কারো কাছে যদি নেসাব পরিমান স্বর্ণ থাকে । অতঃপর বছরের মাঝে নগদ অর্থ হাসিল করে তবে স্বর্ণ ও নগদ অর্থের যাকাত দিবে। পুর্বের হালতসমুহে অর্থাৎ নেসাব

পরিমান স্বর্ণ রূপা ও নগদ অর্থ যাই হোক , যার বছর পুর্ণ হবে তার যাকাত বের করবে এবং মাঝখানে উপার্জন করা পণ্যকে মুনাফা জ্ঞান করবে।

যদি দুজন ব্যক্তি মুদারাবার ভিত্তিতে ব্যবসায় শরীক হয় ,যেমন একজন নেসাব পরিমান সম্পদ দিলো এই শর্তে যে দ্বিতীয় ব্যক্তি তা দিয়ে প্রথম ব্যক্তির স্বার্থে ব্যবসা করবে। অতঃপর উভয়ে ব্যবসায় মুনাফা অর্জন করবে। যখন মুলধনের উপর হিজরী এক বছর পুর্ন হবে, মুলধনের মালিক বা প্রথম পক্ষের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। সে মুলধন ও মুনাফার যাকাত দিবে। কারন নেসাব পরিমান মুলধনের উপর হিজরী এক বছর পুর্ন হয়েছে। তার মুনাফার উপর হিজরী এক বছর পুর্ণ হওয়া শর্ত নয়। তাই মুলধনের সাথে মুনাফা যোগ করে মুনাফার যাকাত দিবে। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি , যে প্রথম ব্যক্তির সম্পদ নিয়ে মুদারাবার ভিত্তিতে ব্যবসা করেছে তার মুনাফার উপর যাকাত ওয়াজিব হবেনা , যদি তাতে যাকাতের নেসাব পরিমান না হয় ।

গবাদিপশুর যাকাত

গৃহপালিত পশুর যাকাত ফরয হওয়ার দলীল:

বিভিন্ন প্রকার পশুর মধ্যে আল্লাহ তা'আলা কেবলমাত্র الأنعام بهيمة। তথা উট, গরু ও ছাগলের যাকাত ফরয করেছেন। মহিষ গরুর অন্তর্ভুক্ত এবং ভেড়া ও দুম্বা ছাগলের অন্তর্ভুক্ত। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا مِنْ رَجُلٍ تَكُوْنُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ لاَ يُؤَدِّى حَقَّهَا إِلاَّ أُتِىَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا تَكُوْنُ وَأَسْمَنَهُ، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُوْنِهَا، كُلَّمَا جَازَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُوْلاَهَا، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ-

আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, প্রত্যেক উট, গরু ও ছাগলের অধিকারী ব্যক্তি যে তার যাকাত আদায় করবে না, নিশ্চয়ই ক্বিয়ামতের দিন তাদেরকে আনা হবে বিরাটকায় ও অতি মোটাতাজা অবস্থায়। তারা দলে দলে তাকে মাড়াতে থাকবে তাদের ক্ষুর দ্বারা এবং মারতে থাকবে তাদের শিং দ্বারা। যখনই তাদের শেষ দল অতিক্রম করবে, পুনরায় প্রথম দল এসে তার সাথে এরূপ করতে থাকবে, যাবৎ না মানুষের বিচার ফায়ছালা শেষ হয়ে যায় (*বুখারী হা/১৪৬০; মুসলিম হা/৯৯০; মিশকাত হা/১৭৭৫।)*

গবাদিপশুর যাকাত ফরজ হওয়ার শর্তাবলী-

গবাদিপশুর মালিক হওয়ার পর এক বছর অতিক্রান্ত হওয়া:

হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ لاَ زَكَاةَ فِيْ مَالٍ حَتَّى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ-

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, 'পূর্ণ এক বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত সম্পদের যাকাত নেই'।

(*আবূদাঊদ হা/১৫৭৩; তিরমিযী হা/৬৩১; ইবনু মাজাহ হা/১৭৯২; আলবানী, সনদ ছহীহ।)*

তবে গৃহপালিত পশুর বাচচা তার মায়ের হিসাবের অন্তর্ভুক্ত হবে। অর্থাৎ বছরে একবার গৃহপালিত পশুর যাকাত আদায় করা হবে। আর আদায়ের সময় বাচ্চা মায়ের হিসাবের অন্তর্ভুক্ত হবে।

- ***'সায়েমা' তথা বিচরণশীল হতে হবে :***

প্রাকৃতিক চারনভুমি থেকে খাদ্য আহরনকারি হতে হবে।

যে পশু বছরের অধিকাংশ সময় নিজেই বিচরণ করে খাদ্য গ্রহণ করে তাকে সায়েমা বলা হয়। অতএব বছরের অধিকাংশ সময় মালিক নিজে খাদ্য সংগ্রহ করে পশুকে খাওয়ালে সে পশুর উপর যাকাত ফরয নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

وَفِيْ صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِيْ سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِيْنَ إِلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ شَاةٌ-

'বিচরণশীল ছাগলের যাকাতে চল্লিশটি হতে একশত বিশটি পর্যন্ত একটি ছাগল। (*বুখারী হা/১৪৫৪, 'যাকাত' অধ্যায়; মিশকাত হা/১৭৯৬।)*

তিনি অন্যত্র বলেন,

فِيْ كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ ابْنَةُ لَبُوْنٍ-

‘বিচরণশীল প্রত্যেক চল্লিশটি উটে একটি বিনতু লাবুন (দু’বছর অতিক্রম করে তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী উট)।

(*নাসাঈ হা/২৪৪৯; আলবানী, সনদ হাসান।)*

গবাদিপশু এমন হতে হবে ,যার দুধ ও গর্ভজাত সন্তান দ্বারা উপকার লাভ করা উদ্দেশ্য হয় এবং তা এমন হবেনা ,যা বিশেষ কোন কাজে ব্যবহার করা হয়।যেমন হালচাষ করা, সেচকর্মে ব্যবহার করা, পন্য বহনের জন্য ব্যবহার করা। কিন্তু পশু যদি ভাড়া দেয়া হয় তবে এর বিনিময়ে লব্ধ অর্থের উপর যাকাত দিতে হবে।

গবাদিপশু নিসাব সংখ্যক হতে হবে: গৃহপালিত পশুর যাকাত ফরয হওয়ার জন্য ইসলামী শরী‘আত কর্তৃক নির্ধারিত নিছাব সংখ্যক পশুর মালিক হতে হবে। আর তা হল, ছাগল, ভেড়া ও দুম্বা ৪০ টি, গরু ৩০ টি এবং উট ৫ টি। উল্লিখিত সংখ্যা হতে কম হলে তার উপর যাকাত ফরয নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الإِبِلِ-

‘পাঁচের কম সংখ্যক উটের যাকাত নেই।

(*বুখারী হা/১৪৪৭, ‘যাকাত’ অধ্যায়, ‘রৌপ্যের যাকাত’ অনুচ্ছেদ; মুসলিম হা/৯৭৯।)*

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْيَمَنِ وَأَمَرَنِيْ أَنْ آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ مُسِنَّةً وَمِنْ كُلِّ ثَلاَثِيْنَ تَبِيْعًا أَوْ تَبِيْعَةً-

মু‘আয ইবনু জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন আমাকে ইয়ামানের উদ্দেশ্যে পাঠালেন, তখন তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন, গরুর যাকাতে প্রত্যেক চল্লিশটিতে

একটি ‘মুসিন্নাহ’ (দু’বছর অতিক্রম করে তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী গরু) এবং প্রত্যেক ত্রিশটিতে একটি ‘তাবী’ অথবা ‘তাবী‘আহ্’ (এক বছর অতিক্রম করে দ্বিতীয় বছরে পদার্পণকারী গরু) গ্রহণ করবে।

(তিরমিযী হা/৬২৩; নাসাঈ হা/২৪৫০; ইবনু মাজাহ হা/১৮০৩; মিশকাত হা/১৮০০, ‘যাকাত’ অধ্যায়, আলবানী, সনদ ছহীহ।)

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِيْنَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيْهَا صَدَقَةٌ-

‘কারো গৃহপালিত ছাগলের সংখ্যা চল্লিশ হতে একটিও কম হলে তার উপর যাকাত নেই

(বুখারী হা/১৪৫৪, ‘যাকাত’ অধ্যায়, ‘ছাগলের যাকাত’ অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/১৭৯৬।)

গৃহপালিত পশুর যাকাত আদায়ের নিয়ম:

গৃহপালিত পশুর যাকাত আদায়ের নিয়ম সম্পর্কে হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضى الله عنه كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ هَذِهِ فَرِيْضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِيْ فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ، وَالَّتِيْ أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُوْلَهُ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلاَ يُعْطِ فِيْ أَرْبَعٍ وَعِشْرِيْنَ مِنَ الإِبِلِ فَمَا دُوْنَهَا مِنَ الْغَنَمِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلاَثِيْنَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتُ لَبُوْنٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِيْنَ إِلَى سِتِّيْنَ فَفِيْهَا حِقَّةٌ طَرُوْقَةُ الْجَمَلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّيْنَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِيْنَ فَفِيْهَا جَذَعَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ يَعْنِى سِتًّا وَسَبْعِيْنَ إِلَى تِسْعِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتَا لَبُوْنٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِيْنَ إِلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَفِيْهَا حِقَّتَانِ طَرُوْقَتَا الْجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَفِيْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ بِنْتُ لَبُوْنٍ، وَفِيْ كُلِّ خَمْسِيْنَ حِقَّةٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلاَّ أَرْبَعٌ مِنَ الإِبِلِ فَلَيْسَ فِيْهَا صَدَقَةٌ، إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الإِبِلِ فَفِيْهَا شَاةٌ، وَفِيْ صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِيْ سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِيْنَ إِلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَفِيْهَا ثَلاَثٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَفِيْ كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِيْنَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيْهَا صَدَقَةٌ، إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَفِيْ الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلاَّ تِسْعِيْنَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيْهَا شَيْءٌ، إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا-

আবূ বকর (রাঃ) আনাস (রাঃ)-কে বাহরাইনের উদ্দেশ্যে প্রেরণকালে গৃহপালিত পশুর যাকাত আদায়ের নিয়ম সম্পর্কে তাঁকে লিখে দিয়েছিলেন যে, ২৪টি ও তার চেয়ে কম সংখ্যক উটের যাকাত ছাগল দ্বারা আদায় করবে। প্রত্যেক ৫টি উটে ১টি ছাগল এবং উটের সংখ্যা ২৫টি হতে ৩৫টি পর্যন্ত হলে ১টি মাদী বিনতু মাখায। ৩৬টি হতে ৪৫টি পর্যন্ত ১টি মাদী বিনতু লাবূন। ৪৬টি হতে ৬০টি পর্যন্ত ১টি হিক্কাহ। ৬১ টি হতে ৭৫টি পর্যন্ত ১টি জায'আহ্। ৭৬টি হতে ৯০টি পর্যন্ত ২টি বিনতু লাবূন। ৯১টি হতে ১২০টি পর্যন্ত ২টি হিক্কাহ। আর ১২০ টির বেশী হলে অতিরিক্ত প্রতি ৪০ টিতে ১টি করে বিনতু লাবূন এবং অতিরিক্ত প্রতি ৫০ টিতে ১টি করে হিক্কাহ। যার ৪ টির বেশী উট নেই, তার উপর কোন যাকাত নেই। তবে মালিক স্বেচ্ছায় কিছু দিতে চাইলে দিতে পারবে। কিন্তু যখন ৫ টিতে পৌঁছবে তখন তার উপর ১টি ছাগল যাকাত দেওয়া ওয়াজিব।

আর ছাগলের ক্ষেত্রে গৃহপালিত ছাগল ৪০টি হতে ১২০টি পর্যন্ত ১টি ছাগল। এর বেশী হলে ২০০টি পর্যন্ত ২টি ছাগল। ২০০-এর অধিক হলে ৩০০টি পর্যন্ত ৩টি ছাগল। ৩০০-এর অধিক হলে প্রতি ১০০ টিতে ১টি করে ছাগল যাকাত দিবে। কারো গৃহপালিত ছাগলের সংখ্যা ৪০টি হতে ১টিও কম হলে তার উপর যাকাত নেই। তবে স্বেচ্ছায় দান করতে চাইলে করতে পারে'।

(*বুখারী হা/১৪৫৪, 'যাকাত' অধ্যায়; মিশকাত হা/১৭৯৬।)*

উপরোক্ত হাদীছ সহ আরো অন্যান্য হাদীছের আলোকে উট, গরু ও ছাগলের যাকাত পৃথকভাবে ছকের মাধ্যমে দেখানো হল।

নেসাব পুর্ন হলে গবাদিপশুর যাকাত আদায় করতে হবে।

নিম্নে গবাদিপশুর নেসাব ও আদায়ের পরিমান উল্লেখ করা হলো –

ছাগল ,ভেড়া, দুম্বা ইত্যাদি :

এগুলোর ক্ষেত্রে নেসাব হলো চল্লিশটি। চল্লিশ এর কম হলে এসব পশুতে যাকাত আবশ্যক হবেনা। অতঃপর চল্লিশ থেকে একশো বিশ পর্যন্ত হলে একটি ছাগল যাকাত দিতে হবে।

১২১ থেকে ২০০ পর্যন্ত হলে দুইটি এবং ২০১ থেকে ৩০০ পর্যন্ত হলে তিনটি ছাগল যাকাত দিতে হবে। এর পরবর্তী প্রতি ১০০টিতে একটি করে ছাগল যাকাত দিতে হবে।

নিম্নের ছকে ছাগলের যাকাতের নিছাব, সংখ্যা ও যাকাতের পরিমাণ বর্ণনা করা হল :

নিছাব	**সংখ্যা**		**যাকাতের পরিমাণ**
	থেকে	**পর্যন্ত**	
৪০ টি (এর কম হলে যাকাত ফরয নয়)।	৪০	১২০	১ টি ছাগল
	১২১	২০০	২ টি ছাগল
	২০১	৩০০	৩ টি ছাগল

বি : দ্র : এর পরে প্রত্যেক একশত ছাগলে একটি করে ছাগল যাকাত দিতে হবে।

গরু, মহিষ ইত্যাদিঃ

এগুলোর নেসাব হলো ৩০টি। সুতরাং ১ থেকে ২৯ হলে যাকাত আসবেনা। অতঃপর ৩০ থেকে ৩৯ হলে একটি এক বছর বয়সী গরু যাকাত দিতে হবে। ৪০ থেকে ৫৯ পর্যন্ত হলে দুই বছর বয়সী একটি গরু যাকাত দিতে হবে।

উল্লেখ্য, ৬০ এর উপর প্রতি ত্রিশে একটি এক বছরের ও প্রতি ৪০ এ দুই বছরের একটি গরু যাকাত আসবে।

নিম্নের ছকে গরুর যাকাতের নিছাব, সংখ্যা ও যাকাতের পরিমাণ বর্ণনা করা হল :

নিছাব	**সংখ্যা**		**যাকাতের পরিমাণ**
	থেকে	**পর্যন্ত**	

৩০ টি (এর কম হলে যাকাত ফরয নয়)।	৩০	৩৯	তাবী'/তাবী'আহ্ (দ্বিতীয় বছরে পদার্পণকারী গরু)
	৪০	৫৯	মুসিন্নাহ (তৃতীয় বছরে পাদার্পণকারী গরু)
	৬০	৬৯	২ টি তাবী'/তাবী'আহ্
	৭০	৭৯	১টি তাবী'/তাবী'আহ্ ও ১টি মুসিন্নাহ
	৮০	৮৯	২ টি মুসিন্নাহ্
	৯০	৯৯	৩ টি তাবী'/তাবী'আহ্
	১০০	১০৯	২টি তাবী'/তাবী'আহ্ ও ১টি মুসিন্নাহ

বি : দ্র : এর পরে প্রত্যেক ত্রিশটি গরুতে একটি তাবী' অথবা তাবী'আহ্ অর্থাৎ এক বছর বয়সের একটি গরুর বাছুর এবং প্রত্যেক চল্লিশটি গরুর বিনিময়ে একটি মুসিন্নাহ তথা দু'বছর বয়সের গরুর বাছুর যাকাত দিতে হবে।

উটের নেসাবঃ

৫ টি উটের নিচে হলে যাকাত আসবে না । সুতরাং উটের সংখ্যা ৫ এর উপরে এবং ২৪ এর নিচে হলে যাকাত হিসেবে বকরি দিতে হবে। প্রতি ৫ উটে একটি করে বকরি দিতে হবে। আর উটের সংখ্যা ২৫ থেকে ৩০ পর্যন্ত হলে একটি এক বছরের স্ত্রী উট , উটের সংখ্যা ৩৬ থেকে ৪৫ হলে একটি দুই বছরের স্ত্রী উট , আর উটের সংখ্যা ৪৬ থেকে ৬০ পর্যন্ত হলে একটি তিন বছরের স্ত্রী উট , উটের সংখ্যা ৬১ থেকে ৭৫ পর্যন্ত হলে এক্টি ৪ বছরের স্ত্রী উট , ৭৬ থেকে ৯০ পর্যন্ত হলে দুই বছর বয়সী দুইটি স্ত্রী উট , ৯১ থেকে ১২০ পর্যন্ত হলে তিন বছর বয়সী দুটি স্ত্রী উট যাকাত হিসেবে দিতে হবে। এরপর প্রতি চল্লিশ উটে এক বছর বয়সী এক্টি স্ত্রী উট , আর প্রতি ৫০ উটে তিন বছর বয়সী একটি স্ত্রী উট যাকাত হিসেবে দিতে হবে।

নিম্নের ছকে উটের যাকাতের নিছাব, সংখ্যা ও যাকাতের পরিমাণ বর্ণনা করা হল :

নিছাব	সংখ্যা		যাকাতের পরিমাণ
	থেকে	পর্যন্ত	
৫ টি (এর কম হলে যাকাত ফরয নয়)।	৫	৯	১ টি ছাগল
	১০	১৪	২ টি ছাগল
	১৫	১৯	৩ টি ছাগল
	২০	২৪	৪ টি ছাগল
	২৫	৩৫	বিনতু মাখায (দ্বিতীয় বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রি)
	৩৬	৪৫	বিনতু লাবূন (তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রি)
	৪৬	৬০	হিক্কাহ্ (চতুর্থ বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রি)
	৬১	৭৫	জায'আহ্ (পঞ্চম বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রি)
	৭৬	৯০	২টি বিনতু লাবূন
	৯১	১২০	২ টি হিক্কাহ্

বি : দ্র : উটের সংখ্যা ১২০ টির বেশী হলে প্রত্যেক ৪০ টিতে একটি বিনতু লাবূন এবং প্রত্যেক ৫০ টিতে একটি হিক্কাহ যাকাত দিবে। যা নিম্নে ছকের মাধমে দেখানো হল :

সংখ্যা		যাকাতের পরিমাণ
থেকে	পর্যন্ত	
১২১	১২৯	৩ টি বিনতু লাবূন
১৩০	১৩৯	১ টি হিক্কাহ ও ২ টি বিনতু লাবূন
১৪০	১৪৯	২ টি হিক্কাহ ও ১ টি বিনতু লাবূন
১৫০	১৫৯	৩ টি হিক্কাহ
১৬০	১৬৯	৪ টি বিনতু লাবূন

১৭০	১৭৯	৩ টি বিনতু লাবূন ও ১ টি হিক্কাহ
১৮০	১৮৯	২ টি হিক্কাহ ও ২ টি বিনতু লাবূন
১৯০	১৯৯	৩ টি হিক্কাহ ও ১ টি বিনতু লাবূন
২০০	২০৯	৪ টি হিক্কাহ ও ৫ টি বিনতু লাবূন

ঘোড়ার যাকাত আদায়ের হুকুম:

কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা যেসব পুশুর যাকাত আদায় করা ফরয সাব্যস্ত হয়েছে, ঘোড়া তার অন্তর্ভূক্ত নয়। এছাড়াও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঘোড়ার যাকাত আদায় করতে হবে না বলে উল্লেখ করেছেন। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِيْ عَبْدِهِ وَلاَ فِيْ فَرَسِهِ صَدَقَةٌ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'মুসলমানদের উপর তাদের গোলাম ও ঘোড়ার যাকাত নেই' (*.বুখারী হা/১৪৬৪; মুসলিম হা/৯৮২; আবুদাউদ হা/১৫৯৫; নাসাঈ হা/২৪৬৯; ইবনু মাজাহ হা/১৮১২; মিশকাত হা/১৭৯৫।)*

অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'শাক-শব্জিতে যাকাত নেই, আরিয়াতে (*কোন গরীব ব্যক্তির নিকটে শুকনো খেজুর রয়েছে। কিন্তু তার 'রুতাব' খেজুর প্রয়োজন। এমতাবস্থায় কোন গাছের মালিকের নিকট থেকে শুকনো খেজুরের বিনিময়ে গাছে বিদ্যমান রুতাব খেজুর ক্রয় করাকে আরিয়া বলা হয়।)*

যাকাত নেই, পাঁচ ওসাকের কমে যাকাত নেই, কাজে নিয়োজিত পশুতে যাকাত নেই এবং যাবহাতেও যাকাত নেই। সাকার বলেন, জাবহা অর্থ হল, ঘোড়া, খচ্ছর এবং দাস-দাসী। (*দারাকুত্বনী হা/১৯৩০; মিশকাত হা/১৮১৩।)*

উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক ঘোড়ার ১ দ্বীনার অথবা ২০ দিরহাম যাকাত দিতে হবে বলে যে হাদীছ রয়েছে তা যঈফ।

(নায়লুল আওতার ৪/১৩৭ পৃঃ 'গোলাম, ঘোড়া ও গাধার যাকাত নেই' অনুচ্ছেদ।)

গৃহপালিত পশুর যাকাত আদায়ে কতিপয় লক্ষণীয় বিষয়:

গৃহপালিত পশুর মালিক যাকাত বাবদ যা দিবে এবং যাকাত আদায়কারী যা গ্রহণ করবে, তাতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

(ক) দোষ-ত্রুটি মুক্ত হওয়া : রোগ মুক্ত পশু থাকতে রোগাক্রান্ত, অঙ্গহীন, জীর্ণশীর্ণ পশু যা ক্রয়-বিক্রয়ে অযোগ্য এবং যা দ্বারা কুরবানী বৈধ নয়, এমন পশু দ্বারা যাকাত আদায় করা জায়েয নয়। এরূপ বিধান এই জন্য যে, ত্রুটিযুক্ত পশু গ্রহণ করা হলে তাতে দরিদ্র লোকদের ক্ষতি সাধিত হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُوْا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيْهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ-

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা সবীয় উপার্জন থেকে এবং যা আমি তোমাদের জন্যে ভূমি থেকে উৎপন্ন করেছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় কর (যাকাত দাও) এবং তা থেকে নিকৃষ্ট জিনিস ব্যয় করতে মনস্থ করো না। কেননা তা তোমরা কখনও গ্রহণ করবে না; তবে যদি তোমরা চোখ বন্ধ করে নিয়ে নাও। জেনে রেখো, আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত' *(বাক্বারাহ ২/২৬৭)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

ثَلاَثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الْإِيْمَانِ مَنْ عَبَدَ اللهَ وَحْدَهُ وَأَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ رَافِدَةً عَلَيْهِ كُلَّ عَامٍ وَلاَ يُعْطِيْ الْهَرِمَةَ وَلاَ الدَّرِنَةَ وَلاَ الْمَرِيْضَةَ وَلاَ الشَّرَطَ اللَّئِيْمَةَ وَلَكِنْ مِنْ وَسَطِ أَمْوَالِكُمْ فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَسْأَلْكُمْ خَيْرَهُ وَلَمْ يَأْمُرْكُمْ بِشَرِّهِ-

'তিন ধরনের লোক যারা এরূপ করবে, তারা পরিপূর্ণ ঈমানের স্বাদ গ্রহণ করবে- যে ব্যক্তি কেবলমাত্র আল্লাহর ইবাদতে রত থাকে এবং স্বীকার করে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই; যে ব্যক্তি পত্যেক বছর তার মালের যাকাত হিসাবে উত্তম মাল প্রদান করে এবং বৃদ্ধ বয়সের, রোগগ্রস্ত, ত্রুটিপূর্ণ, নিকৃষ্ট মাল প্রদান করে না, বরং মধ্যম মানের মাল প্রদান করে।

আল্লাহ তোমাদের নিকট তোমাদের উত্তম মাল চান না এবং নিকৃষ্ট মাল প্রদান করতেও নির্দেশ দেননি’।

(*আবূদাঊদ হা/১৫৮২; সিলসিলা ছহীহা হা/১০৪৬।*)

(খ) শরী‘আত কর্তৃক নির্ধারিত বয়সের হওয়া : হাদীছে যে বয়সের পশু দ্বারা যাকাত আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ঠিক সেই বয়সের পশু দ্বারাই যাকাত আদায় করতে হবে। কেননা এর চেয়ে কম বয়সের পশু গ্রহণ করা হলে তাতে গরীবদের হক নষ্ট ও ক্ষতি সাধিত হয়। আর বেশী বয়সের নেওয়া হলে পশুর মালিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অতএব মালিকের নিকট শরী‘আত নির্দিষ্ট বয়সের পশু না থাকলে তার নিকট বিদ্যমান পশু দ্বারাই যাকাত আদায় করবে। তবে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ সাথে দু’টি ছাগল অথবা ২০ দিরহাম দিবে।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَنَسٍ رضى الله عنه أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضى الله عنه كَتَبَ لَهُ فَرِيْضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِيْ أَمَرَ اللهُ رَسُوْلَهُ صلى الله عليه وسلم مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ، وَيُعْطِيْهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلاَّ بِنْتُ لَبُوْنٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُوْنٍ، وَيُعْطِى شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُوْنٍ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيُعْطِيْهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُوْنٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ مَخَاضٍ وَيُعْطِى مَعَهَا عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ-

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, আবূ বকর (রাঃ) তাঁর কাছে আল্লাহ তাঁর রাসূল (ছাঃ)-কে যাকাত সম্পর্কে যে বিধান দিয়েছেন তা লিখে পাঠান : যে ব্যক্তির উপর উটের যাকাত হিসাবে জায‘আহ্ (পঞ্চম বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রি) ফরয হয়েছে, অথচ তার নিকট জায‘আহ্ নেই বরং তার নিকট হিক্কাহ্ (চতুর্থ বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রি) রয়েছে, তখন হিক্কাহ্ গ্রহণ করা হবে। এর সাথে সম্ভব হলে (ক্ষতিপূরণ স্বরূপ) দু’টি ছাগল দিবে অথবা ২০ দিরহাম দিবে। আর যার উপর যাকাত হিসাবে হিক্কাহ্ ফরয হয়েছে, অথচ তার কাছে হিক্কাহ্ নেই বরং জায‘আহ্ রয়েছে তখন তার নিকট হতে জায‘আহ্ গ্রহণ করা হবে। আর যাকাত আদায়কারী (ক্ষতিপূরণ স্বরূপ) মালিককে ২০ দিরহাম অথবা দু’টি ছাগল দিবে। যার উপর হিক্কাহ্ ফরয হয়েছে, অথচ তার নিকট বিনতু লাবূন (তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রি) রয়েছে, তখন বিনতু লাবূনই গ্রহণ করা হবে। তবে মালিক দু’টি ছাগল অথবা ২০ দিরহাম দিবে। আর যার উপর

বিনতু লাবূন ফরয হয়েছে, কিন্তু তার কাছে হিক্কাহ্ রয়েছে, তখন তার নিকট হতে হিক্কাহ্ গ্রহণ করা হবে এবং আদায়কারী মালিককে ২০ দিরহাম অথবা দু'টি ছাগল দিবে। আর যার উপর বিনতু লাবূন ফরয হয়েছে, কিন্তু তার নিকটে বিনতু মাখায (দ্বিতীয় বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রি) রয়েছে, তবে তার নিকট থেকে তাই গ্রহণ করা হবে, অবশ্য মালিক এর সঙ্গে ২০ দিরহাম অথবা দু'টি ছাগল দিবে'।

(বুখারী হা/১৪৫৩, 'যাকাত' অধ্যায়; মিশকাত হা/১৭৯৬।)

(গ) পশু মধ্যম মানের হওয়া : অতীব উত্তম পশু বাছাই করে গ্রহণ করা যাকাত আদায়কারীদের জন্য যেমন জায়েয নয়, তেমনি জায়েয নয় অতীব নিকৃষ্ট পশু গ্রহণ করা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ)-কে ইয়ামানের শাসক নিয়োগ করে পাঠানোর সময় বলেছিলেন,

فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْا لَكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ-

'তুমি তাদেরকে বলবে যে, আল্লাহ তাদের উপর ছাদাক্বাহ্ (যাকাত) ফরয করেছেন- যা তাদের ধনীদের নিকট হতে গ্রহণ করা হবে এবং তাদের গরীবদের মাঝে বণ্টন করা হবে। তোমার এ কথা যদি তারা মেনে নেয়, তবে কেবল তাদের উত্তম মাল থেকে গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে এবং মাযলূমের বদদো'আকে ভয় করবে। কেননা তার (বদদো'আ) এবং আল্লাহর মাঝে কোন পর্দা থাকে না'।

(বুখারী হা/১৪৯৬, 'যাকাত' অধ্যায়; মুসলিম হা/১৯; মিশকাত হা/১৭৭২।)

নিছাব পরিমাণ পশুর মালিক একাধিক হলে যাকাত আদায়ের হুকুম:

যদি একাধিক ব্যক্তি তাদের পশুগুলোকে একত্রিত করে এক সঙ্গে পালন করে থাকে। যেমন একজনের ২০ টি ছাগল এবং অপর জনের ২০ টি ছাগল মোট ৪০ টি ছাগল এক সঙ্গে পালন করা হয়। এমতাবস্থায় উভয় মালিকের পৃথক পৃথক নিছাব গণনা করা হবে, না উভয়ে এক নিছাবের অন্তর্ভুক্ত হবে? এক্ষেত্রে ছহীহ মত হল, তারা এক নিছাবের অন্তর্ভুক্ত হবে।

অর্থাৎ ৪০ টি ছাগলের মালিক একাধিক হলেও তাদেরকে যাকাত হিসাবে ১ টি ছাগল দিতে হবে।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَنَسٍ رضى الله عنه أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضى الله عنه كَتَبَ لَهُ فَرِيْضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِيْ أَمَرَ اللهُ رَسُوْلَهُ صلى الله عليه وسلم وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ-

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যাকাত সম্পর্কে যে বিধান দিয়েছেন তা আবূবকর (রাঃ) তাঁর কাছে লিখে পাঠান, 'যাকাত দেওয়ার ভয়ে বিচ্ছিন্ন প্রাণীগুলোকে একত্রিত করা যাবে না এবং একত্রিতগুলোকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না'।

(*বুখারী হা/১৪৫০, 'যাকাত' অধ্যায়; মিশকাত হা/১৭৯৬।)*

তবে একাধিক মালিকের পশু এক নিছাবের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য নিম্নে বর্ণিত শর্তসমূহ অবশ্য পূরণীয়। তা হল,

(ক) সকল মালিককে মুসলিম, স্বাধীন ও পশুর পূর্ণ মালিক হতে হবে। (খ) একাধিক মালিকের মিশ্রিত পশু নিছাব পরিমাণ হতে হবে। (গ) একাধিক মালিকের মিশ্রিত পশু একসঙ্গে পূর্ণ এক বছর পালিত হতে হবে। (ঘ) পাঁচটি বিষয়ে একজনের পশু অন্যজনের পশু থেকে আলাদা হবে না। যেমন-

(১) الفحل তথা একই এড়ে অথবা পাঠা দিয়ে গর্ভধারণ করানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

(২) المسرح তথা একাধিক মালিকের মিশ্রিত সকল পশুর একই সময়ে চারণভূমিতে চরাতে হবে।

(৩) المرعى তথা একাধিক মালিকের মিশ্রিত সকল পশুর চারণভূমি একই হতে হবে।

(৪) المحلب তথা একাধিক মালিকের সকল পশুর দুগ্ধ দোহনের স্থান একই হতে হবে।

(৫) المراح তথা একাধিক মালিকের মিশ্রিত সকল পশুর রাত্রি যাপনের স্থান একই হতে হবে।

উপরোল্লিখিত শর্তসমূহ না থাকলে তারা এক নিছাবের অন্তর্ভুক্ত হবে না। বরং প্রত্যেক মালিকের পৃথক পৃথক নিছাব ধরে যাকাত আদায় করতে হবে।

গাড়ী চালানো অথবা জমি চাষের কাজে নিয়োজিত পশুর যাকাতের বিধান

গাড়ী চালানো অথবা জমি চাষের কাজে নিয়োজিত পশু যত বেশীই হোক না কেন তার যাকাত দিতে হবে না।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ رضى الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَيْسَ فِيْ الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ وَلاَ فِيْ الْعَرَايَا صَدَقَةٌ وَلاَ فِيْ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلاَ فِيْ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ وَلاَ فِيْ الْجَبْهَةِ صَدَقَةٌ، قَالَ الْصَقْرُ الْجَبْهَةُ الْخَيْلُ وَالْبِغَالُ وَالْعَبِيْدُ-

আলী ইবনু আবি ত্বালেব (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ছাঃ) বলেছেন, শাক-শব্জিতে যাকাত নেই, আরিয়াতে যাকাত নেই, পাঁচ ওসাকের কমে যাকাত নেই, কাজে নিয়োজিত পশুতে যাকাত নেই এবং যাবহাতেও যাকাত নেই। সাকার বলেন, জাবহা অর্থ হল, ঘোড়া, খচ্ছর এবং দাস-দাসী।

(*দারাকুত্বনী হা/১৯৩০; মিশকাত হা/১৮১৩।*)

পশুর পরিবর্তে তার মূল্য দ্বারা যাকাত আদায়ের হুকুম

পশুর পরিবর্তে তার মূল্য দ্বারা যাকাত আদায় করলে তা আদায় হবে না। বরং পশুর যাকাত পশু দ্বারাই আদায় করতে হবে। হাদীছে এসেছে,

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْيَمَنِ وَأَمَرَنِيْ أَنْ آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ مُسِنَّةً وَمِنْ كُلِّ ثَلاَثِيْنَ تَبِيْعًا أَوْ تَبِيْعَةً-

মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন আমাকে ইয়ামানের উদ্দেশ্যে পাঠালেন, তখন তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন, গরুর যাকাতে প্রত্যেক চল্লিশটিতে একটি 'মুসিন্নাহ' (দু'বছর অতিক্রম করে তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী গরু) এবং প্রত্যেক

ত্রিশটিতে একটি 'তাবী' অথবা 'তাবী'আহ্' (এক বছর অতিক্রম করে দ্বিতীয় বছরে পদার্পণকারী গরু) গ্রহণ করবে।

(*তিরমিযী হা/৬২৩; নাসাঈ হা/২৪৫০; ইবনু মাজাহ হা/১৮০৩; মিশকাত হা/১৮০০, 'যাকাত' অধ্যায়, আলবানী, সনদ ছহীহ।)*

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

وَفِيْ صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِيْ سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِيْنَ إِلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ شَاةٌ-

'বিচরণশীল ছাগলের যাকাতে চল্লিশটি হতে একশত বিশটি পর্যন্ত একটি ছাগল।

(*বুখারী হা/১৪৫৪, 'যাকাত' অধ্যায়; মিশকাত হা/১৭৯৬।)*

তিনি অন্যত্র বলেন,

فِيْ كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ ابْنَةُ لَبُوْنٍ-

'বিচরণশীল প্রত্যেক চল্লিশটি উটে একটি বিনতু লাবুন (দু'বছর অতিক্রম করে তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী উট)।

(*নাসাঈ হা/২৪৪৯; আলবানী, সনদ হাসান।)*

অতএব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পশুর যাকাত পশু দ্বারাই আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। এছাড়াও রাসূল (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেঈনে ইযামের কেউ কখনো পশুর পরিবর্তে তার মূল্য দ্বারা যাকাত আদায় করেননি। সুতরাং পশুর যাকাত পশু দ্বারাই আদায় করতে হবে।

ফল ও ফসলাদির যাকাত

অন্যান্য সম্পদের ন্যায় ভূমি থেকে উতপাদিত ফসলেরও নির্ধারিত যাকাত রয়েছে। এটা আদায় করা ফরজ। কোরআন ও হাদীস থেকে এর সুস্পষ্ট প্রমান পাওয়া যায়।

জমিতে উৎপাদিত ফল ও ফসলের যাকাত ফরয হওয়ার দলীল :

আল্লাহ তা‘আলা মানুষকে আশরাফুল মাখলূকাত তথা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। আর পৃথিবীকে করেছেন মানুষের জন্য বসবাস উপযোগী আবাস। যমীনকে করেছেন মানুষের জীবিকা নির্বাহের প্রধান উৎস। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِيْ الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ قَلِيْلاً مَّا تَشْكُرُوْنَ-

‘আমরা তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং সেখানে তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থাও করেছি। তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর’ *(আ‘রাফ ৭/১০)*।

তিনি অন্যত্র বলেন,

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُوْنَ -أَأَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُوْنَ -لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُوْنَ -إِنَّا لَمُغْرَمُوْنَ -بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ-

‘তোমরা যে বীজ বপন কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? তোমরা কি তাকে অংকুরিত কর, না আমরা অংকুরিত করি? আমরা ইচ্ছা করলে তাকে খড়কুটায় পরিণত করতে পারি, তখন তোমরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে। বলবে, আমরা তো ঋণের চাপে পড়ে গেলাম; বরং আমরা হূত সর্বসব হয়ে পড়লাম’ *(ওয়াকি‘আ ৫৬/৬৩-৬৭)*।

তিনি অন্যত্র বলেন,

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ -أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا -ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا -فَأَنْبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا -وَعِنَبًا وَقَضْبًا -وَزَيْتُوْنًا وَنَخْلاً -وَحَدَائِقَ غُلْبًا -وَفَاكِهَةً وَأَبًّا -مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ-

‘মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক, আমরাই প্রচুর পানি বর্ষণ করেছি, এরপর আমরা ভূমিকে বিদীর্ণ করেছি, অতঃপর তাতে উৎপন্ন করেছি শস্য, আঙ্গুর, শাক-সব্জি, যয়তুন,

খেজুর, ঘন উদ্যান, ফল এবং ঘাস তোমাদের ও তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুদের উপকারার্থে' *(আবাসা ৮০/২৪-৩২)*।

আল্লাহ তা'আলা যমীনকে যেমন মানুষের জীবিকা নির্বাহের প্রধান উৎস বানিয়েছেন, তেমনি তা হতে উৎপাদিত ফসলের যাকাত ফরয করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُوْا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيْهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ-

'হে মুমিনগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমরা যা ভূমি হতে তোমাদের জন্য উৎপাদন করে দেই তন্মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় কর এবং তার নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার সংকল্প কর না; অথচ তোমরা তা গ্রহণ করবে না, যদি না তোমরা চোখ বন্ধ করে থাক। আর জেনে রেখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত' *(বাক্বারাহ ২/২৬৭)*।

তিনি অন্যত্র বলেন,

وَهُوَ الَّذِيْ أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوْشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوْشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوْا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُوْا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ-

'তিনিই লতা ও বৃক্ষ-উদ্যানসমূহ সৃষ্টি করেছেন এবং খেজুর গাছ, বিভিন্ন স্বাদ বিশিষ্ট খাদ্যশস্য, যায়তুন ও ডালিমও সৃষ্টি করেছেন; এগুলি একে অপরের সদৃশ এবং বিসদৃশও। যখন তা ফলবান হয় তখন তার ফল আহার করবে আর ফসল কাটার দিনে তার হক (যাকাত) প্রদান করবে এবং অপচয় করবে না; নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদেরকে ভালবাসেন না' *(আন'আম ৬/১৪১)*।

সালিম ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) তার পিতার সুত্রে বর্ননা করেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন," বৃষ্টি ও ঝর্নার পানিতে অথবা প্রাকৃতিকভাবে সিক্ত মাটি হতে উতপাদিত ফসলের এক দশমাংশ এবং সেচ দ্বারা উতপাদিত শস্যের এক দশমাংসের অর্ধেক যাকাত হিসেবে দিতে হবে। (সহীহুল বুখারীঃ১৪৮৭)

শরীয়তের পরিভাষায় ফসলের যাকাতকে “উশর” বলা হয়। অর্থাৎ জমি উশরি হলে যা আদায় করতে হবে তা উশর। মুসলামানের মালিকাধীন ভূমিই হচ্ছে উশরী ভূমি। “উশর” এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে -এক দশমাংশ। মুসলমানের মালিকানাধীন ভুমি থেকে উতপাদিত ফসলের এক দশমাংশ বা দশ ভাগের এক ভাগ অথবা এক দশমাংশের অর্ধেক তথা বিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দেয়াকে “উশর” বলে। মুসলমানের মালিকানাধীন যেসব জমিকে বৃষ্টির পানি এবং নদীর পানি সিক্ত করে কিংবা স্বভাবতই সিক্ত থাকে এমন জমি থেকে উতপাদিত ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হবে এবং যেসব জমিকে সেচের মাধ্যমে সিক্ত করা হয় এমন জমি থেকে উতপাদিত ফসলের বিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হবে।

অন্যান্য সম্পদের যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে নেসাব পরিমান সম্পদ পুর্ন এক বছর মালিকানাধীণ থাকা শর্ত কিন্তু ফসলের যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে সেই ফসল এক বছর মালিকানাধীন থাকা শর্ত নয়। বরং যখনই ফসল হস্তগত হবে তখনই উশর আদায় করতে হবে। এমনকি বছরে যতবার ফসল উতপাদন হবে ততবারই ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ যাকাত হিসেবে আদায় করতে হবে।

ফলের ক্ষেত্রে ,ফল যখন ব্যবহার উপযোগী হয় ও পেকে যায় । যেমন ফলের আটি শক্ত বা খেজুর লাল হয় তখন তার উপর যাকাত ওয়াজিব হয়।

তবে যখন ফসল খোসা থেকে পরিষ্কার করবে বা তাতে মেশিন লাগাবে তখন আদায় করবে। অনুরুপভাবে, খেজুর শুকানোর পরে তার যাকাত দিবে।

উল্লেখ্য, ফসল নেসাব পরিমান হওয়ার পর মালিক যেভাবে ইচ্ছা তাতে কর্তৃত্ব করতে পারবে। যেমন বেচা ও হেবা করা ইত্যাদি। যদি ফল উপযুক্ত হওয়ার পর মালিক সেখান থেকে বেচে বা কাউকে হেবা করে। বিশুদ্ধ মতে তার যাকাত মালিকের উপর ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ বিক্রেতার উপর।কারন যখন সে ফল/ফসলের মালিক ছিলো তখন যাকাত ওয়াজিব হয়েছে। এখন চাইলে ফসল কিনে যাকাত দিবে বা সহজতার জন্য টাকাও দিতে পারে। আর যদি ফল উপযুক্ত হওয়ার পুর্বে বেচে দেয় কিংবা হেবা করে । অতঃপর ক্রেতা কিংবা দান গ্রহীতার কাছে ফল বা ফসল উপযুক্ত হয়, ক্রেতা বা দান গ্রহীতার অপর যাকাত ওয়াজিব হবে। যদি যাকাত পরিমান হয়।

জ্ঞাতব্য যে, মালিকের হস্তক্ষেপ বা সীমালংঘন ছাড়া যদি ফল বা ফসল ধ্বংস হয় তাতে যাকাত ওয়াজিব হবেনা। যদি যাকাত ওয়াজিব হওয়ার পর মালিক নিজে ধ্বংস করে তবে তার উপর যাকাত মওকুফ হবেনা। যদি সে দাবি করে সীমালংঘন ছাড়া নষ্ট হয়েছে ,বিশুদ্ধ মতে তার কথা গ্রহনযোগ্য হবে। কসম নেওয়ার প্রয়োজন নেই।

যে সকল শস্যের যাকাত ফরয :

যে সকল শস্য জমিতে উৎপন্ন হয় তা যদি মানুষের সাধারণ খাদ্য হিসাবে বিবেচিত হয় এবং তা ওযন ও গুদামজাত করা যায়, সে সকল শস্যেই কেবল যাকাত ফরয। হাদীছে এসেছে,

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ إِنَّمَا سَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الزَّكَاةَ فِيْ هَذِهِ الأَرْبَعَةِ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالزَّبِيْبِ وَالتَّمْرِ-

ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) গম, যব, কিসমিস এবং খেজুর এই চারটি শস্যের যাকাত প্রবর্তন করেছেন।

(*সুনানুদ দারাকুতনী হা/১৯৩৬; সিলসিলা ছহীহা হা/৮৭৯।)*

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ عِنْدَنَا كِتَابُ مُعَاذٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالزَّبِيْبِ وَالتَّمْرِ-

মূসা ইবনু ত্বালহা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কর্তৃক মু‘আয (রাঃ)-এর নিকট প্রেরিত পত্র আমাদের নিকট ছিল। যাতে তিনি গম, যব, কিসমিস ও খেজুরের যাকাত গ্রহণ করেছেন।

(*মুসনাদে আহমাদ হা/২২০৪১; সিলসিলা ছহীহা, হা/৮৭৯।)*

উল্লিখিত হাদীছদ্বয়ে বর্ণিত চারটি শস্যের যাকাতের কথা বলা হলেও এই চারটিকেই নির্দিষ্ট করা হয়নি। বরং ওযন ও গুদামজাত সম্ভব সকল শস্যই এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন ধান, ভুট্টা ইত্যাদি।

অতএব গুদামজাত অসম্ভব এমন শস্যের যাকাত ফরয নয়। যেমন শাক-সবজি বা কাঁচা মালের কোন যাকাত (ওশর) নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لَيْسَ فِى الْخَضْرَوَاتِ زَكَاةٌ ‘শাক-সব্জিতে কোন যাকাত (ওশর) নেই’।

(*ছহীহ জামেউছ ছগীর হা/৫৪১১, আলবানী, সনদ ছহীহ।*)

উল্লেখ্য যে, এ জাতীয় সম্পদের বিক্রয়লব্ধ অর্থ এক বছর অতিক্রম করলে এবং নিছাব পরিমাণ হলে শতকরা ২.৫০ টাকা হারে যাকাত দিতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لاَ زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ‘এক বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে মালের যাকাত নেই’।

(*তিরমিযী হা/৬৩২; ইবনু মাজাহ হা/১৭৯২; আলবানী, সনদ ছহীহ।*)

ফসলের যাকাতের নেসাবঃ

কৃষিপণ্যের যাকাতের নিছাব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

لَيْسَ فِيْمَا أَقَلُّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ-

‘পাঁচ ওয়াসাক-এর কম উৎপন্ন ফসলের যাকাত নেই’।

(*বুখারী হা/১৪৮৪*)

‘ওয়াসাক’-এর পরিমাণ : ১ ওয়াসাক সমান ৬০ ছা‘। অতএব ৫ ওয়াসাক সমান ৬০×৫=৩০০ ছা‘। ১ ছা‘ সমান ২ কেজি ৫০০ গ্রাম হলে ৩০০ ছা‘ সমান ৭৫০ কেজি হয়। অর্থাৎ ১৮ মন ৩০ কেজি। এই পরিমাণ শস্য বৃষ্টির পানিতে উৎপাদিত হলে ১০ ভাগের ১ ভাগ যাকাত ফরয। আর নিজে পানি সেচ দিয়ে উৎপাদন করলে ২০ ভাগের ১ ভাগ যাকাত ফরয।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُوْنُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِىَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ-

‘বৃষ্টি ও ঝর্ণার পানি দ্বারা সিক্ত ভূমিতে উৎপাদিত ফসল বা নালার পানিতে উৎপন্ন ফসলের উপর ‘ওশর’ (দশ ভাগের এক ভাগ) যাকাত ওয়াজিব। আর সেচ দ্বারা উৎপাদিত ফসলের উপর ‘অর্ধ ওশর’ (বিশ ভাগের এক ভাগ) যাকাত ওয়াজিব’।

(*বুখারী হা/১৪৮৩)*

ফসলের ক্ষেত্রে যাকাতের নেসাব হলো ৫ ওয়াসাক। বর্তমান সময়ে ৫ ওয়াসাক এর পরিমান কি এ ব্যাপারে বেশ কিছু মত পাওয়া যায়। তন্মদ্ধ্যে সর্বৌচ্চ পরিমান ১০৮০ কেজি, আর সর্বনিম্ন পরিমান ৬৫৩ কেজি।

- ফসলের মালিকের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে ,চাষি জমির মালিক হোক বা বৈধ চুক্তিতে অপরের জমি চাষ করুক। যেমন ভাড়া বা হেবা অথবা অবৈধভাবে তাতে চাষ করুক । যেমন জবরদখল।

- যদি জমির মালিক ও চাষীর মাঝে চাষবাসের চুক্তি হয় যেমন, চুক্তি করলো জমির মালিক জমি দিবে।চাষি চাষ করার যাবতীয় খরচ বহন করবে । যেমন চাষ করা , পানি দেওয়া , কাটা ও সংগ্রহ করা ইত্যাদি। তারপর চুক্তি মোতাবেক উভয় ফসল ভাগ করবে। যদি বন্টন শেষে উভয়ের অংশ যাকাতের নেসাব পরিমান না হয় তাহলে যাকাত ওয়াজিব হবেনা। কারন ফসলের যাকাতে যৌথ মালিকানার প্রভাব নেই।

- যে ফল ও ফসলে যাকাত ওয়াজিব হয় , সেই ফল ও ফসল যদি ৫ ওয়াসাক হয় তাহলে যাকাত ওয়াজিব হবে। পাচ ওয়াসাক পুর্ণ করার জন্য এক ফসল অপর ফসলের সাথে যোগ করবেনা। অতএব খেজুরের সাথে কিশমিশ কিংবা যবের সাথে গম যোগ করবেনা। যখন যেই প্রকার নেসাব পরিমান হবে, তখন সেই প্রকারের যাকাত দিবে। যদি একই প্রকার ফসল বিভিন্ন জাতের হয় তখন এক জাত অপর জাতের সাথে যোগ করবে। যেমন, কাচা , আধা পাকা ও পাকা খেজুর একটি অপরটির সাথে যোগ করে হিসাব করবে।

- এক প্রকার ফসল পাচ ওয়াসাক হলেই যাকাত ওয়াজিব হবে। যদি মালিক একজন হয় তাহলে এক বা একাধিক ক্ষেতের ফসল যোগ করবে। ক্ষেতের মধ্যবর্তী দুরত্ব যাই হোক না ,যদি পাচ ওয়াসাক হয় আথলেই যাকাত দিতে হবে।

- কেউ গ্রীষ্মকালে ফসল করেছে যা নেসাব পরিমান হয়নি, আবার বসন্তকালে একই ফসল করেছে উভয় মৌসুমের ফসল যদি যৌথভাবে নেসাব পরিমান হয় তাহলে এক দশমাংশ যাকাত দিবে কারন বছর এক।

- জমি চাষ করতে যে অর্থ ব্যয় হয় যেমন চাষ করা ফসল কাটা , সংগ্রহ করা, মেশিন লাগানো, পানির কুপ খনন ও প্রণালি তৈরি করা ইত্যাদি যাকাত থেকে নিবে কিনা ?

- অধিকাংশ আলিম বলেছেন, যদি চাষি চাষ করার জন্য ঋন করে তাহলে ঋনের পরিমান যাকাত থেকে পরিশোধ করবে। যদি চাষী নিজ থেকে খরচ করে এবং সে ঋনগ্রস্থ নয় তাহলে চাষের খরচ যাকাত থেকে নিবেনা।

- ইমাম খাত্তাবী (রঃ) বলেছেন,” চাষি যদি নির্দিষ্ট খরচ দিয়ে কুপ খনন ও নালা তৈরী করে ,অতঃপর তা নষ্ট হয় ও পানি কমে যায় এবং পুনরায় নতুন খরচে কুপ খনন করা জরুরি হয়, তাহলে চাষী এক দশমাংশের অর্ধেক অর্থাৎ বিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিবে। এটি মালিকের প্রতি এক প্রকার সহানুভূতি।

- ফসল সংগ্রহ ও মাপার সময় চাষী, চাষির পরিবার ও চতুষ্পদ জন্তু যা খায় বা দুর্বলরা নেয় বা কাটার সময় সদাকা করে সেগুলো চাষির থেকে গুনবেনা।
- ইবন কুদামাহ (রঃ) বলেনঃ যদি টাকার বিনিময়ে সেচ করে বছরের প্রথম অর্ধেকে একটি ফসল তুলে যা নেসাব পরিমান নয়। অতঃপর বছরের দ্বিতীয়ার্ধে বিনা খরচে

একই ফসল করে এবং দুইবারের ফসল যৌথভাবে নেসাব পরিমান হয় তাহলে যাকাত ওয়াজিব হবে। যাকাতের পরিমানঃ এক-দশমাংশের তিন চতুর্থাংশ। অর্থাৎ মোট ফসলের ৭.৫% যাকাত দিবে।

- কারো দুইটি বাগান একটি অর্থ দিয়ে অপরটি অর্থ ছাড়া সেচ করে ,নেসাব হিসাব করার সময় দুই বাগানের ফসল যোগ করবে। অতঃপর যে বাগান বিনা অর্থে সেচ করে তার এক দশমাংশ যাকাত দিবে , অর্থাৎ ফসলের ১০% । আর যে বাগান অর্থ দিয়ে সেচ করে তার এক দশমাংশের অর্ধেক অর্থাৎ বিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিবে যা মোট ফসলের ৫%।

- এক ফসলে যখন একবার উশর তথা এক দশমাংশ যাকাত ওয়াজিব হয় সেই ফসলে দ্বিতীয়বার উশর ওয়াজিব হবেনা, তার উপর দিয়ে যত বছর অতক্রম করুক।

- উদাহরনঃ জনৈক চাষির এক বছর থেকেও অধিক সময় ধরে একটি ফসল আছে , যার যাকাত সে একবার দিয়েছে কিন্তু তার নেসাব কমেনি। দ্বিতীয়বার এই ফসলে যাকাত ওয়াজিব হবেনা। তবে ফসলের কোন অংশ যদি ব্যবসার জন্য নির্ধারিত করে সে অংশ ব্যবসায়ী পণ্যের অন্তর্ভুক্ত হবে। তার উপর বছর পুর্ণ হলে ব্যবসায়ী পণ্য হিসেবে যাকাত দিবে।

- ইবনে উসাইমিন (রঃ) বলেনঃ " কাউকে বলা হলো এই ক্ষেতের ফসল তুলো, বিনিময়ে তুমি এক তৃতীয়াংশ নিবে । আর তোমার মালিক নিবে দুই তৃতীয়াংশ। যদি এই শর্তে সে ফসল তুলে তার এক-তৃতীয়াংশে যাকাত ওয়াজিব হবেনা। যদিও তা পাচ ওয়াসাক অর্থাৎ নেসাব পরিমান হয়। কারন ,যখন যাকাত ওয়াজিব হয়েছে তখন সে ফসলের মালিক ছিলোনা। মালিক হয়েছে ফসল তোলার পর।

আলুর যাকাতের বিধান:

আলুর ওশর বা যাকাত দিতে হবে না। কেননা যমীন থেকে উৎপাদিত যেসব খাদ্য-শস্য স্বাভাবিকভাবে এক বছর পর্যন্ত থাকে না বরং তার আগেই পচন দেখা দেয়, সেগুলোর ওশর নেই। তবে এগুলির বিক্রয়লব্ধ টাকা যদি এক বছর সঞ্চিত থাকে এবং নিছাব পরিমাণ হয়, তাহলে শতকরা ২.৫ টাকা বা ৪০ ভাগের ১ ভাগ হিসাবে তার যাকাত দিতে হবে।

অনুমান দ্বারা খেজুর ও আংগুরের নেসাব নির্ধারন করাঃ

অনুমান বা খারস হচ্ছে যাকাত উসুলকারী আমানতদারের অভিজ্ঞতা লব্ধ ধারনা , যিনি মালিক থেকে যাকাত উসুল করেন। যেমন খেজুর ও আংগুরের বাগান দেখে ওজন ব্যতীত একটি পরিমান বলেন , যা অভিজ্ঞ ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ব্যতীত সম্ভব নয়। অভিজ্ঞ ব্যক্তি অনুমান করে শুকনো খেজুর বা কিশমিশের পরিমান বলবেন , অর্থাৎ গাছের ব্যবহার উপযোগী খেজুর বা আংগুর দেখে বলবেনঃ এই বাগানের খেজুর বা আংগুর শুকালে এই পরিমান খেজুর বা কিশমিশ হবে। অনুমান করার উদ্দেশ্য , গাছে থাকাবস্থায় ব্যবহার উপযোগী ফলের পরিমান জেনে খাওয়ার পুর্বে তার যাকাত নির্ণয় করা।

অনুমান করার সময় লক্ষণীয়ঃ

- ফল ব্যবহার হওয়ার উপযোগী হওয়ার পর অনুমান করবে অর্থাৎ যখন ফলের রঙ লাল, হলুদ বা আংগুরে মিষ্টতা শুরু হয়।

- অনুমানকারী একাধিক হওয়া জরুরি নয়, একজনই যথেষ্ট। তবে আমানতদার হওয়া ও অনুমান করার অভিজ্ঞতা থাকা জরুরি।

- মালিকের খাওয়ার অংশ অনুমানকারী হিসেব থেকে বাদ দিবে অর্থাৎ নেসাব নির্ণয় করে বলবে এই পরিমান খাবারের জন্য বাদ দিলাম। কতক আলিম বলেছেন , খাওয়ার পরিমান এক তৃতীয়াংশ। যদি এক তৃতীয়াংশ না রাখে ,এক চতুর্থাংশ অবশ্যই রাখবে। কারন তারা খাবে ও মেহমানদেরকে খাওয়াবে এবং প্রতিবেশি ও বন্ধুদের খেতে দিবে। খাবারের অংশ রেখে অবশিষ্ট অংশ থেকে যাকাত দিবে।

- ইবনে কুদামাহ (রঃ) বলেছেনঃ যদি মালিক বলেন যে , অনুমানকারী অনুমান করতে ভুল করেছেন, তার দাবি যুক্তিসংগত হলে গ্রহন করা হবে, কসমের প্রয়োজন নেই। আর যদি তার দাবি যুক্তিসংগত না হয়, যেমন বললো অর্ধেক ভুল করেছে বা অনুরুপ কিছু বললো। তার কথা গ্রহনযোগ্য হবেনা। আর যদি বলে, অনুমানের বাইরে কিছুই থাকবেনা , তাহলে তার কথা গ্রহন করা হবে কসম ব্যতীত। কারন অনেক ফল বিপদ আপদে নষ্ট হবে, যার কারন আমরা জানিনা।

- যদি ইমাম কাউকে অনুমান করার জন্য নির্ধারন না করেন , যেমন বর্ত্মানে করা হয়না । তাহলে ইবনে কুদামাহ (রঃ) বলেছেনঃ ফসলের মালিক অনুমানকারী ঠিক করবে। আবার মালিকের নিজের অনুমান করাও বৈধ। তবে সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি, যে খাতে যা প্রযোজ্য তার চেয়ে বেশি নিবেনা। যথা, খাবারের জন্য এক তৃতীয়াংশ বা এক চতুর্থাংশ থেকে বেশি নিবেনা।

- অনুমান শুধু খেজুরের জন্য প্রযোজ্য। তার সাথে যোগ হবে আংগুর। অন্যান্য দানা জাতীয় শস্য অনুমান করে বলা যথেষ্ট নয়। মাপা জরুরি।

অনুমান করার পদ্ধতিঃ

অনুমানকারী ঘুরে ঘুরে বাগানের ফল দেখবে ও বলবেঃ এই গাছে এত কেজি খেজুর হবে, শুকালে এত কেজি খেজুর টিকবে। একইভাবে আংগুর থেকে উৎপাদিত কিশমিশ অনুমান করবে।

জমির যাকাত

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে যতগুলো সম্পদ দান করেছেন তার মধ্যে জমি অতি মূল্যবান একটি সম্পদ। এই মূল্যবান সম্পদের কখন ও কিভাবে যাকাত আদায় করতে হবে তা নিম্নে আলোচনা করা হল :

(ক) জমি যদি বসবাস অথবা চাষাবাদের কাজে ব্যবহৃত হয় তাহলে সেই জমির কোন যাকাত আদায় করতে হবে না। বরং উক্ত জমি থেকে যে শস্য উৎপাদিত হবে তা নিছাব পরিমাণ হলে তার ওশর বা যাকাত আদায় করতে হবে।

(খ) উক্ত জমি ভাড়ায় খাটানো হলে অথবা ভাড়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিল্ডিং তৈরী করা হলে সেই জমির কোন যাকাত আদায় করতে হবে না। বরং তা থেকে অর্জিত নিছাব পরিমাণ অর্থ এক বছর অতিক্রম করলে শতকরা ২.৫০ টাকা হারে যাকাত দিতে হবে।

(গ) ব্যবসার উদ্দেশ্যে জমি ক্রয় করলে (সরাসরি উক্ত জমি বিক্রয় করে লাভ করার উদ্দেশ্য থাকলে) এবং তা এক বছর অতিক্রম করলে সেই জমির বর্তমান বিক্রয়মূল্য হিসাব করে শতকরা ২.৫০ টাকা হারে যাকাত দিতে হবে। উল্লেখ্য যে, উক্ত জমির বছর হিসাব করা হবে ঐ সময় থেকে, যখন থেকে তার নিকট জমি ক্রয় করার টাকা গচ্ছিত হয়েছে। এ সময় থেকে এক বছর অতিক্রম করলে উক্ত জমির বর্তমান মূল্যের শতকরা ২.৫০ টাকা হারে যাকাত প্রদান করবে। আর এক বছর অতিক্রম হওয়ার পূর্বেই জমি বিক্রয় করলে বিক্রয়লব্ধ টাকা নিছাব পরিমাণ হলে তা থেকে যাকাত আদায় করবে।

অতএব মূল কথা হল, ব্যবসার উদ্দেশ্যে জমি ক্রয়-বিক্রয় করলেই কেবল সেই জমির বর্তমান বিক্রয়মূল্য হিসাব করে শতকরা ২.৫০ টাকা হারে যাকাত দিতে হবে। আর ব্যবসার উদ্দেশ্য না থাকলে সেই জমির কোন যাকাত আদায় করতে হবে না। বরং তা থেকে অর্জিত অর্থ নিছাব পরিমাণ হলে তার শতকরা ২.৫০ টাকা হারে যাকাত দিতে হবে।

আহলে ইলমগন জমিনকে দুই ভাগে ভাগ করেছেনঃ

১-উশরি

২-খারাজি

উশরি জমিন নিম্নরুপঃ

কোন দেশের লোকেরা যদি নিজেরাই নিজের দেশে ইসলামকে দাখিল করে অর্থাৎ নিজ থেকে তারা ইসলাম গ্রহন করে তাহলে তাদের জমির মালিক তারাই হবে। এরুপ জমি এক প্রকার উশরি জমি।

যে জমি বল প্রয়োগ করে দখল করা হয়, যেমন যুদ্ধে জয় করা হয়য়, তবে তা ইমাম বা মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান পায় অর্থাৎ রাষ্ট্রের সম্পদ হিসেবে ঘোষনা দেন নি বরং গণিমত ঘোষনা দিয়েছেন। যেমন মুজতাহিদদের মাঝে বন্টন করে তাদেরকে মালিক বানিয়ে দিয়েছেন। এরুপ জমিও এক প্রকার উশরি জমি।

যে জমির কেউ মালিক নয় , তবে ইমাম কতক প্রজাকে তাদের অভাব ও প্রয়োজন দেখে অথবা কোন শর্তে দিয়েছেন। এরুপ জমিও এক প্রকার উশরি জমি।

মৃত ও অনাবাদি জমি , যার মালিক কেউ নয় । কোন মুসলিম যদি রাষ্ট্রের অনুমতি বা সার্টিফিকেট নিয়ে সেচ করে ও শস্য বুনে জীবিত করে সেটিও এক প্রকার উশরি জমি।

জ্ঞাতব্য যে, উশরি জমির ফসলে যাকাত ওয়াজিব হয়। এতে আলিমদের কোন দ্বিমত নেই । অর্থাৎ নেসাব পরিমান হলে এক দশমাংশ যাকাত দিবে।

খারাজি জমিঃ যে জমি কাফেরদের থেকে মুজতাহিদরা সন্ধির মাধ্যমে জয় করেছে ,অতঃপর তার মালিক তাদেরকেই বানিয়ে দিয়েছে অথবা মুসলিমরা বল প্রয়োগ করে কোন দেশ জয় করেছে । কিন্তু ইমাম সেই জমি ফায় অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় সম্পদ ঘোষনা করে ,শর্ত মোতাবেক পুর্বের মালিকদের নিকট রেখে দিয়েছে , তবে তাদেরকে জমির মালিক ঘোষণা করেনি।

এসব জমির মালিকের উপর যে নির্ধারিত ফসল ধার্য করা হয় শরীয়তের পরিভাষায় তার নাম খারাজ। খারাজ হচ্ছে জমির এক প্রকার ভাড়া। পুর্বের মালিকরা বর্তমানেও তাদের জমি থেকে ফায়দা হাসিল করছে তার বিনিময় এই ভাড়া বা খারাজ দিবে। এই খারাজের পরিমান বা ভাড়া হবে ইমামের সিদ্ধান্ত মোতাবেক।

খারাজি জমির ব্যাপারে ইমামগণ দ্বিমত পোষন করেছেন , অর্থাৎ খারাজি জমির থেকে খারাজের সাথে উশরও আদায় করা জরুরি কিনা?

অধিকাংশ আলিম বলেছেনঃ উশরের সাথে খারাজও পরিশোধ করা জরুরি।

জমিতে শস্যের পরিবর্তে মাছের চাষ করা হলে তার যাকাতের বিধান:

কোন জমিতে শস্যের পরিবর্তে মাছের চাষ করলে মাছের ওশর বা যাকাত দিতে হবে না। কারণ মাছের কোন ওশর নেই। তবে মাছের চাষ যদি ব্যবসায় পরিণত হয়, তাহলে বছর শেষে মূলধন ও লভ্যাংশ হিসাব করে নিছাব পরিমাণ হলে তা থেকে শতকরা ২.৫ টাকা হারে যাকাত আদায় করতে হবে।

মধুর যাকাতের হুকুম:

আল্লাহ তা‘আলা মানুষকে যেসব নে‘আমত দান করেছেন তার মধ্যে মধু অন্যতম। তিনি বলেন,

وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ -ثُمَّ كُلِيْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِيْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيْهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِيْ ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ-

‘আর তোমার রব মৌমাছিকে ইংগিতে জানিয়েছেন যে, তুমি পাহাড়ে ও গাছে এবং তারা যে গৃহ নির্মাণ করে তাতে নিবাস বানাও। অতঃপর তুমি প্রত্যেক ফল থেকে আহার কর এবং তুমি তোমার রবের সহজ পথে চল। তার পেট হতে এমন পানীয় বের হয়, যার রং ভিন্ন ভিন্ন, যাতে রয়েছে মানুষের জন্য রোগ নিরাময়। নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে সে কওমের জন্য, যারা চিন্তা করে’ *(নাহল ১৬/৬৮-৬৯)*।

এক্ষণে প্রশ্ন হল, মানুষের উপর আল্লাহ তা‘আলার দানকৃত উপরোক্ত নে‘মত মধুর যাকাত আদায় করতে হবে কি-না? এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। তবে ছহীহ মত হল, মধুর যাকাত আদায় করতে হবে না। কেননা তা প্রথমতঃ কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দলীল দ্বারা সাব্যস্ত নয়। দ্বিতীয়তঃ তা এক প্রকার প্রাণীর পেট থেকে বের হয় যা গাভীর দুধের মত। সুতরাং দুধের যেমন যাকাত ফরয নয়, তেমনি মধুর যাকাত ফরয নয়।

গুপ্তধনের যাকাত

গুপ্তধনঃ

অধিকাংশ আলিম বলেছেন ,- গুপ্তধন বলতে জমিনে পুতে রাখা সকল সম্পদকে বুঝানো হয়। যেমন, প্রত্নতত্ব, স্বর্ণ, রূপা, সীসা, পিতল , বাসন কোসন ও অন্যান্য আসবাবপত্র।

তবে জাহেলি যুগের হওয়া শর্ত, অর্থাৎ নিশ্চিত হতে হবে যে , গুপ্তধন ইসলামের পুর্বযুগে মাটিতে পুতে রাখা হয়েছে।(গুপ্তধনের গায়ের তারিখ ও অন্যান্য নিদর্শন দেখে যা বুঝা যায়)

অতঃপর কেউ নিজের জমি খনন করতে গিয়ে তার সন্ধান পায়। যেমন, ঘরের খুটি অথবা কুপ অথবা কোনও খনন কাজে বেরিয়ে আসে। আর যদি গুপ্তধন বের করতে টাকা পয়সা ব্যয় হয় তখন সেটি আর গুপ্তধন থাকবেনা। যাকাতের সম্পদের ন্যায় সাধারন সম্পদ হিসেবে গণ্য হবে।

একটি বিষয় লক্ষণীয় যে যদি এই জমি (যেখানে গুপ্তধন পাওয়া গেছে) কারও থেকে ক্রয় করা হয়, আর গুপ্তধনে প্রমান থাকে যে ,যার থেকে জমি ক্রয় করা হয়েছে এই সম্পদ তারই তাহলে তখন বিক্রেতাকে এই সম্পদ ফেরত দেওয়া জরুরি। আর তখন সেই ব্যক্তিই তার যাকাত দিবে।

অনুরুপ জমি যদি রাষ্ট্রের মালিকানাধীন হয় , আর রাষ্ট্র কাউকে ভাড়া দেয় । তাহলে রাষ্ট্রকে সেই গুপ্তধন ফেরত দেওয়া জরুরি। রাষ্ট্র তার যাকাত দিবে।

আর যদি জানা যায় গুপ্তধন ইসলাম বিকাশ লাভ করার পর মাটিতে পুতে রাখা হয়েছে , তাহলে এ সম্পদ গুপ্তধন হবেনা। বরং কুড়িয়ে পাওয়া সম্পদ হবে।

অর্থাৎ কুড়িয়ে পাওয়া সম্পদের ন্যায় গণমাধ্যমে তার এক বছর ঘোষনা দিবে

(অমুক সম্পদ অমুক জায়গায় পাওয়া গেছে) যেন মালিক পর্যন্ত ঘোষণা পৌছে যায়।

যদি নিদর্শন দ্বারা মালিকের পরিচয় পাওয়া যায় তবে তাকে ফেরত দেওয়া ওয়াজিব।

অন্যথায় সে নিজেই তার মালিক হবে এবং নেসাব বরাবর হলে তার যাকাত দিবে। কারন এটি জাহিলি যুগের গুপ্তধন নয়।

গুপ্তধন থেকে যাকাত দেওয়ার পরিমানঃ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন," গুপ্তধনের যাকাত এক পঞ্চমাংশ"

অর্থাৎ যে গুপ্তধন পাবে সে গুপ্তধন থেকে এক পঞ্চমাংশ যাকাত দিতে হবে। অধিকাংশ আলিম বলেছেনঃ যে গুপ্তধন পাবে তার দায়িত্ব এক পঞ্চমাংশ যাকাত বের করা , সে মুসলিম হোক বা মুসলিম দেশে বসবাসকারী জিম্মী হোক। গুপ্তধন প্রাপককে মুসলিম শাসক বাধ্য করবেন, যেন রাষ্ট্রের নিকট এক পঞ্চমাংশ যাকাত হস্তান্তর করে। সে ছোট, বড়, সুস্থ বা পাগল যাই হোক।

গুপ্তধনের নেসাবঃ

হাদীসের বাহ্যিক অর্থ বলে, গুপ্তধনে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট নেসাব শর্ত নয়। অধিকাংশ আলিম এ কথা বলেছেন। অতএত, যে জাহেলি যুগের গুপ্তধন পাবে, সে তার এক পঞ্চমাংশ যাকাত দিবে। তার পরিমান কম হোক বা বেশি হোক।

এক পঞ্চমাংশ গুপধনের হকদারঃ

গুপ্তধনের খাত হাদীসে নির্ণয় করা হয়নি। তাই ফকিহগণ ইখতিলাফ করেছেনঃ গুপ্তধন থেকে এক পঞ্চমাংশ যাকাতের আট খাতে ব্যয় করবে নাকি গনীমতের ন্যায় জনস্বার্থে ব্যয় করবে?

বিশুদ্ধ মত হচ্ছে, এক পঞ্চমাংশ জনস্বার্থে ব্যয় করবে অর্থাৎ মুসলিম শাসক তার খাত নির্ণয় করবে। যেখানে স্বার্থ দেখবে সেখানে ব্যয় করবে।

গুপ্তধন থেকে এক পঞ্চমাংশ বের করার সময়ঃ

হাদীসের বাহ্যিক অর্থ বলছে যে, গুপ্তধন থেকে এক পঞ্চমাংশ বের করার জন্য বছর পুর্ণ হওয়া জরুরি নয়। বরং যখন পাবে তখন তার এক পঞ্চমাংশ যাকাত দিবে, এতে কারও দ্বিমত নেই।

শতকরা কত টাকা যাকাত দিতে হবে?

দৈনন্দিন প্রয়োজন অতিরিক্ত টাকা যেদিন নেসাব পরিমান (সাড়ে ৫২ ভরি রুপার সমমূল্য) হবে ,তার পুর্ন এক বছর হওয়ার পর সেই বছরের যাকাত ফরজ হবে। আর তার শতকরা ২.৫% তথা চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হবে।

তাহলে এক লক্ষ টাকার যাকাত আসে আড়াই হাজার টাকা।

মুদ্রাসমূহের যাকাত বের করার পদ্ধতি :

মুদ্রার যাকাত বের করার জন্য সমস্ত সম্পদকে ৪০ দ্বারা ভাগ করে এক ভাগ বা ২.৫০% যাকাত দিতে হবে। আর এটাই স্বর্ণ-রৌপ্য ও এর হুকুমে যা আসে তার যাকাত। যেমন কারো নিকট ৪,০০,০০০/= টাকা রয়েছে। উক্ত টাকার যাকাত বের করার নিয়ম হল, ৪,০০,০০০÷৪০ =১০,০০০/= টাকা। উল্লিখিত পদ্ধতিতে ৪,০০,০০০/= টাকা থেকে যাকাত হিসাবে ১০,০০০/= টাকা দান করতে হবে।

লক্ষণীয় বিষয়ঃ

- বিকাশের মাধ্যমে কারো কাছে যাকাতের টাকা পাঠালে সেক্ষেত্রে বিকাশ চার্জ আলাদাভাবে দিয়ে দিতে হবে।নয়তো যে অংশ চার্জ বাব্দ কাটা হবে সেই টাকার যাকাত আদায় হবেনা।
- অবৈধ সম্পদের বিধান হলো তা মুল মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেয়া। যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে সেই টাকা বা সম্পদ সওয়াবের নিয়ত ছাড়া গরীবকে বা জনহিতকর কোন কাজে দান করে দিতে হবে।

উদাহরনতঃ কারো কাছে এক লক্ষ টাকা আছে । তন্মধ্যে পচিশ হাজার টাকা অবৈধ। তাহলে সেই পচিশ হাজার টাকা মালিককে ফিরিয়ে দিতে হবে। তা সম্ভব না হলে সওয়াবের নিয়ত ছাড়া পুরোটাই দান করে দিতে হবে।বাকি পচাত্তর হাজার টাকার চল্লিশ ভাগের এক ভাগ

যাকাত আদায় করতে হবে। অনুরুপভাবে কেউ যদি অবৈধভাবে স্বর্নালংকারের মালিক হয় , তখনো উপরুক্ত নিয়ম প্রযোজ্য।

যাকাত ওয়াজিব হওয়ার পরে তা আদায়ের পূর্বে বিক্রি করলে তার হুকুম

কোন ব্যক্তির উপর যাকাত ওয়াজিব হয়েছে। কিন্তু যাকাত আদায়ের পূর্বেই তা বিক্রি করে দিয়েছে। এক্ষেত্রে উক্ত বিক্রয় বৈধ হবে কি-না? আর কার উপর উক্ত সম্পদের যাকাত আদায় করা ওয়াজিব? এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে ছহীহ মত হল, উক্ত বিক্রয় বৈধ। তবে বিক্রেতার উপর উক্ত সম্পদের যাকাত আদায় করা ওয়াজিব। অর্থাৎ অবশ্যই তাকে উক্ত বিক্রয়কৃত সম্পদের যাকাত আদায় করতে হবে।

যাকাত ওয়াজিব হওয়ার পরে তা আদায়ের পূর্বে মালিক মৃত্যুবরণ করলে তার হুকুম

কোন ব্যক্তির নিকট নিছাব পরিমাণ মাল এক বছর যাবৎ গচ্ছিত রয়েছে, যার উপর এখন যাকাত ওয়াজিব। কিন্তু যাকাত আদায়ের পূর্বেই মালিক মৃত্যুবরণ করলে পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে তার উপর ওয়াজিব হওয়া যাকাত আদায় করতে হবে। যাকাত আদায়ের পূর্বে ওয়ারিছগণ উক্ত সম্পদের কিছুই গ্রহণ করতে পারবে না। কেননা যাকাত ঋণের অন্তর্ভুক্ত, যা পরিশোধ করা ওয়াজিব।

(*ফাতাওয়া উছায়মীন 'যাকাত' অধ্যায় প্রশ্ন নং ৩৪; আল-মাওয়ার্দী, আল-হাবী ফি ফিক্বহীশ শাফেঈ ৩/২১৩ পৃঃ*)

হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ إِنَّ أُخْتِيْ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَإِنَّهَا مَاتَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاقْضِ اللهَ، فَهْوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ-

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, আমার বোন হজ্জ করতে মানত করেছিলেন; কিন্তু তা আদায় করার পূর্বে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমার বোনের উপর কারো ঋণ থাকলে তুমি কি তা আদায় করতে? সে বলল, হাঁ, (তা আদায় করতাম)। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তবে আল্লাহর ঋণ আদায় কর। এটা আদায়ের অধিক হকদার।

(বুখারী হা/৬৬৯৯, 'শপথ ও মানত' অধ্যায়)

অত্র হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মৃত ব্যক্তির ঋণ থাকলে তা পরিশোধ করা ওয়াজিব। আর যাকাত আল্লাহর ঋণের অন্তর্ভুক্ত, যা আদায়ের অধিক হকদার।

বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই যাকাত আদায়ের হুকুম

যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত হল, পূর্ণ এক চন্দ্র বছর অতিবাহিত হওয়া। কিন্তু এক চন্দ্র বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই যাকাত আদায় করলে তার উপর অর্পিত ওয়াজিব আদায় হবে কি-না? এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। তবে ছহীহ মত হল, এক চন্দ্র বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে যাকাত আদায় করলে তার উপর অর্পিত ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِيْ تَعْجِيْلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ فَرَخَّصَ لَهُ فِيْ ذَلِكَ-

আলী ইবনু আবী ত্বালেব (রাঃ) হতে বর্ণিত, নিশ্চয়ই আব্বাস (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে এক বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই যাকাত আদায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে অনুমতি দিলেন।

(আবুদাউদ হা/১৬২৪; তিরমিযী হা/৬৭৮; ইবনু মাজাহ হা/১৭৯৫)

অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ زَكَاةَ فِيْ مَالٍ حَتَّى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ - ‘এক বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে মালের যাকাত নেই’।

(*তিরমিযী হা/৬৩২; ইবনু মাজাহ হা/১৭৯২; সনদ ছহীহ।*)

এ হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে যাকাত আদায়কে নিষিদ্ধ করেননি। বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, এক বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে যাকাত ওয়াজিব নয়। অর্থাৎ এক বছর পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথেই তার উপর যাকাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। উক্ত ওয়াজিব আদায় না করলে সে পাপী হবে। কিন্তু যাকাত ওয়াজিব হওয়ার সময়ের পূর্বে আদায় করা জায়েয।

যদি বলা হয় যে, ছালাত যেমন সময়ের পূর্বে আদায় করলে ছহীহ হয় না, যাকাত তেমন এক বছর পূর্ণ না হলে ছহীহ হয় না। তাহলে বলা হবে যে, ইবাদতের ক্ষেত্রে এক ইবাদত অন্য ইবাদতের উপর কিয়াস করা বৈধ নয়।[3] কেননা ছালাত ছহীহ হওয়ার জন্য ছালাতের সময় হওয়া শর্ত; কিন্তু যাকাত ছহীহ হওয়ার জন্য এক চন্দ্র বছর পূর্ণ হওয়া শর্ত নয়; বরং তা যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্ত।

এক বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে নিছাব পরিমাণ মালের কিছু অংশ ব্যয় হয়ে গেলে অথবা বিক্রি করে দিলে তার হুকুম

কারো নিকট ৪০ টি ছাগল অথবা ৭.৫০ ভরি স্বর্ণ রয়েছে। কিন্তু এক চন্দ্র বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে একটি ছাগল অথবা স্বর্ণের কিছু অংশ বিক্রি করে দিল। ফলে তার মালিকানায় নিছাব পরিমাণ মাল পূর্ণ এক বছর থাকল না। এক্ষেত্রে তার উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। কেননা নিছাব পরিমাণ মাল পূর্ণ এক বছর তার মালিকানায় ছিল না। তবে যাকাত দেওয়ার ভয়ে এক বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে কিছু মাল বিক্রি করার কৌশল অবলম্বন করা জায়েয নয়।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيْبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ-

‘নিশ্চয়ই প্রত্যেক কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল। আর মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতিফল পাবে। তাই যার হিজরত হবে ইহকাল লাভের অথবা কোন মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে, তার হিজরত সেদিকেই গণ্য হবে, যে জন্য সে হিজরত করেছে’।

(বুখারী হা/১, ‘আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি কিভাবে অহী শুরু হয়েছিল’ অধ্যায়।)

যাকাতের নির্দিষ্ট অংশের চেয়ে বেশী দান করার হুকুম:

যাকাতের নির্দিষ্ট অংশের চেয়ে বেশী পরিমাণ দান করা জায়েয এবং এই অতিরিক্ত দানের জন্য অতিরিক্ত নেকী অর্জিত হবে।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ بَعَثَنِيْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُصَدِّقًا فَمَرَرْتُ بِرَجُلٍ فَلَمَّا جَمَعَ لِيْ مَالَهُ لَمْ أَجِدْ عَلَيْهِ فِيْهِ إِلاَّ ابْنَةَ مَخَاضٍ فَقُلْتُ لَهُ أَدِّ ابْنَةَ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا صَدَقَتُكَ فَقَالَ ذَاكَ مَا لاَ لَبَنَ فِيْهِ وَلاَ ظَهْرَ وَلَكِنْ هَذِهِ نَاقَةٌ فَتِيَّةٌ عَظِيْمَةٌ سَمِيْنَةٌ فَخُذْهَا فَقُلْتُ لَهُ مَا أَنَا بِآخِذٍ مَا لَمْ أُوْمَرْ بِهِ وَهَذَا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْكَ قَرِيْبٌ فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَأْتِيَهُ فَتَعْرِضَ عَلَيْهِ مَا عَرَضْتَ عَلَيَّ فَافْعَلْ فَإِنْ قَبِلَهُ مِنْكَ قَبِلْتُهُ وَإِنْ رَدَّهُ عَلَيْكَ رَدَدْتُهُ قَالَ فَإِنِّيْ فَاعِلٌ فَخَرَجَ مَعِيْ وَخَرَجَ بِالنَّاقَةِ الَّتِيْ عَرَضَ عَلَيَّ حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ يَا نَبِيَّ اللهِ أَتَانِيْ رَسُوْلُكَ لِيَأْخُذَ مِنِّيْ صَدَقَةَ مَالِيْ وَايْمُ اللهِ مَا قَامَ فِيْ مَالِيْ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلاَ رَسُوْلُهُ قَطُّ قَبْلَهُ فَجَمَعْتُ لَهُ مَالِي فَزَعَمَ أَنَّ مَا عَلَيَّ فِيْهِ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَذَلِكَ مَا لاَ لَبَنَ فِيْهِ وَلاَ ظَهْرَ وَقَدْ عَرَضْتُ عَلَيْهِ نَاقَةً فَتِيَّةً عَظِيْمَةً لِيَأْخُذَهَا فَأَبَى عَلَيَّ وَهَا هِيَ ذِهِ قَدْ جِئْتُكَ بِهَا يَا رَسُوْلَ اللهِ خُذْهَا فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَاكَ الَّذِى عَلَيْكَ فَإِنْ تَطَوَّعْتَ بِخَيْرٍ آجَرَكَ اللهُ فِيْهِ وَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ قَالَ فَهَا هِيَ ذِهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَدْ جِئْتُكَ بِهَا فَخُذْهَا قَالَ فَأَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِقَبْضِهَا وَدَعَا لَهُ فِيْ مَالِهِ بِالْبَرَكَةِ-

উবাই ইবনু কা‘ব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (ছাঃ) আমাকে যাকাত আদায় করার জন্য প্রেরণ করলেন। আমি এক ব্যক্তির নিকট পৌঁছলাম, সে আমার সামনে তার সম্পদ উপস্থিত করল। তার যে সম্পদ ছিল তাতে তার উপর একটি এক বছর বয়সের উট যাকাত ফরয ছিল। আমি বললাম, এক বছরের একটি উষ্ট্রি দিয়ে দাও। সে বলল, সে তো দুধও দিবে না এবং তার পিঠে আরহণ করাও যাবে না। কাজেই আমার এই যৌবনে পদার্পণকারী মোটা তাজা উষ্ট্রিটিই গ্রহণ করুন। তখন আমি বললাম, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুমতি ছাড়া এটি গ্রহণ করতে পারব না। তবে রাসূল (ছাঃ) তোমার থেকে নিকটবর্তী কোন স্থানে অবস্থান করছেন। তুমি যদি চাও তাহলে তুমি তোমার যে উষ্টিটি আমার নিকট পেশ করছিলে তা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট পেশ করতে পার। যদি তিনি তা গ্রহণ করেন তাহলে আমিও তা

গ্রহণ করব। আর যদি তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন তাহলে আমিও তা প্রত্যাখ্যান করব। সে বলল, আমি তা (রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট) পেশ করব। অতঃপর যে উষ্ট্রিটি সে আমার নিকট পেশ করছিল সে উষ্ট্রিটি নিয়ে আমার সাথে রওনা দিল। এমকি আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট পৌঁছে গেলাম। তখন সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আপনার নিয়োজিত যাকাত আদায়কারী আমার কাছে যাকাত আদায়ের উদ্দেশ্যে এসেছিল। আর আল্লাহর শপথ! ইতিপূর্বে আপনার পক্ষ থেকে কেউ আমার নিকট যাকাত আদায়ের জন্য আসেনি। আমি তার সামনে আমার সম্পদ পেশ করলাম। তখন তিনি বললেন, আমার উপর একটি এক বছরের উষ্ট্রি যাকাত ফরয। অথচ সেটি দুধও দিবে না এবং তার পিঠে আরহণও করা যাবে না। আমি তার নিকট যৌবনে পদার্পণকারী মোটা তাজা উষ্ট্রি গ্রহণ করার জন্য পেশ করলাম। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালেন। আর এই হচ্ছে সেই উষ্ট্রি যা আমি আপনার নিকট নিয়ে এসেছি, আপনি তা গ্রহণ করুন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমার উপর ফরয ছিল তাই যা সে বলেছে। কিন্তু যদি তুমি নিজের খুশীতে ভাল কাজ করতে চাও তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিবেন। আর আমরাও তা গ্রহণ করব। সে বলল, এই হচ্ছে সেই উষ্ট্রি যা আপনার নিকট নিয়ে এসেছি। অতএব আপনি তা গ্রহণ করুন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) তা গ্রহণ করার নির্দেশ দিলেন এবং তার সম্পদের বরকতের জন্য দো'আ করলেন।

(আবুদাউদ হা/১৫৮৩; ছহীহ ইবনু খাযায়মাহ হা/২২৭৭; আলবানী, সনদ হাসান।)

শক্তিশালী ও কর্মক্ষম ব্যক্তির যাকাতের মাল ভক্ষণের হুকুম:

শক্তিশালী ও কর্মক্ষম ব্যক্তির জন্য যাকাতের মাল ভক্ষণ করা বৈধ নয়।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلاَ لِذِى مِرَّةٍ سَوِيٍّ-

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ছাঃ) বলেছেন, 'সম্পদশালী ব্যক্তির জন্য যাকাত হালাল নয় এবং সুস্থ-সবল ব্যক্তির জন্যও হালাল নয়'।

(তিরমিযী হা/৬৫২; নাসাঈ হা/২৫৯৭; ইবনু মাজাহ হা/১৮৩৯; মিশকাত হা/১৮৩০; আলবানী, সনদ ছহীহ; ছহীহুল জামে‘ হা/৭২৫১।)

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ قَالَ أَخْبَرَنِي رَجُلاَنِ أَنَّهُمَا أَتَيَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ يَقْسِمُ الصَّدَقَةَ فَسَأَلاَهُ مِنْهَا فَرَفَعَ فِيْنَا الْبَصَرَ وَخَفَضَهُ فَرَآنَا جَلْدَيْنِ فَقَالَ إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا وَلاَ حَظَّ فِيْهَا لِغَنِيٍّ وَلاَ لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ-

আদী ইবনুল খিয়ার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘দুই ব্যক্তি আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, তারা বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট আসলেন। তখন তিনি ছাদাকাহ্ (যাকাত) বণ্টন করছিলেন। তারা উভয়ে তাঁর নিকট (যাকাত) থেকে কিছু চাইলেন। তিনি আমাদের দিকে চোখ তুলে তাকালেন এবং নীচু করলেন। তিনি দেখলেন, আমরা দু’জনই স্বাস্থ্যবান। তিনি বললেন, যদি তোমরা চাও আমি তোমাদেরকে দিব। তবে তাতে বিত্তশালীর এবং কোন শক্তিশালী ও কর্মক্ষম ব্যক্তির অংশ নেই’

(আবুদাউদ হা/১৬৩৩; নাসাঈ হা/২৫৯৮; মিশকাত হা/১৮৩২; আলবানী, সনদ ছহীহ; ছহীহুল জামে‘ হা/১৪১৯।)

পিতা-মাতাকে যাকাত দেওয়ার বিধান

পিতা-মাতাকে যাকাতের মাল দেওয়া জায়েয নয়। কেননা সন্তান-সন্তুতি ও তার সম্পদ মূলত পিতা-মাতারই। এছাড়া সন্তানের উপর একান্ত কর্তব্য হল, তার সম্পদ থেকে পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ বহন করা।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ لِيْ مَالاً وَوَلَدًا وَإِنَّ وَالِدِيْ يَجْتَاحُ مَالِيْ قَالَ أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ إِنَّ أَوْلاَدَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوْا مِنْ كَسْبِ أَوْلاَدِكُمْ-

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমার সম্পদ ও সন্তান রয়েছে। আমার পিতা আমার সম্পদের

মুখাপেক্ষী। তিনি বললেন, তুমি এবং তোমার সম্পদ তোমার পিতার জন্য। তোমাদের সন্তানেরা তোমাদের উত্তম উপার্জন। সুতরাং তোমরা তোমাদের সন্তানদের উপার্জন থেকে ভক্ষণ কর

(*আবুদাউদ হা/৩৫৩০; মিশকাত হা/৩৩৫৪; আলবানী, সনদ ছহীহ; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৪১৪।*)

নিজের স্বামীকে যাকাত দেওয়ার বিধান

স্ত্রী যাদি নিছাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়। আর তার স্বামী যদি দরিদ্র হয় তাহলে সে তার স্বামীকে যাকাত দিতে পারে।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ قَالَتْ كُنْتُ فِيْ الْمَسْجِدِ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللهِ وَأَيْتَامٍ فِيْ حَجْرِهَا، قَالَ فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللهِ سَلْ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَيَجْزِى عَنِّيْ أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَامِيْ فِيْ حَجْرِى مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ سَلِيْ أَنْتِ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى الْبَابِ، حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِيْ، فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلاَلٌ فَقُلْنَا سَلِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَيَجْزِى عَنِّيْ أَنْ أُنْفِقَ عَلَى زَوْجِيْ وَأَيْتَامٍ لِيْ فِيْ حَجْرِى وَقُلْنَا لاَ تُخْبِرْ بِنَا فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَنْ هُمَا قَالَ زَيْنَبُ قَالَ أَىُّ الزَّيَانِبِ قَالَ امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ قَالَ نَعَمْ لَهَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ-

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ)-এর স্ত্রী যয়নব (রাঃ) বলেন, আমি মসজিদে নববীতে ছিলাম। আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দেখলাম, তিনি বললেন, তোমরা ছাদাক্বাহ্ কর যদিও তোমাদের অলংকার থেকে হয়। আর যয়নব (তাঁর স্বামী) আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ ও তাঁর কোলের এতীমদের জন্য ব্যয় করতেন (যাকাত দিতেন)। তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ)-কে বললেন, রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করুন, আমি যদি যাকাতের মাল আপনার জন্য এবং আমার কোলের এতীমদের জন্য ব্যয় করি তাহলে যথেষ্ট হবে কি? আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বললেন, বরং তুমি নিজেই জিজ্ঞেস কর। তখন আমি নবী (ছাঃ)-এর নিকট গেলাম। দেখলাম আরেকজন আনসারী মহিলা দরজায় অপেক্ষা করছে, সেও আমার ন্যায়

প্রয়োজনবোধে এসেছে। এমতাবস্থায় আমাদের নিকট দিয়ে বেলাল (রাঃ) অতিক্রম করছিলেন। আমরা বললাম, নবী (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করুন, আমি যদি আমার স্বামী এবং আমার কোলের এতীমদের যাকাত দেই তাহলে কি আমার যাকাত আদায় হবে? আর তাঁকে (রাসূল) আমাদের বিষয়ে বল না। বেলাল (রাঃ) গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তখন তিনি বললেন, তারা কারা? বেলাল (রাঃ) বললেন, যয়নব। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, কোন যয়নব? বেলাল (রাঃ) বললেন, তিনি হলেন, ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর স্ত্রী। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ, তার জন্য দু'টি বিনিময় হবে। ছাদাক্বার বিনিময় এবং আত্মীয়তা রক্ষার বিনিময়।

(বুখারী হা/১৪৬৬।)

নিজের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে যাকাত দেওয়ার বিধান

নিজের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে যাকাতের সম্পদ দেওয়া যাবে না। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالصَّدَقَةِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ عِنْدِى دِيْنَارٌ فَقَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ قَالَ عِنْدِى آخَرُ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ قَالَ عِنْدِى آخَرُ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ أَوْ قَالَ زَوْجِكَ قَالَ عِنْدِى آخَرُ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ قَالَ عِنْدِى آخَرُ قَالَ أَنْتَ أَبْصَرُ

আবু হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবী (ছাঃ) ছাদাক্বাহ্ করার নির্দেশ দিলেন। তখন এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমার নিকট একটা দ্বীনার রয়েছে। তিনি বললেন, তা তোমার নিজের জন্য ব্যয় কর। লোকটি বলল, আমার নিকট অন্য একটি আছে। তিনি বললেন, তা তোমার সন্তানের জন্য ব্যয় কর। লোকটি বলল, আমার নিকট অন্য একটি আছে। তিনি বললেন, তা তোমার স্বামী অথবা স্ত্রীর জন্য ব্যয় কর। লোকটি বলল, আমার নিকট অন্য আরো একটি আছে। তিনি বললেন, তা তোমার খাদেমের জন্য ব্যয় কর। লোকটি বলল, আমার নিকট অন্য একটি আছে। তিনি বললেন, সে ব্যাপারে তুমি ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্ত নাও'।

(আবুদাউদ হা/১৬৯১; নাসাঈ হা/২৫৩৫; মিশকাত হা/১৯৪০; আলবানী, সনদ হাসান; ইরওয়াউল গালীল হা/৮৯৫।)

উল্লিখিত হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয় যে, নিজের স্ত্রীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব স্বামীর উপর এবং পিতা হিসাবে সন্তানের ভরণ-পোষণের দায়িত্বও তার উপর। অতএব নিজের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে যাকাত দেওয়া যাবে না।

নিকটাত্মীয়কে যাকাত দেওয়ার বিধান

কোন নিকটাত্মীয় প্রকৃতপক্ষে যাকাতের হকদার হলে তাকে যাকাত দেওয়া যাবে। এমনকি এতে দ্বিগুণ ছওয়াব অর্জিত হবে।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ وَهِىَ عَلَى ذِى الرَّحِمِ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ-

সালমান ইবনু আমের (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘মিসকীনকে ছাদাক্বাহ্ দিলে একটি ছাদাক্বাহ্ হয়। কিন্তু সে যদি রক্ত সম্পর্কীয় নিকটাত্মীয় হয়, তবে নেকী দ্বিগুণ হয়। (১) ছাদাক্বার নেকী (২) আত্মীয়তা রক্ষার নেকী’

(*মুসনাদে আহমাদ হা/১৬২৭৭; তিরমিযী হা/৬৫৮; মিশকাত হা/১৯৩৯; আলবানী, সনদ ছহীহ।)*

নিকটাত্মীয়ের ব্যাপারে মূলনীতি হচ্ছে: নিকটাত্মীয়ের ব্যয়ভার বহন করা যদি যাকাত প্রদানকারীর উপর ওয়াজিব বা আবশ্যক হয়ে থাকে, তবে তাকে (উক্ত নিকটাত্মীয়কে) যাকাত দেওয়া জায়েয নয়। কিন্তু সে যদি এমন ব্যক্তি হয় যার খরচ বহন করা যাকাত প্রদানকারীর উপর আবশ্যক নয়, তবে তাকে যাকাত প্রদান করা জায়েয যেমন সহদোর ভাই। যদি ভাইয়ের পুত্র সন্তান থাকে, তবে তার ব্যয়ভার বহন করা অন্য ভাইয়ের উপর আবশ্যক নয়। কেননা তার পুত্র সন্তান থাকার কারণে দু’ভাই পরষ্পর মীরাছ (উত্তরাধিকার) পাবে না। এ অবস্থায় উক্ত ভাই যদি যাকাতের হকদার হয় তবে তাকে যাকাত দেওয়া যাবে।

অনুরূপভাবে নিকটাত্মীয়ের কোনো ব্যক্তি ভরণ-পোষণের ক্ষেত্রে যদি অভাবী না হয়, কিন্তু সে ঋণগ্রস্ত, তবে ঋণ পরিশোধ করার জন্য তাকে যাকাত প্রদান করা যাবে। যদিও উক্ত নিকটাত্মীয় নিজের পিতা মাতা ছেলে বা মেয়ে হোক। যখন এ ঋণ ভরণ-পোষণে ত্রুটির কারণে নয়।

উদাহরণ: জনৈক ব্যক্তির পুত্র গাড়ি দুর্ঘটনা কবলিত হওয়ার কারণে বড় একটি জরিমানার সম্মুখিন হয়েছে। অথচ তার নিকট জরিমানা আদায় করার মত কোনো অর্থ নেই। এ অবস্থায় তার পিতা নিজের যাকাতের অর্থ পুত্রের ঋণ পরিশোধ করার জন্য প্রদান করলে তা বৈধ হবে। কেননা এ ঋণ ভরণ-পোষণের কারণে নয়। এমনিভাবে কোনো মানুষ যাকাতের কারণ ছাড়া অন্য কারণে যদি কোনো আত্মীয়কে যাকাত থেকে প্রদান করে, তবে তা জায়েয।

অমুসলিমদেরকে যাকাত দেওয়ার বিধান

যাকাতের মাল কোন অমুসলিমকে দেওয়া শরী'আত সম্মত নয়। কেননা শুধুমাত্র ধনী মুসলিমদের উপর যাকাত ফরয করা হয়েছে এবং গরীব মুসলিমদের মধ্যে তা বণ্টনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِيْ أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ-

'আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর তাদের সম্পদে ছাদাক্বাহ্ (যাকাত) ফরয করেছেন। যেটা তাদের ধনীদের নিকট থেকে গৃহীত হবে আর তাদের দরিদ্রের মাঝে বণ্টন হবে'।

(*বুখারী হা/১৩৯৫, 'যাকাত' অধ্যায়*)

যাকাতের টাকা দিয়ে মসজিদ ও গোরস্থান তৈরীর বিধান

যাকাতের টাকা দিয়ে মসজিদ ও গোরস্থান তৈরী করা বৈধ নয়। কারণ আল্লাহ তা'আলা যাকাত বিতরণের খাতগুলি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যাকাত হল কেবল ফক্বীর, মিসকীন, যাকাত আদায়কারী কর্মচারী, যাদের অন্তর (ইসলামের দিকে) আকর্ষণ করা প্রয়োজন, দাস মুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্ত, আল্লাহর রাস্তায় এবং মুসাফিরদের জন্য। এই হল আল্লাহর নির্ধারিত বিধান (তওবা ৯/৬০)।

মসজিদ ও গোরস্থান উক্ত খাতের অন্তর্ভুক্ত নয়

নিজের প্রদানকৃত যাকাতের মাল পুনরায় ক্রয় করার হুকুম

কোন ব্যক্তিকে যাকাত ও ছাদাক্বাহ্ প্রদানের পরে পুনরায় উক্ত দানকৃত মাল ক্রয় করা জায়েয নয়।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ رضى الله عنه يَقُوْلُ حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، فَأَضَاعَهُ الَّذِى كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيْعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لاَ تَشْتَرِ وَلاَ تَعُدْ فِيْ صَدَقَتِكَ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِيْ صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِيْ قَيْئِهِ-

যায়েদ ইবনু আসলাম (রাঃ) বলেন, আমি ওমর (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, 'আমার একটি ঘোড়া আল্লাহর পথে দান করলাম। যার কাছে ঘোড়াটি ছিল সে এর হক্ব আদায় করতে পারল না। তখন আমি তা ক্রয় করার ইচ্ছা করলাম। আমার ধারণা ছিল যে, সে তা কম মূল্যে বিক্রয় করবে। এ সম্পর্কে নবী (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তুমি তা ক্রয় করবে না এবং তোমার ছাদাক্বাহ্ ফিরিয়ে নিবে না যদিও সে তোমাকে তা এক দিরহামের বিনিময়ে দেয়। কেননা যে ব্যক্তি নিজের ছাদাক্বাহ্ ফিরিয়ে নেয় সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে নিজের বমি পুনরায় ভক্ষণ করে।

(*বুখারী হা/১৪৯০)*

নিজের প্রদানকৃত যাকাতের মালের ওয়ারিছ হলে তার হুকুম

যদি কোন ব্যক্তি এমন কাউকে যাকাত প্রদান করে, যার মৃত্যুর পরে সে উক্ত সম্পদের ওয়ারিছ হয়, তাহলে তার জন্য উক্ত ওয়ারিছ সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ ভক্ষণ জায়েয।

হাদীছে এসেছে

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ كُنْتُ تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّيْ بِوَلِيْدَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ وَتَرَكَتْ تِلْكَ الْوَلِيْدَةَ قَالَ قَدْ وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَجَعَتْ إِلَيْكِ فِيْ الْمِيْرَاثِ-

বুরায়দাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, এক মহিলা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, আমি আমার মাকে একটি দাসী দান করেছিলাম। আমার মা তাকে রেখে মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি বললেন, তুমি তোমার দানের নেকী পেয়ে গেছ এবং তা উত্তরাধিকার সূত্রে তোমার নিকট ফিরে এসেছে

(*আবুদাউদ হা/১৬৫৬, 'যাকাত' অধ্যায়, আলবানী, সনদ ছহীহ।)*

- ব্যবসায়ী পণ্যের উদ্দেশ্য ব্যবসা হওয়া। জমা ও ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে সম্পদের মালিক হলে ,ব্যবসায়ী পণ্য হিসেবে গন্য হবেনা।

ব্যবসায়ী পণ্যের মূল্য স্বর্ণ বা রুপার নেসাব সমপরিমান হওয়া । অর্থাৎ সে যদি যাকাতের জন্য স্বর্ণের নেসাবকে গ্রহন করে তাহলে দেখবে তার ব্যবসায়ী পণ্যের মূল্য স্বর্নের নেসাবের মূল্য বরাবর কিনা। যদি রুপার হিসেবে নেয় তাহলে দেখবে তার ব্যবসায়ী পণ্যের মূল্য

ভুলে যাকাতের অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে যাকাত দিলে তার হুকুমঃ

যাকাতের টাকা তার উপযুক্ত ব্যক্তিকে প্রদান করা যাকাত আদায়কারীর কর্তব্য। কেউ যাকাত গ্রহনের উপযুক্ত বলে প্রবল ধারনা হলে তাকে যাকাত দেয়া যাবে। আর ঘোষনা দিয়ে যাকাতের কাপড় বা অর্থ বিতরন করা হলে এক্ষেত্রে আগত লোকদের অবস্থা একটু ভালোভাবে পর্যবেক্ষন করবে। যেন যাকাত তার হকদারের কাছেই পৌছে। অবশ্য নিজের প্রবল ধারনা অনুযায়ী কাউকে দরিদ্র মনে করে যাকাত দিয়ে দিলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে পরে ভুল প্রমানিত হলে অর্থাৎ সে দরিদ্র ছিলোনা এমন প্রমানিত হলেও ঐ যাকাত আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি যাকাতের উপযুক্ত নয় তার জন্য যাকাত গ্রহন করা কোন ভাবেই বৈধ নয়। কেউ গ্রহন করে ফেললে তার দায়িত্ব হবে মালিককে তা ফেরত দেওয়া।কিংবা কোন দরিদ্রকে সদকা করে দেওয়া।

ভুলবশত নির্ধারিত ৮ টি খাতের বাইরে যাকাত প্রদান করলে তা আদায় হয়ে যাবে। পুনরায় তা আদায় করতে হবে না।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ قَالَ رَجُلٌ لأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِيْ يَدِ زَانِيَةٍ فَأَصْبَحُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِيْ يَدِ غَنِيٍّ فَأَصْبَحُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى غَنِيٍّ لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِيْ يَدِ سَارِقٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى غَنِيٍّ وَعَلَى سَارِقٍ فَأُتِىَ فَقِيْلَ لَهُ أَمَّا صَدَقَتُكَ فَقَدْ قُبِلَتْ أَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا تَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ زِنَاهَا وَلَعَلَّ الْغَنِىَّ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللهُ وَلَعَلَّ السَّارِقَ يَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ سَرِقَتِهِ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘এক ব্যক্তি মনস্থির করে বলল, আমি আজ রাত্রে ছাদাক্বাহ্ করব। সে তার ছাদাক্বাহ্ নিয়ে বের হল এবং ব্যভিচারিণীর হাতে দিয়ে আসল। এতে লোকজন বলাবলি করতে লাগল, গত রাতে ব্যভিচারিণী ছাদাক্বাহ্ পেয়েছে। লোকটি বলল, হে আল্লাহ! ব্যভিচারিণীর ছাদাক্বাহ্ লাভের জন্য তোমার প্রশংসা করছি। পুনরায় আজ আমি ছাদাক্বাহ্ করব। সে তার ছাদাক্বাহ্ নিয়ে বের হল এবং একজন ধনী লোকের হতে দিয়ে আসল। এতে লোকজন বলাবলি করতে লাগল, গত রাতে ধনী ব্যক্তি ছাদাক্বাহ্ পেয়েছে। তখন লোকটি বলল, হে আল্লাহ! ধনী লোকের

ছাদাক্বাহ্ লাভের জন্য আমি তোমার প্রশংসা করছি। আমি আবারও ছাদাক্বাহ্ করব। সে তার ছাদাক্বাহ্ নিয়ে বের হল এবং একজন চোরকে দিয়ে আসল। এতে লোকজন বলাবলি করতে লাগল, গত রাতে একজন চোর ছাদাক্বাহ্ পেয়েছে। লোকটি বলল, হে আল্লাহ! ব্যভিচারিণী, ধনী ও চোরের ছাদাক্বাহ্ লাভের জন্য তোমার প্রশংসা করছি। তারপর তাকে স্বপ্নে বলা হল, তুমি যে ব্যভিচারিণীকে ছাদাক্বাহ্ দিয়েছ, সম্ভবত সে তার ব্যভিচার থেকে বিরত থাকবে। আর তুমি যে ধনী ব্যক্তিকে ছাদাক্বাহ্ করেছ, সম্ভবত সে এটা থেকে উপদেশ গ্রহণ করবে এবং আল্লাহ তাকে যে সম্পদ দিয়েছেন সে তা থেকে দান করবে। আর তুমি যে চোরকে ছাদাক্বাহ্ দিয়েছ, সম্ভবত সে চুরি থেকে বিরত থাকবে।

(*মুসলিম হা/১০২২)*

কেস স্টাডি

- ❖ তিন বছর আগে আমি বাড়ী ক্রয় করেছি। (আল-হামদু লিল্লাহ) বাড়ীর সীমানার মধ্যে তিনটি খেজুর গাছ আছে। প্রত্যেক গাছে প্রচুর পরিমাণে খেজুর পাওয়া যায়। এ খেজুরে কি যাকাত দিতে হবে? যাকাত দেওয়া ওয়াজিব হয়ে থাকলে তো এ সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষই অজ্ঞ। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে:
- ❖ ১) খেজুরগুলো নিসাব পরিমাণ হলো কি না তা জানার উপায় কী? আমি তো বিভিন্ন সময় খেজুর পেড়ে থাকি?
- ❖ ২) কীভাবে যাকাতের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে? প্রত্যেক প্রকার খেজুরের যাকাত কি আলাদাভাবে বের করতে হবে? নাকি সবগুলো একত্রিত করে যে কোনো এক প্রকার থেকে যাকাত দিলেই চলবে?
- ❖ ৩) খেজুর থেকে যাকাত না দিয়ে এর বিনিময় মূল্য দিলে চলবে কী?
- ❖ ৪) বিগত বছরগুলোতে তো যাকাত বের করিনি। এখন আমি কি করব?

উত্তর: বাড়ির আশে পাশে খেজুর গাছে প্রাপ্ত খেজুর থেকে যে যাকাত আবশ্যক হতে পারে এ ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষ জ্ঞান রাখে না প্রশ্নকারীর এ কথা সত্য ও সঠিক। কারো বাড়িতে সাতটি কারো দশটি কারো কম বা বেশি সংখ্যার গাছ থাকে। এগুলোর ফল নিসাব পরিমাণও হয়ে যায়। কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না যে এতেও যাকাত দিতে হবে। তাদের ধারণা যে, বাগানের খেজুরেই শুধু যাকাত দেওয়া লাগবে। অথচ খেজুর বৃক্ষ বাগানে হোক বা বাড়ীতে

হোক, উৎপাদিত ফসল নিসাব পরিমাণ হলেই তাতে যাকাত দিতে হবে। এ ভিত্তিতে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন মানুষ অনুমান করবে, এ গাছগুলোতে যাকাতের নিসাব পরিমাণ খেজুর আছে কি না? যদি নিসাব পরিমাণ হয় তবে কীভাবে যাকাত দিবে; কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কীভাবে সে যাকাত দিবে সে তো বিভিন্ন সময় ফল পেড়ে খেয়ে থাকে? যেমনটি প্রশ্নকর্তা বলেছে।

আমি মনে করি, এ অবস্থায় খেজুরের মূল্য নির্ধারণ করবে এবং পূর্ণ মূল্যের এক বিশমাংশ যাকাত হিসেবে বের করবে। কেননা এ পদ্ধতি মালিকের জন্য যেমন সহজ তেমনি অভাবীদের জন্যও উপকারী। এতে যাকতের পরিমাণ হবে ৫% (শতকরা পাঁচ) টাকা। কেননা তা হচ্ছে ফসলের যাকাত; ব্যবসায়িক পণ্যের যাকাত নয়। কিন্তু অন্যান্য সম্পদ যদি হয় যেমন- স্বর্ণ-রৌপ্য, টাকা-পয়সা, তবে তাতে যাকাতের পরিমাণ হচ্ছে ২.৫% (শতকরা আড়াই) টাকা।

আর অজ্ঞতাবশতঃ বিগত যে কয় বছরের যাকাত আদায় করে নি, তার জন্য অনুমাণ করে সর্বমোট একটা পরিমাণ নির্ধারণ করবে, তারপর তার যাকাত এখনই আদায় করে দিবে। আর যাকাত আদায় করতে এ দেরীর কারণে তার কোনো গুনাহ হবে না। কেননা সে ছিল অজ্ঞ। কিন্তু বিগত বছরগুলোর যাকাত অবশ্যই আদায় করতে হবে।

❖ জনৈক ব্যক্তি চার বছর যাকাত আদায় করে নি। এখন তার করণীয় কী?

উত্তর: যাকাত আদায়ে বিলম্ব করার কারণে এ লোক গুনাহ্গার। কেননা মানুষের ওপর ওয়াজিব হচ্ছে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার সাথে সাথে দেরী না করে যাকাত আদায় করে দেওয়া। আবশ্যিক বিষয়ের মূল হচ্ছে, সময় হওয়ার সাথে সাথে দেরী না করে তা সম্পাদন করে ফেলা। এ লোকের উচিৎ আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা, তওবা করা। তার ওপর আবশ্যক হচ্ছে, বছরগুলোর হিসেব করে যাকাত আদায় করে দেওয়া। উক্ত যাকাতের কোনো কিছুই তার থেকে রহিত হবে না। তাকে তওবা করতে হবে এবং দ্রুত যাকাত আদায় করে দিতে হবে। যাতে করে দেরী করার কারণে গুনাহ আরো বাড়তে না থাকে।

- ❖ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।
- ❖ ১।একজন মহিলার ১৫ ভরি স্বর্ন আছে। তার কোনো ইনকাম সোর্স নাই। তিনি কিভাবে যাকাতের টাকা দিবেন?

২। তিনি তার SSC পরীক্ষার্থী ছেলে সন্তানকে ৫ ভরি স্বর্ণ দিতে চাচ্ছেন এবং নিসাব পরিমানের কম স্বর্ন নিজের কাছে রেখে বাকী স্বর্ণ বিক্রি করে দিতে চাচ্ছেন। ৫ ভরি স্বর্ণ কি ছেলের মালিকানায় দেয়া লাগবে? ছেলেকে দিবেন বলে মা যদি নিজের কাছে রাখেন তাহলে কি যাকাত দেয়া লাগবে?

৩। যাকাত না দেয়ার নিয়তে সন্তানদেরকে স্বর্ণ বা টাকা দিয়ে দেয়া কি জায়েজ?

উত্তরঃ

وبركاته الله ورحمة السلام وعليكم
الرحيم الرحمن الله بسم

(০১)

শরীয়তের বিধান মতে যাকাত ফরজ হওয়ার পর যাকাত প্রদান না করলে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

হাদীস শরীফে এসেছেঃ

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه و سلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها " أتعطين زكاة هذا " ؟ قالت لا قال "أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار " ؟ قال فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه و سلم وقالت هما لله عزوجل ولرسوله

অনুবাদ- আমর বিন শুয়াইব থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি [দাদা] বলেনঃ এক মহিলা তার কন্যাসহ রাসূল সাঃ এর খিদমতে উপস্থিত হন। তার কন্যার হাতে মোটা দুই গাছি স্বর্ণের চুড়ি [কাঁকন] ছিল। তিনি [রাসূল সাঃ] তাকে বললেনঃ তোমরা কি এটার যাকাত আদায় কর? মহিলা বলেনঃ না। রাসূল সাঃ বলেনঃ তুমি পছন্দ কর যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা এর পরিবর্তে তোমাকে এক জোড়া আগুনের কাঁকন পরিধান করান? রাবী বলেনঃ একথা শুনে মেয়েটি তার হাত থেকে তা খুলে নবী করীম সাঃ এর সামনে রেখে দিয়ে বললঃ এ দু'টি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য। {সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং-১৫৬৩, সুনানুল কুবরা লিলবায়হাকী, হাদীস নং-৭৭৯৯, সুনানুল কুবরা লিননাসায়ী, হাদীস নং-২২৫৮, সুনানে দারা কুতনী, হাদীস নং-২০০৫}

عن عبد الله بن شداد بن الهاد أنه قال دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم فقالت "دخل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم فرأى في يدي فتخات) خواتيم كبار (من ورق فقال " ما هذا يا عائشة ؟ " فقلت صنعتهن أتزين لك يارسول الله قال " أتؤدين زكاتهن " ؟ قلت لا أو ماشاء الله قال " هو حسبك من النار"

হযরত আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ ইবনুল হাদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূল সাঃ এর স্ত্রী হযরত আয়শা রাঃ এর খেদমতে উপস্থিত হই। তখন তিনি বলেন, একদা রাসূল সাঃ আমার নিকট উপস্থিত হয়ে আমার তাতে রূপার বড় বড় আংটি দেখতে পান। তিনি বলেন, হে আয়শা! এটা কি? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার উদ্দেশ্যে রূপচর্চা করার জন্য তা বানিয়েছি। তিনি জিজ্ঞাসা করেনঃ তুমি কি এর যাকাত পরিশোধ করে থাক? আমি বললাম, না অথবা আল্লাহ পাকে যা ইচ্ছে ছিল। রাসূল সাঃ বললেনঃ তোমাকে দোযখে নিয়ে যাওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট। {সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং-১৫৬৫, সুনানে সুগরা লিলবায়হাকী, হাদীস নং-১২৩৩, সুনানে বায়হাকী কুবরা, হাদীস নং-৭৩৩৮, সুনানে দারা কুতনী, হাদীস নং-১৯৭৪, মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদীস নং-১৪৩৭}

★
এক্ষেত্রে প্রশ্নে উল্লেখিত মহিলার পক্ষ থেকে অনুমতি স্বাপেক্ষে তার স্বামী বা অন্য কেউ যাকাত দিয়ে দিতে পারে।

অথবা উক্ত মহিলা কাহারো থেকে ঋন নিয়ে যাকাত আদায় করতে পারে।
অথবা প্রয়োজনে কিছু গহনা বিক্রয় করে যাকাত আদায় করতে পারে।

(০২)
৫ ভরি স্বর্ণ ছেলেকে দিয়ে দিতে চাইলে ছেলের মালিকানায় দেয়া লাগবে।
ছেলেকে দিবেন বলে মা যদি নিজের কাছে রাখেন তাহলেও মার উপর যাকাত আবশ্যক হবে।

(০৩)
যদি পরবর্তীতে সেই স্বর্ণ আবারো নিজের মালিকানায় না নেয়া হয়,তাহলে এতে কোনো সমস্যা নেই।

আর যদি পরবর্তীতে সেই স্বর্ণ আবারো নিজের মালিকানায় নেয়া হয়,এমন নিয়তেই যদি তাহা ছেলেকে দেয়,তাহলে এটি হিলা।

যাকাত থেকে বাঁচার জন্য কৌশল বা হিলা করা হারাম ও নাজায়েয। এটি প্রকারন্তরে আল্লাহ তাআলাকে ধোঁকা দেওয়ার শামিল।
তাই এটি জায়েজ নেই।

- **আসসালামু আ'লাইকুম। ২০১৯ সালে ৫ বছরের ফিক্সড ডিপোজিট হিসেবে ১০ লক্ষ টাকা ব্যাংকে জমা রাখা হয়। ২০২০ সালে ১ বছরের যাকাত ২৫০০০ টাকা যাকাত দেয়া হয়েছে। তারপর ৪ বছরে আর যাকাত দেয়া হয়নি। এখন ২০২৪ সালে ডিপোজিটের মেয়াদ শেষ হয়েছে। ডিপোজিটের টাকা ভেঙ্গে বাড়ি উঠানো হচ্ছে। এখন আমার প্রশ্ন হলো, আসলে আমাদের যাকাত কত টাকা এসেছিল? প্রত্যেক বছর কি ২৫০০০ টাকা যাকাত দেওয়া উচিত ছিল। যেহেতু আগে দেইনি, তাহলে এখন কি করলে, আল্লাহর কাছে মাফ পাবো, যাকাত কি এখন দেওয়া যাবে?**

উত্তরঃ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم

অন্যকে যে টাকা কর্জ হিসেবে দেওয়া হয়েছে বা ব্যবসায়ী কোনো পণ্য বাকিতে বিক্রয় করেছে এই পাওনা টাকা পৃথকভাবে বা অন্য যাকাতযোগ্য সম্পদের সাথে মিলিতভাবে নিসাব পূর্ণ করলে তারও যাকাত দিতে হবে। (মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক হাদীস ৭১১১-৭১১৩,৭১২১,৭১২৩,৭১২৮; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ৬/৪৮৪-৪৮৬)

পাওনা উসূল হওয়ার পর ওই টাকার যাকাত আদায় করা ফরয হয়। তার আগে আদায় করা জরুরি নয়, তবে আদায় করলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে।(মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা হাদীস ১০৩৪৭, ১০৩৫৬)

উপরোক্ত ক্ষেত্রে পাওনা উসূল হতে যদি কয়েক বছর সময় অতিবাহিত হয়ে যায় তাহলে উসুল হওয়ার পর বিগত সকল বছরের যাকাত আদায় করা ফরয হয়। (মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক হাদীস ৭১১৬,৭১২৯,৭১৩১; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা হাদীস ১০৩৪৬,১০৩৫৬)

প্রশ্নে উল্লেখিত ছুরতে প্রত্যেক বছর ২৫০০০ টাকা যাকাত দেওয়া উচিত ছিল।
আপনি যেহেতু প্রত্যেক বছর সেই টাকার যাকাত দেননি,সুতরাং এখন সেই যাকাত গুলি আদায় করতে হবে। পাশাপাশি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে।

প্রশ্ন-১:
আমার স্ত্রীর নিকট থেকে পারিবারিক বিভিন্ন খরচ চালানোর জন্য ৭ লক্ষ্য টাকা ধার নিয়েছি। বলেছি যে, টাকা আসলে আস্তে আস্তে এই টাকাটি তোমাকে ফেরত দিবো। এখন এই টাকার উপর কি আমার স্ত্রী কে জাকাত দিতে হবে? এই জাকাত কি সে তার স্বামী কে দিতে পারবে কারন স্বামীর বেশ কিছু টাকা ঋন আছে?
প্রশ্ন-২:
স্বর্নের কি বর্তমান বিক্রয়মূল্যের উপর যাকাত প্রযোজ্য হয়?

জবাবঃ-
بسم الله الرحمن الرحيم

(০১)
★অন্যকে যে টাকা কর্জ হিসেবে দেওয়া হয়েছে বা ব্যবসায়ী কোনো পণ্য বাকিতে বিক্রয় করেছে এই পাওনা টাকা পৃথকভাবে বা অন্য যাকাতযোগ্য সম্পদের সাথে মিলিতভাবে নিসাব পূর্ণ করলে তারও যাকাত দিতে হবে। (মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক হাদীস ৭১১১-৭১১৩,৭১২১,৭১২৩,৭১২৮; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ৬/৪৮৪-৪৮৬)

★পাওনা উসূল হওয়ার পর ওই টাকার যাকাত আদায় করা ফরয হয়। তার আগে আদায় করা জরুরি নয়, তবে আদায় করলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে।(মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা হাদীস ১০৩৪৭, ১০৩৫৬)

★উপরোক্ত ক্ষেত্রে পাওনা উসূল হতে যদি কয়েক বছর সময় অতিবাহিত হয়ে যায় তাহলে উসুল হওয়ার পর বিগত সকল বছরের যাকাত আদায় করা ফরয হয়। (মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক হাদীস ৭১১৬,৭১২৯,৭১৩১; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা হাদীস ১০৩৪৬,১০৩৫৬)

★
এই টাকার যাকাত আপনার স্ত্রীর দিতে হবে।
তবে এখনই এই টাকার যাকাত আপনার স্ত্রীর আদায় করতে হবেনা।

পাওনা টাকা উসুল হওয়ার পর আপনার স্ত্রীর যাকাত আদায় করতে হবে,এক্ষেত্রে পাওনা টাকা পেতে কয়েক বছর লেগে গেলে টাকা উসুলের পর পূর্ববর্তী বছর গুলোরও যাকাত আদায় করতে হবে।

সে তার স্বামীকে যাকাত দিতে পারবেনা।

(০২)
স্বর্নের বর্তমান বিক্রয়মূল্যের উপর যাকাত প্রযোজ্য হয়।

- **আস্সালামুআলাইকুম**
  শাইখ,
  ২০২১ সালে বাবার মৃত্যুর পর থেকে আমার মা বাসা ভাড়ার টাকা তুলেন ও নিজের কাছে জমা রাখেন | আমরা ২ ভাই বোন | বড় বোন দুলাভাই এর সাথে উপরের তলায় থাকেন | আমি আমার স্ত্রী সন্তানসহ মা এর সাথে থাকি | বাবার মৃত্যুর পর চারতলার কাজ বাবদ অনেক নগদ টাকা খরচ হয়ে যায় | আর বাকি টাকা আম্মুর ব্যাঙ্ক একাউন্ট এ স্থানান্তর করা হয় | আমাদের একটি গাড়ি আছে যেটার বাজারমূল্য এখন ৫/৬ লাখ হতে পারে এবং বাড়ির আসে পাশে বেশ কিছু কাঁঠাল গাছ আছে | বাড়ি ভাড়া বাবদ আমরা মাসে ১,১২,০০০ টাকা কম বেশি হতে পারে পেয়ে থাকি | আমার সংসার চালাতে অর্থের প্রয়োজন হলে মা আমাকে সেই টাকা দিয়ে দেন | এ

অবস্থায় আমি যাকাতের কথা বললে আম্মা বলেন সংসার খরচে সব টাকা শেষ হয়ে যায়, এটা শুনে আমি একটু অবাক হই কেননা আমি, আমার স্ত্রী এবং মা সহ দেড় বছরের শিশু সন্তান নিয়ে আমাদের সংসার ! এতো খরচ হবার কথা নয় | আবার মাঝে মধ্যে বলেন, তিনি যাকাত দিয়ে দিয়েছেন |এমতাবস্থায়, সম্পত্তি যেহেতু উত্তরাধিকারদের মধ্যে বন্টিত হয়নি, তাহলে কি আমাদের উপর বাবার রেখে যাওয়া সম্পদের উপর যাকাত ফরজ হবে ? আর যদি ফরজ হয় তাহলে বাড়ি, গাড়ি, নগদ টাকা, গাছের ফল এসব থেকে কিভাবে যাকাতের টাকা হিসাব করে বের করবো ? টাকা পয়সা যেহেতু আমার মা এর কাছে থাকে সেহেতু তিনি আমাদের ভাই বোনদের কাছে হিসাব দিতে অস্বীকৃতি জানালে জাকাতের হিসাব কিভাবে বের করবো, আর সেক্ষেত্রে জাকাত দিতে না পারলে কি গুনাহ হবে ? কুরআন হাদিস থেকে জানালে উপকৃত হবো, জাযাকাল্লাহু খায়রান !

জবাবঃ-
وبركاته الله ورحمة السلام وعليكم
الرحيم الرحمن الله بسم

শরীয়তের বিধান মতে ব্যাক্তি মারা যাওয়ার পর তো সে তার সম্পত্তির মালিক থাকেনা,সুতরাং তার উপর আর যাকাত আসবেনা।

,
এই সম্পত্তি ওয়ারিশদের মাঝে ভাগ করে দিয়ে সকলের মালিকানা নিশ্চিত করতে হবে।
তারপর ওয়ারিশগন নিজ নিজ অংশ আর তার অন্যান্য সম্পদ মিলে নেসাব পরিমান হলে যাকাত দিবে।
নতুবা দিবেনা।

,
প্রশ্নে উল্লেখিত ছুরতে ওয়ারিশদের মাঝে সেই সম্পদ তো এখনো বন্টন করে দেওয়া হয়নি। বিধায় সেখানে করজ এর মাসয়ালা প্রযোজ্য হবে।
তথা আপনার টাকা,সম্পদ আপনার মায়ের কাছে করজ হিসেবে আছে।

,
এটা যদি নেসাব পরিমান সম্পদ হয়,বা আপনার অন্যান্য সম্পদের সাথে মিলিয়ে এটি নেসাব পরিমান সম্পদ হয়,তাহলে এর উপরে আপনার পক্ষ থেকে যাকাত ফরজ হবে।

,

এটি যেদিন আপনার উসুল হবে,সেদিন বিগত বছর গুলোরও হিসেব করে যাকাত দিতে হবে।

تجب الزكاة في التركة بعد مضي سنة من وفاة المورث ،لأن التركة تنتقل ملكيتها من المتوفى إلى الورثة من تاريخ الوفاة ،إذا بلغ نصيب الوارث نصابا من النقود أو الحلي من الذهب والفضة ، وأما ما سوى ذلك من التركة فليس فيه زكاة إلا إذا أعده الوارث للتجارة ،فإنه يبتدئ فيه حول الزكاة من حين أعده لذلك ،وأما العقار فلا زكاة فيه إذا كان لغير التجارة ،فإذا أُجِّر وجبت الزكاة في أجرته ،إذا بلغت نصابا بنفسها أو بضمها إلى ما لديه من النقود أو عروض التجارة وحال عليه الحول ،أما إذا كانت التركة إبلا أو غنما أو بقرا فإن كانت للتجارة ففيها زكاة عروض التجارة ،وإن كانت للقنية فليس فيها زكاة إلا بشرطين:

أحدهما :بلوغ النصاب.

والثاني : أن تكون سائمة جميع الحول أو أكثره ،والسوم هو الرعي ،وأما الهبة فالحكم فيها كالحكم في التركة على ما سبق تفصيله " انتهى.

"فتاوى اللجنة الدائمة. (9/305) "

সারমর্মঃ

মাইয়্যিতের মারা যাওয়ার দিন থেকে নিয়ে এক বছর পূর্ণ হলে সেই মিরাছ সূত্রে পাওয়া সম্পদের উপর যাকাত ফরজ হয়।
যদি সেটি কোনো ওয়ারিশের নেসাব পরিমান হয়।,,,

শরীয়তের বিধান হলো পাওনা উসূল হওয়ার পর ওই টাকার যাকাত আদায় করা ফরয হয়। তার আগে আদায় করা জরুরি নয়, তবে আদায় করলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে।-মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা হাদীস ১০৩৪৭, ১০৩৫৬

উপরোক্ত ক্ষেত্রে পাওনা উসূল হতে যদি কয়েক বছর সময় অতিবাহিত হয়ে যায় তাহলে উসুল হওয়ার পর বিগত সকল বছরের যাকাত আদায় করা ফরয হয়। -মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক হাদীস ৭১১৬,৭১২৯,৭১৩১; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা হাদীস ১০৩৪৬,১০৩৫৬।

,

প্রশ্নে উল্লেখিত বাড়ির উপর যাকাত আসবেনা।
এক্ষেত্রে বাড়ি ভাড়ার উপর যাকাত আসবে। গাছের ফল ব্যবসার জন্য হলে তাহা বিক্রয়ের পর তার মুল্যের উপর যাকাত আসবে। নগদ টাকার উপর যাকাত আসবে।

★সুতরাং প্রশ্নে উল্লেখিত ছুরতে আপনার ন্যায্য সম্পদ উসুল হওয়ার পর যাকাত ফরজ হবে।
সেক্ষেত্রে বিগত বছর গুলোরও যাকাত তখন দিতে হবে।

যাকাত ত্যাগকারীর হুকুম

কেউ যদি যাকাত ওয়াজিব হওয়াকে অস্বীকার করে তাহলে সে মুরতাদ হয়ে যাবে। সে তওবা করে ফিরে না আসলে তার রক্ত মুসলমানদের জন্য হালাল হয়ে যাবে। কেননা কুরআন ও সন্নাহ দ্বারা যাকাত ফরয সাব্যস্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে কেউ যদি যাকাত ওয়াজিব হওয়াকে স্বীকার করে কিন্তু অজ্ঞতাবশত অথবা কৃপণতার কারণে যাকাত আদায় না করে তাহলে সে কাবীরা গুনাহগার হবে। তবে ইসলাম থেকে বের হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যাকাত ত্যাগকারী সম্পর্কে বলেন,

فَيُرَى سَبِيْلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ-

‘অতঃপর তাকে তার পথ দেখানো হবে জান্নাতের দিকে, না হয় জাহান্নামের দিকে’।

(*মুসলিম হা/৯৮৭; মিশকাত হা/১৭৭৩, ‘যাকাত’ অধ্যায়)*

অতএব কৃপণতাবশত যাকাত ত্যাগকারী কাফের হলে তার জান্নাতের কোন পথ থাকবে না। তবে সরকার তার থেকে জোরপূর্বক যাকাত আদায় করবে। এক্ষেত্রে যাকাত আদায় করতে অস্বীকার করলে সে মুরতাদ হয়ে যাবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

فَإِنْ تَابُوْا وَأَقَامُوْا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ إِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ-

‘কিন্তু যদি তারা তওবা করে, ছালাত ক্বায়েম করে ও যাকাত আদায় করে তবে তাদের পথ ছেড়ে দিবে; নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু’ *(তওবা ৯/৫)*।

হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوْا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، وَيُقِيْمُوْا الصَّلاَةَ، وَيُؤْتُوْا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوْا ذَلِكَ عَصَمُوْا مِنِّيْ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ الإِسْلاَمِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ-

ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমি লোকদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য আদিষ্ট হয়েছি, যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য ইলাহ নেই ও মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহর রাসূল, আর ছালাত ক্বায়েম করে ও যাকাত আদায় করে। তারা যদি এগুলো করে, তবে আমার পক্ষ হতে তাদের জান ও মালের নিরাপত্তা লাভ করল; অবশ্য ইসলামের বিধান অনুযায়ী যদি কোন কারণ থাকে, তাহলে স্বতন্ত্র কথা। আর তাদের হিসাবের ভার আল্লাহর উপর ন্যাস্ত'।

(বুখারী হা/২৫, 'ঈমান' অধ্যায়)

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরে কুরাইশরা তাদের সম্পদের যাকাত আদায়ে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে আবু বকর (রাঃ) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছিলেন। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ رضى الله عنه وَاللهِ لَوْ مَنَعُوْنِيْ عَنَاقًا كَانُوْا يُؤَدُّوْنَهَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا-

আবু হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু বকর (রাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহর কসম! যদি তারা একটি মেষ শাবক যাকাত দিতেও অস্বীকৃতি জানায় যা আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে তারা দিত, তাহলে যাকাত না দেওয়ার কারণে তাদের বিরুদ্ধে আমি অবশ্যই যুদ্ধ করব'।

(বুখারী হা/১৪০০, 'যাকাত' অধ্যায়)

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَاسْتُخْلِفَ أَبُوْ بَكْرٍ بَعْدَهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لأَبِيْ بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُوْلُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ فَمَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّيْ مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ وَاللهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللهِ لَوْ مَنَعُوْنِيْ عِقَالاً كَانُوْا يُؤَدُّوْنَهُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِيْ بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরে যখন আবু বকর (রাঃ) খলীফা নির্বাচিত হলেন, তখন আরবদের কিছু লোক (যাকাত আদায়ে) অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করল। (আবু বকর (রাঃ) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিলেন)। তখন ওমর (রাঃ) বললেন, আপনি কিভাবে লোকদের সাথে যুদ্ধ করবেন? কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আমাকে লোকদের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যতক্ষণ না তারা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-কে স্বীকার করে। আর যে ব্যক্তি তা স্বীকার করবে সে তার সম্পদ ও প্রাণ আমার হাত থেকে সংরক্ষিত করে নিবে। তবে ইসলামের অধিকার ব্যতীত। আর অন্য সবকিছুর হিসাবে আল্লাহর কাছে রয়েছে। অতঃপর আবু বকর (রাঃ) বললেন, আল্লাহর শপথ! যে ব্যক্তি ছালাত ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করবে আমি তার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হব। কারণ যাকাত হচ্ছে আল্লাহর সম্পদের হক। আল্লাহর শপথ! তারা যদি উটের গলার একটি রশিও দিতে অস্বীকার করে, যা তারা রাসূল (ছাঃ)-এর যামানায় দিত, তাহলে এ অস্বীকৃতির কারণে আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। ওমর (রাঃ) বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি দেখলাম আল্লাহ আবু বকর (রাঃ)-এর হৃদয়কে যুদ্ধের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। কাজেই আমি বুঝতে পারলাম, আবু বকর (রাঃ)-এর সিদ্ধান্তই সঠিক ছিল।

(*বুখারী হা/১৪০০*)

যাকাত আদায় না করার শাস্তি

যারা যাকাত আদায়ে উদাসীনতা দেখায় এবং কৃপণতা করে তাদের বিষয়ে কুরআনে করীমে কঠিন হুমকি এসেছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٖ ٣٤ يَوۡمَ يُحۡمَىٰ عَلَيۡهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكۡوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمۡ وَجُنُوبُهُمۡ وَظُهُورُهُمۡۖ هَٰذَا مَا كَنَزۡتُمۡ لِأَنفُسِكُمۡ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمۡ تَكۡنِزُونَ ٣٥﴾ [التوبة: ٣٤، ٣٥]

“আর যারা সোনা ও রূপা পুঞ্জীভূত করে রাখে, আর তা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না, তুমি তাদের বেদনাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও। যেদিন জাহান্নামের আগুনে তা গরম করা হবে, অতঃপর তা দ্বারা তাদের কপালে, পার্শ্বে এবং পিঠে সেঁক দেওয়া হবে। (আর বলা হবে) ‘এটা তা-ই যা তোমরা নিজদের জন্য জমা করে রেখেছিলে। সুতরাং তোমরা যা জমা করেছিলে তার স্বাদ উপভোগ কর”।

[সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৩৫, ৩৬]

যে সম্পদের যাকাত দেওয়া হয় না, তা অবশ্যই তা গচ্ছিত মাল যদ্বারা তার মালিককে কিয়ামতের দিন শাস্তি দেওয়া হবে। যেমনটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত বিশুদ্ধ হাদীসে এসেছে । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ، لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ»

“সোনা রূপার মালিক যদি এর যাকাত আদায় না করে, তবে কিয়ামতের দিন এ ধন সম্পদকে আগুনের পাত বানানো হবে এবং জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে। তারপর এগুলো দ্বারা তার পার্শ্ব, ললাট ও পিঠে দাগ দেওয়া হবে। যখনই ঠাণ্ডা হবে পূণরায় তা উত্তপ্ত করা হবে -এমন দিন যেদিনের পরিমাণ দুনিয়ার পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান হবে। এভাবে বান্দার পরিণতি জান্নাত বা জাহান্নাম নির্ধারণ না হওয়া পর্যন্ত শাস্তি চলতে থাকবে”।

(সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৮৭)

তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উট, গরু ও ছাগলের মালিকদের বিষয়ে আলোচনা করেন যারা তাদের পশুর যাকাত আদায় করে না। তিনি তাদের জানিয়ে দেন যে, নিশ্চয় তাদেরকে কিয়ামতের দিন যাকাত না দেওয়ার কারণে শাস্তি দেওয়া হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত, তিনি বলেন,

»مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ - يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ - ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ«

“যাকে আল্লাহ তা‘আলা সম্পদ দান করেছেন, কিন্তু সে এ যাকাত আদায় করে নি, কিয়ামতের দিন তার সম্পদকে টেকো মাথা বিশিষ্ট বিষধর সাপের আকৃতি দান করে তার গলায় মালা পরিয়ে দেওয়া হবে, সাপটি তার মুখের দুই পার্শ্ব কামড় দিয়ে বলতে থাকবে, আমি তোমার সম্পদ আমি তোমার জমাকৃত সম্পদ”।

(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৪০৩)

তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা‘আলার বাণী তিলাওয়াত করেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلَا يَحۡسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبۡخَلُونَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦ هُوَ خَيۡرٗا لَّهُمۖ بَلۡ هُوَ شَرّٞ لَّهُمۡۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِۦ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۗ﴾ [ال عمران: ١٨٠]

“আর আল্লাহ যাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ থেকে যা দান করেছেন তা নিয়ে যারা কৃপণতা করে তারা যেন ধারণা না করে যে, তা তাদের জন্য কল্যাণকর, বরং তা তাদের জন্য অকল্যাণকর। যা নিয়ে তারা কৃপণতা করেছিল, কিয়ামত দিবসে তা দিয়ে তাদের বেড়ি পরানো হবে। আর আসমানসমূহ ও যমীনের উত্তরাধিকার আল্লাহরই জন্য। আর তোমরা যা আমল কর সে ব্যাপারে আল্লাহ সম্যক জ্ঞাত”। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৮০]

যাকাত ত্যাগকারীর পরিণতি

আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে আশরাফুল মাখলূকাত তথা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে সৃষ্টি করে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন এবং ভাল ও মন্দ উভয় পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। ভাল পথের অনুসারীদের জন্য জান্নাতের অফুরন্ত নে'মত ও মন্দ পথের অনুসারীদের জন্য জাহান্নামের কঠিন আযাব নির্ধারণ করেছেন। নিম্নে যাকাত পরিত্যাগকারীদের পরিণতি তুলে ধরা হল :

(১) যাকাত ত্যাগকারীর জন্য জাহান্নাম অবধারিত : হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَانِعُ الزَّكَاةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيْ النَّارِ-

আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যাকাত ত্যাগকারী ক্বিয়ামতের দিন জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

(*ছহীহ তারগীব হা/৭৬২; ছহীহুল জামে' হা/৫৮০৭।*)

অন্য হাদীছে বর্ণিত আছে, মা আয়েশা (রাঃ) বলেন,

دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرَأَى فِيْ يَدِيْ فَتَخَاتٍ مِنْ وَرِقٍ فَقَالَ مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟ فَقُلْتُ صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ أَتُؤَدِّيْنَ زَكَاتَهُنَّ قُلْتُ لاَ أَوْ مَا شَاءَ اللهُ قَالَ هُوَ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ-

'একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার নিকট উপস্থিত হয়ে আমার হাতে রূপার বড় বড় আংটি দেখতে পান এবং বলেন, হে আয়েশা! এটা কি? আমি বললাম, হে রাসূল (ছাঃ)! আপনার উদ্দেশ্যে সৌন্দর্য্য বর্ধনের জন্য তা তৈরী করেছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি এর যাকাত দাও? আমি বললাম, না অথবা আল্লাহর যা ইচ্ছা ছিল। তিনি বললেন, তোমাকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট।

(*আবূদাউদ হা/১৫৬৫; ছহীহ তারগীব হা/৭৬৯।*)

(২) অনাদায়ী যাকাতের সম্পদকে আগুনে উত্তপ্ত করে তাদের শরীরে দাগানো হবে : যারা তাদের সম্পদের যাকাত আদায় করে না তাদের সেই সম্পদকে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত

করে তাদের শরীরে দাগানো হবে এবং বলা হবে, ইহা তোমার ঐ সম্পদ যে সম্পদের তুমি যাকাত আদায় করনি। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ، يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ-

‘যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও। যেদিন জাহান্নামের অগ্নিতে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেওয়া হবে। আর বলা হবে, এটাই তা, যা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করতে। সুতরাং তোমরা যা পুঞ্জীভূত করেছিলে তা আস্বাদন কর’ *(তওবা ৯/৩৪-৩৫)*।

(৩) অনাদায়ী যাকাতের সম্পদ বিষধর সাপে রুপান্তরিত হয়ে দংশন করতে থাকবে : যারা তাদের সম্পদের যাকাত আদায় করে না তাদের সেই সম্পদ টাক মাথা বিশিষ্ট বিষধর সাপে রুপান্তরিত হয়ে তাদের উভয় চোয়ালে কামড় ধরে বলবে আমি তোমার সেই সম্পদ যে সম্পদের তুমি যাকাত আদায় করনি। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ، لَهُ زَبِيْبَتَانِ، يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِى شِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ أَنَا مَالُكَ، أَنَا كَنْزُكَ-

‘যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন, কিন্তু সে এর যাকাত আদায় করেনি, ক্বিয়ামতের দিন তার সম্পদকে টেকো (বিষের তীব্রতার কারণে) মাথা বিশিষ্ট বিষধর সাপের আকৃতি দান করে তার গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। সাপটি তার মুখের দু’পার্শ্বে কামড়ে ধরে বলবে, আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার জমাকৃত মাল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তেলাওয়াত করেন,

وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيْرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ-

‘আল্লাহ যাদেরকে সম্পদশালী করেছেন অথচ তারা সে সম্পদ নিয়ে কার্পণ্য করেছে, তাদের ধারণা করা উচিৎ নয় যে, সেই সম্পদ তাদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে, বরং তা তাদের জন্য অকল্যাণকর হবে। অচিরেই ক্বিয়ামত দিবসে, যা নিয়ে কার্পণ্য করেছে তা দিয়ে তাদের গলদেশ শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হবে’ *(আলে-ইমরান ৩/১৮০)*।

(*বুখারী হা/১৪০৩)*

(৪) অনাদায়ী যাকাতের সম্পদ দ্বারাই কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে : মানুষ যে সম্পদের যাকাত আদায় করবে না আল্লাহ তা'আলা সে সম্পদের মাধ্যমে তাদেরকে বিভিন্নভাবে শাস্তি প্রদান করবেন। যেমন- স্বর্ণ ও রৌপ্যের যাকাত আদায় না করলে তা জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করে শরীর দাগানো হবে। উট, গরু ও ছাগলের যাকাত আদায় না করলে উক্ত পশুর ক্ষুর দ্বারা তাদেরকে মাড়াতে থাকবে। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلاَ فِضَّةٍ لاَ يُؤَدِّى مِنْهَا حَقَّهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحَ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِىَ عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِيْنُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيْدَتْ لَهُ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيُرَى سَبِيْلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَالإِبِلُ قَالَ وَلاَ صَاحِبُ إِبِلٍ لاَ يُؤَدِّى مِنْهَا حَقَّهَا وَمِنْ حَقِّهَا حَلَبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ لاَ يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيْلاً وَاحِدًا تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُوْلاَهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيُرَى سَبِيْلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ قَالَ وَلاَ صَاحِبُ بَقَرٍ وَلاَ غَنَمٍ لاَ يُؤَدِّى مِنْهَا حَقَّهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ لاَ يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئًا لَيْسَ فِيْهَا عَقْصَاءُ وَلاَ جَلْحَاءُ وَلاَ عَضْبَاءُ تَنْطِحُهُ بِقُرُوْنِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلاَفِهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُوْلاَهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيُرَى سَبِيْلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَالْخَيْلُ قَالَ الْخَيْلُ ثَلاَثَةٌ هِىَ لِرَجُلٍ وِزْرٌ وَهِىَ لِرَجُلٍ سِتْرٌ وَهِىَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ فَأَمَّا الَّتِى هِىَ لَهُ وِزْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا رِيَاءً وَفَخْرًا وَنِوَاءً عَلَى أَهْلِ الإِسْلاَمِ فَهِىَ لَهُ وِزْرٌ وَأَمَّا الَّتِى هِىَ لَهُ سِتْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِى سَبِيْلِ اللهِ ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِيْ ظُهُوْرِهَا وَلاَ رِقَابِهَا فَهِىَ لَهُ سِتْرٌ وَأَمَّا الَّتِى هِىَ لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ لأَهْلِ الإِسْلاَمِ فِيْ مَرْجٍ وَرَوْضَةٍ فَمَا أَكَلَتْ مِنْ ذَلِكَ الْمَرْجِ أَوِ الرَّوْضَةِ مِنْ شَىْءٍ إِلاَّ كُتِبَ لَهُ عَدَدَ مَا أَكَلَتْ حَسَنَاتٌ وَكُتِبَ لَهُ عَدَدَ أَرْوَاثِهَا وَأَبْوَالِهَا حَسَنَاتٌ وَلاَ تَقْطَعُ طِوَلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ إِلاَّ كَتَبَ اللهُ لَهُ عَدَدَ آثَارِهَا وَأَرْوَاثِهَا حَسَنَاتٍ وَلاَ مَرَّ بِهَا صَاحِبُهَا عَلَى نَهْرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلاَ يُرِيْدُ أَنْ يَسْقِيَهَا إِلاَّ كَتَبَ اللهُ لَهُ عَدَدَ مَا شَرِبَتْ حَسَنَاتٍ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَالْحُمُرُ قَالَ مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيْ الْحُمُرِ شَىْءٌ إِلاَّ هَذِهِ الآيَةُ الْفَاذَّةُ الْجَامِعَةُ)فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ-

'প্রত্যেক স্বর্ণ ও রৌপ্যের মালিক যে উহার হক (যাকাত) আদায় করে না, 'নিশ্চয়ই ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য আগুনের বহু পাত তৈরী করা হবে এবং সে সমুদয়কে জাহান্নামের আগুনে গরম করা হবে এবং তার পাঁজর, কপাল ও পিঠে দাগ দেওয়া হবে। যখনই তা ঠান্ডা হয়ে যাবে তখন পুনরায় তাকে গরম করা হবে (তার সাথে এরূপ করা হবে) সে দিনের পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাযার বছরের সমান। (তার এ শাস্তি চলতে থাকবে) যতদিন না বান্দাদের বিচার নিষ্পত্তি হয়। অতঃপর সে তার পথ ধরবে, হয় জান্নাতের দিকে, না হয় জাহান্নামের দিকে।

জিজ্ঞেস করা হল হে রাসূল (ছাঃ)! উট সম্পর্কে কি হবে? রাসূল (ছাঃ) বললেন, যে উটের মালিক তার হক আদায় করবে না আর তার হকসমূহের মধ্যে পানি পানের তারিখে তার দুধ দোহন করা (এবং অন্যদের দান করাও) এক হক। 'ক্বিয়ামতের দিন নিশ্চয়ই তাকে এক

ধুধু ময়দানে উপুড় করে ফেলা হবে, আর তার সে সকল উট যার একটি বাচ্চাও সে সেই দিন হারাবে না; বরং সকলকে পূর্ণভাবে পাবে, তাকে তার ক্ষুর দ্বারা মাড়াতে থাকবে এবং মুখ দ্বারা কামড়াতে থাকবে। এভাবে যখনই তাদের শেষ দল অতিক্রম করবে পুনরায় প্রথম দল এসে পৌঁছবে। এরূপ করা হবে সেই দিন, যার পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাযার বছরের সমান। (তার এ শাস্তি চলতে থাকবে) যতদিন না বান্দাদের বিচার নিষ্পত্তি হয়। অতঃপর সে তার পথ ধরবে, হয় জান্নাতের দিকে, না হয় জাহান্নামের দিকে।

অতঃপর জিজ্ঞেস করা হল হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! গরু ছাগল সম্পর্কে কি হবে? তিনি বললেন, প্রত্যেক গরু ও ছাগলের মালিক যে তার হক আদায় করবে না, ‘ক্বিয়ামতের দিন নিশ্চয়ই তাকে এক ধুধু মাঠে উপুড় করে ফেলা হবে, আর তার সে সকল গরু-ছাগল তাকে শিং মারতে থাকবে এবং ক্ষুরের দ্বারা মাড়াতে থাকবে, অথচ সে দিন তার কোন একটি গরু ছাগলই শিং বাঁকা, শিং হীন বা শিং ভাঙ্গা হবে না এবং একটি মাত্র গরু-ছাগলকেও সে হারাবে না। যখনই তার প্রথম দল অতিক্রম কারবে, তখনই শেষ দল উপস্থিত হবে। এরূপ করা হবে সেই দিন, যার পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাযার বছরের সমান। (তার এ শাস্তি চলতে থাকবে) যতদিন না বান্দাদের বিচার নিষ্পত্তি হয়। অতঃপর সে তার পথ ধরবে, হয় জান্নাতের দিকে, না হয় জাহান্নামের দিকে।

অতঃপর জিজ্ঞেস করা হল হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! ঘোড়া সম্পর্কে কি হবে? তিনি বললেন, ঘোড়া তিন প্রকার। ঘোড়া কারো জন্য পাপের কারণ, কারো জন্য আবরণ স্বরূপ, আবার কারো জন্য ছওয়াবের বিষয়। (ক) যে ঘোড়া তার মালিকের পক্ষে পাপের কারণ, তা হল সে ব্যক্তির ঘোড়া, যে তাকে পালন করেছে লোক দেখানো, গর্ব এবং মুসলমানদের প্রতি শত্রুতার উদ্দেশ্যে। এ ঘোড়া হল তার পাপের কারণ। (খ) যে ঘোড়া তার মালিকের জন্য আবরণস্বরূপ, তা হল সে ব্যক্তির ঘোড়া, যে তাকে পালন করেছে আল্লাহর রাস্তায়, অতঃপর ভুলে যায়নি তার সম্পর্কে ও তার পিঠ সম্পর্কে আল্লাহর হক। এই ঘোড়া তার ইয্যত-সম্মানের জন্য আবরণস্বরূপ। (গ) আর যে ঘোড়া তার মালিকের জন্য ছওয়াবের কারণ, তা হল সে ব্যক্তির ঘোড়া, যে তাকে পালন করেছে কোন চারণভূমিতে বা ঘাসের বাগানে শুধু আল্লাহর রাস্তায় মুসলমানদের (দেশ রক্ষার) জন্য। তখন তার সে ঘোড়া চারণভূমি অথবা বাগানের যা কিছু খাবে, তার পরিমাণ তার জন্য নেকী লিখা হবে এবং লিখা হবে গোবর ও পেশাব পরিমাণ নেকী। আর যদি তা আপন রশি ছিড়ে একটি বা দু’টি মাঠও বিচরণ করে, তাহলে নিশ্চয়ই উহার পদচিহ্ন ও গোবরসমূহ পরিমাণ নেকী লিখা হবে। এছাড়া মালিক যদি উক্ত ঘোড়াকে কোন নদীর কিনারে নিয়ে যায়, আর তা নদী হতে পানি পান করে, অথচ মালিকের ইচ্ছা ছিল না পানি পান করাতে, তথাপি তার পানি পান পরিমাণ নেকী তার জন্য লিখা হবে।

অতঃপর জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! গাধা সম্পর্কে কি হবে? তিনি বললেন, গাধার বিষয়ে আমার প্রতি কিছু নাযিল হয়নি। এই স্বতন্ত্র ও ব্যাপকার্থক আয়াতটি ব্যতীত, 'যে ব্যক্তি এক অণু পরিমাণ ভাল কাজ করবে, সে তার নেক ফল পাবে, আর যে এক অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে, সে তার মন্দ ফল ভোগ করবে (অর্থাৎ গাধার যাকাত দিলে তারও ছওয়াব পাওয়া যাবে)' *(যিলযাল ৭-৮)*

(মুসলিম হা/৯৮৭; মিশকাত হা/১৭৭৩)

সদাকায়ে ফিতর কি?

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে উদ্দেশ্যবিহীন সৃষ্টি করেননি। তিনি বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ 'আমি জিন ও মানবজাতিকে কেবল আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি' (যারিয়াত ৫১/৫৬)।

ইবাদত এমন একটি ব্যাপক শব্দ যা প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে পালনকৃত এমন সব কথা ও কাজের সমষ্টি, যা আল্লাহ পসন্দ করেন ও ভালবাসেন। আল্লাহর ইবাদত গ্রহণীয় হওয়ার জন্য দু'টি শর্ত রয়েছে। এক. একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে সমস্ত ইবাদত হ'তে হবে। দুই. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাতী পন্থা অনুযায়ী তা পালন করতে হবে।

ইবাদত পালনে ক্রটি-বিচ্যুতি হ'লে আল্লাহ ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ারও ব্যবস্থা রেখেছেন। ছিয়াম হ'ল মহান আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে অন্যতম। আর এই ছিয়াম পালনে যে সকল ক্রটি-বিচ্যুতি হয়ে থাকে, তার ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার জন্য ছাদাক্বাতুল ফিতর আদায়ের বিধান রেখেছেন। এ বিধান আমাদের সুবিধার্থে পরিবর্তন ও পরিমার্জন করা সমীচীন নয়। কেননা ইসলাম হ'ল একমাত্র অভ্রান্ত, ক্রটিমুক্ত ও পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা।

ফিতরা বা ফেতরা (فطرة) আরবী শব্দ,

যা ইসলামে যাকাতুল ফিতর (ফিতরের যাকাত) বা সাদাকাতুল ফিতর (ফিতরের সদকা) নামে পরিচিত। ফিতর বা ফাতুর বলতে সকালের খাদ্যদ্রব্য বোঝানো হয় যা দ্বারা রোজাদারগণ রোজা ভঙ্গ করেন। যাকাতুল ফিতর বলা হয় ঈদুল ফিতর উপলক্ষে গরীব দুঃস্থদের মাঝে রোজাদারদের বিতরণ করা দানকে।

সদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়ার দলীলঃ

আবু ‘আলীয়া রহ. বলেছেন, সদাকাতুল ফিতর ফরয।

ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ»

“প্রত্যেক গোলাম, আযাদ, পুরুষ, নারী, প্রাপ্ত বয়স্ক, অপ্রাপ্ত বয়স্ক মুসলিমের ওপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সদকাতুল ফিতর হিসাবে খেজুর হোক অথবা যব হোক এক সা‘ পরিমাণ আদায় করা ফরয করেছেন এবং লোকজনের ঈদের সালাত বের হওয়ার পূর্বেই তা আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন।”

(*সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫০৩)*

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«وَكَّلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ، فَقُلْتُ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَ الحَدِيثَ -، فَقَالَ: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الكُرْسِيِّ، لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ، وَلاَ يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ ذَاكَ شَيْطَانٌ»

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে রমযানের যাকাত (সদকায়ে ফিতরের) হিফাজতের দায়িত্ব প্রদান করলেন। এরপর আমার নিকট একজন লোক আসলো। সে তার দু’হাতের কোষ ভরে খাদ্যশস্য গ্রহণ করতে লাগলো। তখন আমি তাকে ধরে ফেললাম এবং বললাম, আমি অবশ্যই তোমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিয়ে যাব। তখন সে একটি হাদীস উল্লেখ করল এবং বলল, যখন তুমি বিছানায় শুতে যাবে, তখন আয়াতুল কুরসী পড়বে। তাহলে সর্বদা আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার জন্য একজন হিফাজতকারী থাকবে এবং ভোর হওয়া পর্যন্ত তোমার কাছে শয়তান আসতে পারবে না। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে তোমাকে সত্য বলেছে অথচ সে মিথ্যাবাদী এবং শয়তান ছিল।”

(*সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩২৭৫)*

ছাদাক্বাতুল ফিতর কার উপর ফরয :

ছাদাক্বাতুল ফিতর মুসলমান নারী-পুরুষ, ছোট-বড়, সকলের জন্য আদায় করা ফরয। এ মর্মে হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ.

ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতের ক্রীতদাস ও স্বাধীন, নারী ও পুরুষ, ছোট ও বড় সকলের উপর মাথা পিছু এক ছা‘ পরিমাণ খেজুর বা যব যাকাতুল ফিৎর হিসাবে ফরয করেছেন এবং তা ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন’।

(বুখারী-মুসলিম, মিশকাত হা/১৮১৫)

ঈদের দিন সকালেও যদি কেউ মৃত্যুবরণ করেন, তার জন্য ফিৎরা আদায় করা ফরয নয়। আবার ঈদের দিন সকালে কোন বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হ’লে তার পক্ষ থেকে ফিৎরা আদায় করা ফরয।

(মিরআত ৬/১৮৫ পৃঃ)

ছাদাক্বাতুল ফিতর হ’ল জানের ছাদাক্বা, মালের নয়। বিধায় জীবিত সকল মুসলিমের জানের ছাদাক্বা আদায় করা ওয়াজিব। কোন ব্যক্তি ছিয়াম পালনে সক্ষম না হ’লেও তার জন্য ফিৎরা ফরয।

স্বাধীন ও গোলামের পক্ষ থেকে সদকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিবঃ

যুহরী রহ. বলেছেন, বানিজ্যিক পণ্য হিসেবে ব্যবসায়ের জন্য ক্রয় করা গোলামের যাকাত দিতে হবে এবং তাদের সদাকাতুল ফিতরও দিতে হবে।

ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«فَرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الفِطْرِ أَوْ قَالَ: رَمَضَانَ عَلَى الذَّكَرِ، وَالأُنْثَى، وَالحُرِّ، وَالمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ «فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا،» يُعْطِي التَّمْرَ «، فَأَعْوَزَ أَهْلُ المَدِينَةِ مِنَ التَّمْرِ، فَأَعْطَى شَعِيرًا»، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ «يُعْطِي عَنِ

الصَّغِيرِ، وَالكَبِيرِ، حَتَّى إِنْ كَانَ لِيُعْطِي عَنْ بَنِيَّ»، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا، وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ»

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক পুরুষ, মহিলা, আযাদ ও গোলামের পক্ষ থেকে সদকাতুল ফিতর অথবা (বলেছেন) সদকা-ই-রামাযান হিসাবে এক সা‘ খেজুর বা এক এক সা‘ যব আদায় করা ফরয করেছেন। তারপর লোকেরা অর্ধ সা‘ গমকে এক সা‘ খেজুরের সমমান দিতে লাগল। (বর্ণনাকারী নাফে’ বলেন) ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু খেজুর (সদকাতুল ফিতর হিসাবে) দিতেন। এক সময় মদীনায় খেজুর দুর্লভ হলে যব দিয়ে তা আদায় করেন। ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু প্রাপ্ত বয়স্ক ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক সকলের পক্ষ থেকেই সদকাতুল ফিতর আদায় করতেন, এমনকি আমার সন্তানদের পক্ষ থেকেও সদকার দ্রব্য গ্রহীতাদেরকে দিয়ে দিতেন এবং ঈদের এক-দু’ দিন পূর্বেই আদায় করে দিতেন।” আবু ‘আব্দুল্লাহ রহ. বলেন, আমার সন্তান অর্থাৎ নাফে’ রহ. এর সন্তান। তিনি আরও বলেন, সদকার মাল একত্রিত করার জন্য দিতেন, ফকীরদের দেওয়ার জন্য নয়।

(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫১১)

অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও প্রাপ্ত বয়স্কদের পক্ষ থেকে সদাকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিবঃ

আবু ‘আমর রহ. বলেন, উমার, আলী, ইবন উমার, জাবির, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুম, তাউস, ‘আতা ও ইবন সীরীন রহ. ইয়াতিমের মাল থেকে সদাকাতুল ফিতর আদায় করার অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যুহুরী রহ. বলেন, পাগলের মাল থেকে সদাকাতুল ফিতর আদায় করা হবে।

ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ عَلَى الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ، وَالحُرِّ وَالمَمْلُوكِ»

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপ্রাপ্ত বয়স্ক, প্রাপ্ত বয়স্ক, আযাদ ও গোলাম প্রত্যেকের পক্ষ থেকে এক সা‘ যব অথবা এক সা‘ খেজুর সদকাতুল ফিতর হিসাবে আদায় করা ফরয করে দিয়েছেন।”

(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫১২)

সদকায়ে ফিতরের পরিমাণ

সদাকায়ে ফিতর সম্পর্কিত হাদীসগুলো পর্যালোচনা করলে এ বিষয়ে মোট পাঁচ প্রকার খাদ্যের বর্ণনা পাওয়া যায়: যব, খেজুর, পনির, কিসমিস ও গম। এ পাঁচ প্রকারের মধ্যে যব, খেজুর, পনির ও কিসমিস দ্বারা সদকা ফিতর আদায় করতে চাইলে প্রত্যেকের জন্য এক সা' দিতে হবে। আর গম দ্বারা আদায় করতে চাইলে আধা 'সা' দিতে হবে। এটা হল ওজনের দিক দিয়ে তফাত। আর মূল্যের দিক থেকে তো পার্থক্য রয়েছেই। যেমন-
(ক) আজওয়া (উন্নতমানের) খেজুরের মূল্য প্রতি কেজি ১০০০/- টাকা হলে একজনের সদকায়ে ফিতর দাঁড়ায় ৩২৫৬/- তিন হাজার দুই শত ছাপ্পান্ন টাকা।

(খ) মধ্যম ধরনের খেজুর যার মূল্য প্রতি কেজি ৩০০/- টাকা হলে একজনের সদকায়ে ফিতর দাঁড়ায় ৯৭৭/- নয়শত সাতাত্তর টাকা।

(গ) কিসমিস প্রতি কেজি ২৩০/- টাকা করে হলে একজনের সদকায়ে ফিতর দাঁড়ায় ৭৪৮/- (সাত শত আটচল্লিশ) টাকা।

ঘ) পনির প্রতি কেজি ৫০০/- টাকা করে ধরা হলে একজনের সদকায়ে ফিতর দাঁড়ায় ১৬২৮/- (এক হাজার ছয় শত আটাশ) টাকা।

ঙ) গম প্রতি কেজি ৩৫/- টাকা হিসাবে ধরা হলে একজনের সদকায়ে ফিতর দাঁড়ায় ৫৭ টাকা।

হাদীসে এ ৫টি দ্রব্যের যেকোনোটি দ্বারা ফিতরা আদায়ের সুযোগ দেওয়া হয়েছে যেন মুসলমানগণ নিজ নিজ সামর্থ্য ও সুবিধা অনুযায়ী এর যেকোনো ১টি দ্বারা তা আদায় করতে পারে। এখন লক্ষণীয় বিষয় হল, সকল শ্রেণীর লোক যদি সবচেয়ে নিম্ন মূল্য-মানের দ্রব্য দিয়েই নিয়মিত সদকা ফিতর আদায় করে তবে হাদীসে বর্ণিত অন্য চারটি দ্রব্যের হিসেবে ফিতরা আদায়ের উপর আমল করবে কে? আসলে এক্ষেত্রে হওয়া উচিত ছিল এমন যে, যে ব্যক্তি উন্নতমানের আজওয়া খেজুরের হিসাবে সদকা ফিতর আদায় করার সামর্থ্য রাখে সে তা দিয়েই আদায় করবে। যার সাধ্য পনিরের হিসাবে দেওয়ার সে তাই দিবে। এর চেয়ে কম আয়ের লোকেরা খেজুর বা কিসমিসের হিসাব গ্রহণ করতে পারে। আর যার জন্য এগুলোর হিসাবে দেওয়া কঠিন সে আদায় করবে গম দ্বারা। এটিই্ উত্তম নিয়ম। এ নিয়মই ছিল নবী, সাহাবা-তাবেঈন ও তাবে তাবেঈনের স্বর্ণযুগে। এ পর্যন্ত কোথাও দুর্বল সূত্রে একটি প্রমাণ মেলেনি যে, স্বর্ণযুগের কোনো সময়ে সব শ্রেণীর সম্পদশালী সর্বনিম্ন মূল্যের দ্রব্য দ্বারা সদকা ফিতর আদায় করেছেন। এখানে এ সংক্রান্ত কিছু বরাত পেশ করা হচ্ছে।

হাদীসঃ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বোত্তম দান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি ইরশাদ করেন-

أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها

'দাতার নিকট যা সর্বোৎকৃষ্ট এবং যার মূল্যমান সবচেয়ে বেশি'। -(সহীহ বুখারী, কিতাবুল ইতক ৩/১৮৮; সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান বাব আফযালুল আমল ১/৬৯)

সাহাবায়ে কেরাম-এর আমল

ক) হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেন,

كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب وذلك من صاع النبي صلى الله عليه وسلم.

আমরা সদকা ফিতর আদায় করতাম এক 'সা' খাদ্য দ্বারা অথবা এক 'সা' যব অথবা এক 'সা' খেজুর, কিংবা এক 'সা' পনির বা এক 'সা' কিসমিস দ্বারা। আর এক 'সা'-এর ওজন ছিল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 'সা' অনুযায়ী। -(মুয়াত্তা মালেক পৃ.১২৪; আল ইসতিযকার, হাদীস ৫৮৯, ৯/৩৪৮)

এ হাদীসে রাসূলের যুগে এবং সাহাবাদের আমলে সদকা ফিতর কোন কোন বস্তু দ্বারা আদায় করা হত তার সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে।

'আব্দুল্লাহ ইবন মাসলামা ইবন কা'নাব রহ. এর সনদে আবু সা'ঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আমাদের মধ্যে ছিলেন, তখন আমরা ছোট ও বড় স্বাধীন ও ক্রীতদাস প্রত্যেকের পক্ষ থেকে সদকাতুল ফিতর বাবদ এক সা' পরিমাণ খাদ্য অথবা এক সা' পনির অথবা এক সা' যব অথবা এক সা' খেজুর অথবা এক সা' কিশমিশ প্রদান করতাম। এভাবেই আমরা তা আদায় করতে থাকি। পরে মু'আবিয়া ইবন আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হজ অথবা 'উমরার উদ্দেশ্যে যখন আমাদের নিকট আসলেন তখন তিনি মিম্বরে আরোহণ করে উপস্থিত লোকদের সাথে এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করলেন। আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি বললেন, আমার মতে সিরিয়ার দু-মুদ গম এক সা' খেজুরের সামান। লোকেরা তা গ্রহণ করে নিলেন। আবু সা'ঈদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, আমি তো যত দিন জীবিত থাকব ঐ ভাবেই সদকাতুল ফিতর আদায় করব, যে ভাবে আমি সদকাতুল ফিতর আদায় করে আসছিলাম।

(সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৮৫)

(খ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. সারা জীবন খেজুর দ্বারাই সদকা ফিতর আদায় করেছেন। তিনি একবার মাত্র যব দ্বারা আদায় করেছেন। -(আলইসতিযকার, হাদীস নং ৫৯০,৯/৩৫৪)
ইবনে কুদামা রা.আবু মিজলাযের বর্ণনা উল্লেখ করে বলেন, এ বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায় যে, সাহাবায়ে কেরাম অধিকাংশই যেহেতু খেজুর দ্বারা ফিতরা আদায় করতেন তাই ইবনে ওমর রা. সাহাবাদের তরীকা অবলম্বন করতে সারা জীবন খেজুর দ্বারাই আদায় করেছেন।

এ প্রসঙ্গে ইবনে ওমরের ভাষ্য হল-

إن أصحابي سلكوا طريقا وأنا أحب أن أسلكه.

'সাহাবীগণ যে পথে চলেছেন আমিও সে পথেই চলতে আগ্রহী।'

এবার দেখা যাক মাযহাবের ইমামগণ উত্তম সদকা ফিতর হিসেবে কোনটিকে গ্রহণ করেছেন।

ইমাম শাফেয়ীর মতে উত্তম হল হাদীসে বর্ণিত বস্তুর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বোচ্চ মূল্যের দ্রব্য দ্বারা সদকা দেওয়া। অন্য সকল ইমামের মতও এমনই।

ইমাম মালিক রাহ.-এর নিকট খেজুরের মধ্যে সবচেয়ে উন্নত খেজুর 'আজওয়া' খেজুর দেওয়া উত্তম। আজওয়া খেজুরের ন্যূনতম মূল্য ১০০০-১২০০ টাকা প্রতি কেজি।

ইমাম আহমদ রাহ.-এর নিকট সাহাবায়ে কেরামের অনুসরণে খেজুর দ্বারা ফিতরা আদায় করা ভালো।
(আলমুগনী ৪/২১৯; আওজাযুল মাসালিক ৬/১২৮)

ইমাম আবু হানীফা রাহ.-এর নিকটেও অধিক মূল্যের দ্রব্যের দ্বারা ফিতরা আদায় করা ভালো। অর্থাৎ যা দ্বারা আদায় করলে গরীবের বেশি উপকার হয় সেটাই উত্তম ফিতরা।

সাহাবায়ে কেরামের যুগে আধা 'সা' গমের মূল্য এক সা খেজুরের সমপরিমাণ ছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে মদীনাতে গমের ফলন ছিল না বললেই চলে। পরবর্তীতে হযরত মুআবিয়া রা.-এর যুগে ফলন বৃদ্ধি পেলেও মূল্য ছিল সবচেয়ে বেশি। একাধিক বর্ণনায় এসেছে যে, সেকালে আধা 'সা' গমের মূল্য এক সা খেজুরের সমপরিমাণ ছিল।

فلما كان زمن معاوية وكثرت الحنطة جُعِلَ نصف صاعٍ منها مثل صاع من تلك الأشياء.

হযরত মুআবিয়া রা.-এর যুগে গমের ফলন বৃদ্ধি পেলে আধা 'সা' গমকে সদকা ফিতরের অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের এক 'সা'র মতো গণ্য করা হত।
(আলইসতিযকার ৯/৩৫৫)

ইবনুল মুনযির বলেন-

فلما كثر في زمن الصحابة رأووا أن نصف صاع منه يقوم مقام صاع من شعير.

সাহাবীদের যুগে যখন গম সহজলভ্য হল তখন তারা আধা 'সা' গমকে এক 'সা' যবের সমতুল্য গণ্য করলেন।
(ফাতহুল মুলহিম ৩/১৫; আওজাযুল মাসালিক ৬/১৩)

তাহলে বুঝা গেল য, হযরত মুআবিয়া রা.-এর যুগে গম দ্বারা সদকা ফিতর আদায়ের প্রচলন বেড়েছিল। এর কারণ হল যে, তখন গমই ছিল সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বোচ্চ মূল্যমানের খাদ্য। এ সময় হযরত ইবনে ওমর সাহাবাদের অনুকরণে খেজুর দ্বারাই সদকা ফিতর আদায় করতেন। তখন তাঁকে আবু মিজলায রাহ. বললেন-

إن الله قد أوسع والبر أفضل من التمر

'আল্লাহ তাআলা তো এখন সামর্থ্য দিয়েছেন। আর গম খেজুরের চেয়ে অধিক উত্তম। অর্থাৎ আপনার সামর্থ্য রয়েছে বেশি মূল্যের বস্তু সদকা করার। তবুও কেন খেজুর দ্বারা তা আদায় করছেন। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, আমি সাহাবাদের অনুকরণে এমন করছি।
সাহাবায়ে কেরাম গম দ্বারা এজন্যই সদকা ফিতর আদায় করতেন যে, এর মূল্য সবচেয়ে বেশি ছিল।

প্রত্যেক দেশের প্রধান খাদ্য দিয়ে ফিৎরা আদায় করবে। আমাদের এই কৃষি প্রধান দেশে প্রধান খাদ্য (طعام) চাউল। সেকারণ চাউল দিয়ে ছাদাক্বাতুল ফিতর আদায় করাই উত্তম।

ঈদের সালাতের পূর্বেই সদকাতুল ফিতর আদায় করাঃ

আব্দুল্লাহ ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত যে,

«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ»

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে ঈদের সালাতের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই সদকাতুল ফিতর আদায় করার নির্দেশ দেন।” (*সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫০৯।)*

আবু সা‘ঈদ খুদুরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ»، وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: «وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالأَقِطُ وَالتَّمْرُ»

“আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ঈদের দিন এক সা‘ পরিমাণ খাদ্য সদকাতুল ফিতর হিসাবে আদায় করতাম। আবু সা‘ঈদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আমাদের খাদ্যদ্রব্য ছিল যব, কিসমিস, পনির ও খেজুর।” (*সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫১০।)*

ছাদাক্বাতুল ফিতর ঈদের দু’এক দিন পূর্বে আদায় ও পরে বণ্টন করা ওয়াজিব। ঈদুল ফিতরের পূর্বে ছাহাবায়ে কেরাম বায়তুল মাল জমাকারীর নিকটে ফিৎরা জমা করতেন। ফিৎরা আদায়ের এটাই সুন্নাতী পন্থা, যা ঈদের ছালাতের পর হক্বদারগণের মধ্যে বণ্টন করতে হবে।

(বুখারী হা/১৫১১, ‘যাকাত’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৭৭)

ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে ছাদাক্বাতুল ফিতর আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন।

(বুখারী হা/১৫০৯; মুসলিম হা/৯৮৬)

অন্যত্র রয়েছে, ঈদের ছালাতের পূর্বে দায়িত্বশীলের কাছে ফিৎরা জমা করা ওয়াজিব।

(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮১৫)

ইবনে ওমর (রাঃ) ঈদের দু’এক দিন পূর্বে জমাকারীর কাছে ফিৎরা পাঠাতেন।

(মুয়াত্ত্বা মালেক, হা/৩৪৩; ইবনু খুযায়মাহ হা/২৩৯৭, সনদ ছহীহ)

ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিয়াম পালনকারীর জন্য ছাদাক্বাতুল ফিতর আদায় অপরিহার্য করে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি ঈদের ছালাতের পূর্বে আদায় করবে তা ছাদাক্বাতুল ফিতর হিসাবে গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি ঈদের ছালাতের পর আদায় করবে তা সাধারণ ছাদাক্বা হিসাবে গণ্য হবে।

(আবূদাঊদ হা/১৬০৯, হাসান ছহীহ)

সুতরাং মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলের মাধ্যমে ফিৎরা বণ্টনের জন্য যে সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা পালন করা আবশ্যক।

উপসংহার

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। যার মধ্যে নিহিত আছে মানব জীবনের যাবতীয় সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান। আর অর্থনৈতিক সমস্যা মানব জীবনের সবচেয়ে বড় সমস্যা। বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ দেশে দু'টি প্রধান অর্থনৈতিক মতবাদ প্রচলিত আছে। পুঁজিবাদ বা ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা। এ্যাডম স্মীথের হাত ধরে যে পুঁজিবাদের যাত্রা তাতে শুধুই ব্যক্তিস্বার্থ ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতার গন্ধ। ব্যক্তির ভোগ ও তৃপ্তি চূড়ান্ত হতে হবে, সর্বোচ্চ পরিমাণ তৃপ্তি বা উপযোগ লাভের সর্বাত্মক চেষ্টা পুঁজিবাদের মূল দর্শন। সমাজের হতদরিদ্র বা বঞ্চিতদের জন্য ছাড় দেওয়ার কোন সুযোগ সেখানে নেই। সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থাও এর কোন সমাধান বের করতে পারেনি। আদর্শিকভাবে এই দুই বিপরীত মেরুর বিরুদ্ধে ইসলাম আমাদেরকে যাকাতের বিধান দিয়েছে। যার ফলে ব্যক্তির নৈতিক ও মানসিক উন্নতি হয়। সমাজ থেকে শ্রেণীবৈষম্য বিদূরিত হয়। গড়ে ওঠে অসহায় গরীব ও বিত্তবানদের মধ্যে এক সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক। হরাস পায় গাছতলা ও পাঁচতলার ভেদাভেদ। যাকাত ধনী-গরীবের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতির বন্ধন সুদৃঢ় করে। যাকাত আদায়ের ফলে অন্তর পরিস্কার ও পরিশুদ্ধ হয় এবং কৃপণতার মত ঘৃণ্য চরিত্র থেকে মুক্তিলাভ করা যায়। যাকাত ব্যক্তিকে দানশীল, মহানুভব এবং অভাবে জর্জরিত বঞ্চিত মানবতার প্রতি দয়া পরবশ হতে অভ্যস্ত করে। আল্লাহর পক্ষ থেকে বরকত ও বিনিময় লাভ করা যায়। গোনাহ সমূহ মোচন হয়। যাকাত প্রদানের কারণে অর্থের অন্ধ মোহ হরাস পায়। অপচয় হতে মুক্ত থাকা যায় ও গরীব-দুঃখীদের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করার মানসিকতা তৈরী হয়। ফলে দুনিয়াতে গড়ে ওঠে সুশীল ও সুন্দর সমাজ এবং পরকালে অর্জিত হয় জান্নাতের অফুরন্ত নে'মত। আল্লাহ আমাদেরকে তা অর্জন করার তাওফীক্ব দিন। আমীন!

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ

তথ্যসূত্রঃ

মাসিক আল-কাউসার

মাসিক আত-তাহরীক

হাদীস বিডি

আই ফতোয়া

যাকাত বিধানের সারসংক্ষেপ (লেখকঃ রামি হানাফী মাহমুদ)

যাকাতের সংক্ষিপ্ত আহকাম (লেখকঃ আবু আহমাদ সাইফুদ্দীন বেলাল)